উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,১০২.৩২ (-১২.৮৫)   নিফটি : ২২,৪৯৭.৯০ (+৩৭.৬০)

বায়ু দূষণে বাড়ছে উদ্বেগ
বিশ্বে সবচেয়ে দূষিত ২০টি শহরের মধ্যে ১১টি ভারতের। তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ৭টি শহর। সুইস সংস্থার রিপোর্টে ঠাঁই পেয়েছে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িও। » ৭

মরিশাসে মোদি
চিনকে চাপে রাখতে মরিশাস সফরে গেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে চিন ক্রমেই উপস্থিতি জাহির করছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩৩°	৩২°	৩২°
সর্বনিম্ন	১৮°	১৮°	১৯°	১৮°

বিধানসভায় ফের প্রতিবাদ শুভেন্দুদের » ৫

শিলিগুড়ি ২৭ ফাল্গুন ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 12 March 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 292

ব্রাত্যর নজর '২৬-এ

বেসরকারি স্কুলে ফি নিয়ন্ত্রণে কমিশনের ভাবনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ মার্চ : ইংরেজিমাধ্যমে সন্তানকে পড়ানোর আগ্রহ এখন অনেকের। সাধ থাকলেও সাধ্য অনেকের থাকে না। এই মাধ্যমের অধিকাংশ স্কুল বেসরকারি। যারা যথেচ্ছ টিউশন ও আনুষঙ্গিক অন্য ফি আদায় করে। যাঁদের সাধ্য আছে, তাঁদেরও ছেলেমেয়ের পড়াশোনায় পকেট অনেকটা ফাঁকা হয়ে যায়। এতদিন এতে কোনও সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল না। দু'বছর আগে ফি নিয়ন্ত্রণে কমিশন গঠনের আশ্বাস দিয়েছিল রাজ্য সরকার। এতদিন কমিশন দূরে থাক, সামান্য পদক্ষেপও হয়নি।

এতদিনে আশার আলো দেখালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মঙ্গলবার বিধানসভায় তিনি জানালেন, বেসরকারি স্কুলের ফি নিয়ন্ত্রণে বিল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। এজন্য কমিশনও গঠন করা হবে। বেসরকারি স্কুলের ফি নিয়ে এক বিজেপি বিধায়কের প্রশ্নের উত্তরে ব্রাত্য বলেন, 'স্কুলের ফি বৃদ্ধি, অভিভাবকদের ওপর চাপ সৃষ্টি, কাচ ভেঙে পড়া থেকে শুরু করে একাধিক অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে।'

> স্কুলের ফি বৃদ্ধি, অভিভাবকদের ওপর চাপ সৃষ্টি, কাচ ভেঙে পড়া থেকে শুরু করে একাধিক অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। সরকার বেসরকারি স্কুলের ফি বৃদ্ধি রুখতে বিল আনতে চলেছে।
> -ব্রাত্য বসু

এরপর শিক্ষামন্ত্রী জানান, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। সরকার বেসরকারি স্কুলের ফি বৃদ্ধি রুখতে বিল আনতে চলেছে।' সরকারের এই উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যবাসীর জন্য এই উদ্যোগ নিশ্চয়ই সদর্থক।' রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলিতে যথেচ্ছ ফি বৃদ্ধি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে কয়েকবার সতর্ক করলেও সমস্যাটির সুরাহা হয়নি। ২০২৩ সালে বিধানসভায় বাদল অধিবেশনে কমিশন গঠনের আশ্বাস দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু গত দু'বছরে সেই কমিশন হয়নি। সোমবার অবশ্য ব্রাত্য বলেন, 'বাংলামাধ্যমে অভিভাবকদের ঝোঁক কমছে। সবাই ইংরেজিমাধ্যমের স্কুলে যেতে চাইছে। সেই চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বেসরকারি স্কুলগুলি ফি বৃদ্ধি করে যাচ্ছে।'

এর আগে ২০২৩ সালে যথেচ্ছ ফি বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকার নজর দিচ্ছে না কেন- প্রশ্ন তুলেছিল হাইকোর্ট। তারপরেও সরকার এতদিন কোনও উদ্যোগ নেয়নি। গ্রামাঞ্চলের অনেক স্কুলে শিক্ষকের অভাবে নিয়মিত পঠনপাঠন হয় না বলে বারবার অভিযোগ ওঠে। *এরপর দশের পাতায়*

কামতাপুরি, রাজবংশী ভাষায় আরও স্কুল

কলকাতা, ১১ মার্চ : রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষায় পড়াশোনার আরও স্কুল হতে চলেছে উত্তরবঙ্গে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু মঙ্গলবার এই ঘোষণা করেছেন বিধানসভায়। তবে ঠিক কতগুলি স্কুলের অনুমোদন দেওয়া হবে, তা স্পষ্ট করেননি তিনি। এর আগে ১৯৮টি রাজবংশী স্কুলকে অনুমোদন দিয়েছিল রাজ্য সরকার। মনে করা হচ্ছে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজবংশী ও কামতাপুরি জনগণের ভোটকে লক্ষ্য রেখে আরও স্কুল বাড়ানোর এই পরিকল্পনা।

প্রশ্নোত্তরপর্বে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের জিজ্ঞাসায় সেই ইঙ্গিত ছিল। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চান, কামতাপুরি, রাজবংশী জনজাতির উন্নয়নে রাজ্য সরকারের কী পরিকল্পনা রয়েছে? জবাবে ব্রাত্য বলেন, 'আরও স্কুল করার জন্য ভাবনাচিন্তা চলছে। কামতাপুরি ভাষা ও সিলেবাসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদনের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।'

এই খবরে খুশির হাওয়া উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও কামতাপুরি মহলে। রাজবংশী, কামতাপুরি ভাষায় স্কুলের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। এই সংগঠনটির প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ২০২১ সালে মন্ত্রীসভার বৈঠকে রাজবংশীমাধ্যম প্রাথমিক স্কুল তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পরে ১৯৮টি স্কুলের অনুমোদন দেওয়া হয়।

ওই সংগঠনটির শীর্ষ নেতা বংশীবদন বর্মন বলেন, '২০০টা স্কুলের স্বীকৃতি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। *এরপর দশের পাতায়*

রাধা বিনা কৃষ্ণ যেন মণিহারা ফণী

হোলির আগে ফাগ মহোৎসবে রাধাকৃষ্ণের সাজে নৃত্যশিল্পীরা। জয়পুরে মঙ্গলবার। -পিটিআই

দেশজুড়ে ছড়িয়ে সইদুলের শাগরেদরা

দুবাই থেকে কারবার নিয়ন্ত্রণ

অন্য জামতাড়া

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১১ মার্চ : অনলাইনে সহজ আয়ের পথ খুঁজতে গিয়েই জামাতাড়ার ধাঁচে শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকার চটহাটে অপরাধ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল মহম্মদ সইদুল। কারবারের কিংপিন সইদুলকে গ্রেপ্তার করার পর তদন্ত যত এগোচ্ছে একের পর এক নতুন তথ্য পুলিশের হাতে আসছে।

স্থানীয় বাজারে একটি মোবাইল ফোন বিক্রি ও মেরামতির দোকান চালালেও মোটা টাকা রোজগারের লোভ থেকেই দেশে প্রায় ৮০ কোটি টাকার বেশি সাইবার প্রতারণায় জড়িয়ে পড়ে সে। এখানেই শেষ নয়, তার কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে আরও বেশকিছু চক্র দেশজুড়ে এই জাল বিস্তার করে চলেছে। আর সেটাই পুলিশের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লি থেকে মোবাইল রিপেয়ারিং শিখে ভাড়া নিয়ে দোকান শুরু করে সইদুল। সেখানে মোবাইলের সিম কার্ডও বিক্রি করত সে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন অনলাইন পরিষেবাও দিত। এরমাঝে গ্রামীণ এলাকার ফড়েদের সরকারি মূল্যে ধান বিক্রির টাকা তোলার জন্য অন্যের নামে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জোগাড় করে দিতে থাকে সইদুল। সেখান থেকেও ভালো রোজগার হচ্ছিল তার। কিন্তু আরও বেশি আয়ের লোভ পেয়ে বসে সইদুলকে। তখনই সে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়ে আরও বেশি আয়ের অসৎ পথ খুঁজে নেয়।

পুলিশ জানিয়েছে, গোটা দেশ থেকে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম পোর্টালে হওয়া ৩৪০টি অপরাধে যোগ রয়েছে সইদুলের চক্রের। রীতিমতো লোকজন রেখে বড় প্রতারণার চক্র গড়ে তোলে সইদুল।

এখন সে পুলিশের জালে থাকলেও, তার হাতেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

এই দোকানই ছিল সইদুলের 'ওয়াররুম'। -ফাইল চিত্র

দুষ্টচক্র

- ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে কারবার
- ব্যাংককর্মীদের একাংশের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এভাবে অন্যের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার অসম্ভব
- অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল দুবাই থেকে
- লেনদেনের পরিমাণ ২০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা তদন্তকারীদের

আরও ১০ থেকে ১২ জন মিলে সাইবার প্রতারণার কারবার চালিয়ে যাচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর মিলেছে। তবে, ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে বসে দেশব্যাপী প্রতারণার এতবড় চক্র গড়ে তোলা শুধুমাত্র একা সইদুলের পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। এর পিছনে রাজনৈতিক নেতাদের মদত ছিল বলেই অভিযোগ রয়েছে।

দিল্লি, মুম্বই, গুজরাট থেকে সইদুলের এই চক্রের যোগ পুলিশ পেয়েছে। সেইসঙ্গে, তার ভাড়া নেওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি দুবাই, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা থেকে ব্যবহারের তথ্য পেয়েছে পুলিশ। ফলে সইদুলের প্রতারণার জাল আন্তর্জাতিক স্তরেও ছড়িয়েছে, এনিয়ে তদন্তকারীরা নিশ্চিত।

পুলিশ এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি ব্যাংক মিলিয়ে সইদুলদের ব্যবহার করা হাজারেরও বেশি অ্যাকাউন্টের খোঁজ পেয়েছে। সেগুলির মাধ্যমে লেনদেনের আর্থিক পরিমাণ এবং অন্যান্য তথ্য এখন জানতে চাইছে পুলিশ। সেই সমস্ত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা গেলেও, ব্যাংকগুলি থেকে পুলিশের দাবিমতো তথ্য এখনও মেলেনি। ফলে ব্যাংকগুলির ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ বাড়ছে। পুলিশ জানিয়েছে, সইদুল স্থানীয় মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় নেওয়ার পাশাপাশি, অন্যের ছবি এবং আধার দিয়ে সিম অ্যাক্টিভ করত। এরপর ওই ব্যক্তির প্যান ব্যবহার করে ব্যাংককর্মীদের হাত করে অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে এটিএম, পাসবই নিজের কাছে রাখত। ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা ভাড়ায় খাটত সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। তদন্তকারীদের ধারণা, ব্যাংককর্মীদের একাংশের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এভাবে অন্যের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা সইদুলের পক্ষে সম্ভব হত না।

পুলিশ মনে করছে, তদন্তে আর্থিক এই লেনদেনের পরিমাণ ২০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ নিজে এই দাবি করেছেন। বেটিং অ্যাপ এবং লোন অ্যাপের প্রতারণার টাকা এই সমস্ত অ্যাকাউন্ট মারফত লেনদেন হত। *এরপর দশের পাতায়*

পুড়ল স্কুলের পুলকার, বরাতজোরে বাঁচল পড়ুয়া

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : ময়নাগুড়ির পুনরাবৃত্তি শিলিগুড়িতে। যাত্রীবাহী বাসে আগুন ধরে গিয়েছিল পাশের জেলার শহরে, শিলিগুড়িতে একই ঘটনা ঘটল স্কুল পড়ুয়াদের পুলকারে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে দেবীডাঙ্গায়। তবে পুলকারচালকের উপস্থিতবুদ্ধির জোরে রক্ষা পেয়েছে ১৪টি প্রাণ।

স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলকারটির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হত কি না, সেই নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। এ ব্যাপারে কথা বলতে স্কুলে যোগাযোগ করা হয়েছিল, তবে তাঁরা মন্তব্য করতে রাজি ছিলেন না। এই ঘটনার পর শহরের অন্য অভিভাবকরাও সিঁদুরে মেঘ দেখছেন।

প্রশ্নে রক্ষণাবেক্ষণ

স্কুল থেকে পড়ুয়াদের বাড়ির পথে দেবীডাঙ্গায় দুর্ঘটনা

অভিভাবকদের দাবি, মাঝেমধ্যেই মাঝপথে খারাপ হত পুলকারটি

প্রথমে আওয়াজ শুনে, পরে ধোঁয়া দেখে সবাইকে নামিয়ে দেন চালক

তার কিছুক্ষণ পরই আগুন, ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত পুলকার

পুলকারটিতে থাকা কয়েকজন পড়ুয়ার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এর আগে বিভিন্ন সময় এই গাড়ি মাঝপথে বিগড়েছে। অভিযোগ, তবুও পুলকার বদলানো বা সেটার প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণে নজর দেয়নি কর্তৃপক্ষ। গাফিলতি রয়েছে কি না, জানতে তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। শিলিগুড়ি পুলিশের ডিসিপি ওয়েস্ট বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে কীভাবে আগুন লাগল বা এর পেছনে গাফিলতি আদৌ রয়েছে কি না, তা আমরা খতিয়ে দেখছি।'

ইংরেজিমাধ্যমের বেসরকারি বিদ্যালয়টি সুকনায় অবস্থিত। অভিভাবকরা স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হলেও পুলকারের চালক আব্রাহাম বড়াইকের তৎপরতার প্রশংসা করছেন। সেই আব্রাহাম ঘটনার ব্যাখ্যা দিলেন, 'স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ুয়াদের নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। মাঝপথে হঠাৎ ইঞ্জিন থেকে বিকট আওয়াজ বেরোনোর শব্দ কানে আসে। তারপর দেখি ধোঁয়া বের হচ্ছে।' সেই দেখে তিনি পুলকারে থাকা ১৪ জন পড়ুয়াকে একে একে নামিয়ে দেন।

প্রত্যক্ষদর্শী অমিত তামাং বলছিলেন, 'চালক বুদ্ধি করে পড়ুয়াদের নামানোর কিছুক্ষণ *এরপর দশের পাতায়*

জমি দখলে সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ

মনজুর আলম

চোপড়া, ১১ মার্চ : সালিশি সভায় একতরফা রায়। আর তার জেরে জমি দখল ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনায় মঙ্গলবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে চোপড়ার চেতনাগছে। দফায় দফায় দু'পক্ষের সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ ও মারধরের ঘটনায় মোট ১৫ জন জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছয়জনকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হলে সেখান থেকে একজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল ও আরেকজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ১২ জনকে আটক করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

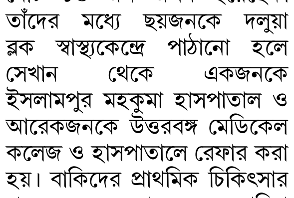

সংঘর্ষের পর চেতনাগছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চেতনাগছ গ্রামের বাসিন্দা জাকির হুসেন ও সমিরউদ্দিনের পরিবারের মধ্যে প্রায় ৮ বিঘা শরিকি জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ। আদালতে মামলা চলছে। এর আগে দুই পক্ষকে নিয়ে একাধিকবার সালিশিও হয়েছে। এদিন ফের সালিশি সভায় এক তরফা রায় দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সমিরউদ্দিনের পক্ষের লোকজন ওই জমির দখল নিতে গেলে অন্যপক্ষ বাধা দেওয়ায় সংঘর্ষ বেধে যায়। দুই পক্ষ লাঠিসোঁটা, ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। পাথর ছোড়ার ঘটনাও ঘটে। তাতেই দুই পক্ষের কয়েকজন জখম হয়েছেন। খবর পেয়ে দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জাকির হুসেনের অভিযোগ, আচমকা বহিরাগত গুন্ডাবাহিনী নিয়ে জমি দখলের চেষ্টা হয়। *এরপর দশের পাতায়*

ট্রেন হাইজ্যাকের পর কড়া নিরাপত্তায় মুড়েছে বালুচিস্তান।

যাত্রীবোঝাই ট্রেন হাইজ্যাক, হত ২০

কোয়েটা, ১১ মার্চ : বিমান ছিনতাইয়ের কথা প্রায়ই শোনা যায়। তা বলে ট্রেন ছিনতাই! তাও আস্ত একটা ট্রেন! হ্যাঁ, এমনই এক বেনজির কাণ্ড ঘটেছে পাকিস্তানের বালুচিস্তানে। যাত্রীবোঝাই জাফর এক্সপ্রেস হাইজ্যাক করেছে জঙ্গি সংগঠন বালুচ লিবারেশন আর্মি। ট্রেনটিতে সফররত সেনা জওয়ানরা ছিলেন জঙ্গিদের টার্গেট। যাত্রীদের ভিড় মিশে থাকলেও ১৪ জন নিরাপত্তাকর্মীকে ইতিমধ্যে মেরে ফেলেছে হামলাকারীরা। সেনা ও সাধারণ যাত্রী মিলে ১৮২ জন পণবন্দি জঙ্গিদের হাতে।

সেনা ও বিদ্রোহীদের সংঘর্ষে গত কয়েকদিন ধরে রক্তাক্ত হচ্ছিল পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশ। বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় ট্যাংক, ফাইটার জেট নিয়ে অভিযান চলছিল পাক সেনার। তার মধ্যে এই ব্যতিক্রমী প্রত্যাঘাত করল স্থানীয় বিদ্রোহী সংগঠন বালুচ লিবারেশন আর্মি। ঘটনার পর সেনার বিশাল বাহিনীকে সেখানে পাঠানো হলেও কাউকে মুক্ত করা যায়নি মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত। তবে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেনার তুমুল লড়াই চলছে। বালুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখোয়ার স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে কড়াকড়ি করছে সেনা-পুলিশ।

বালুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা থেকে খাইবার পাখতুনখোয়ার রাজধানী পেশোয়ার যাওয়ার পথে জাফর এক্সপ্রেসকে মঙ্গলবার সকালে হাইজ্যাক করে জঙ্গিরা। ট্রেনের ৯টি কামরায় ৫০০ যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শতাধিক সেনাকর্মী। ট্রেনের নিরাপত্তার দায়িত্বে আলাদাভাবে ৬ জন সেনাকর্মী ছিলেন। পেহরো কুনরি ও গাদালার স্টেশনের মাঝে একটি নির্জন জায়গায় বিদ্রোহীরা ট্রেনে চড়াও হয়। তারা ট্রেনটিকে সংলগ্ন ৮ নম্বর টানেলে নিয়ে যায়।

বালুচিস্তানে পণবন্দি ১৮২

চারদিকে পাহাড় ঘেরা ওই টানেলটি প্রাকৃতিকভাবে দুর্গের মতো কাজ করছে। ফলে পাক সেনার পক্ষে সরাসরি আক্রমণ করা কঠিন হচ্ছে। সেই সুযোগে বিদ্রোহীরা ট্রেনে সেনা জওয়ানদের খুঁজে মারছে। তবে প্রায় সাড়ে তিনশো সাধারণ যাত্রীকে ছেড়েও দিয়েছে। পাকিস্তান রেলওয়ের মুখপাত্র মহম্মদ কাশিফ জানিয়েছেন, 'বহু যাত্রী এখনও পণবন্দি। *এরপর দশের পাতায়*

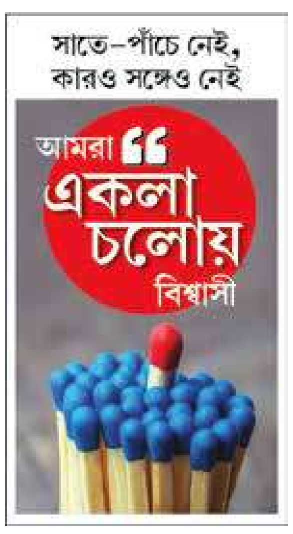

বিদেশেও স্বাদ ছড়াচ্ছে কালিম্পং ক্যান্ডি

উত্তরের অন্য শিল্প

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : তিন থেকে চার ইঞ্চি লম্বা, অনেকটা সিগারের মতো দেখতে। পোশাকি নাম 'কালিম্পং ক্যান্ডি'। একবার স্বাদ পেলে ফের খাওয়ার ইচ্ছে জাগে মনে। একটিতে যেন স্বাদ মিটতেই চায় না। মূলত ঘন দুধ ও চিনি দিয়ে তৈরি। চকোলেটটির জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র ভারতের গণ্ডিতে আটকে নেই, নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশেও খ্যাতি ভীষণ রকম।

কালিম্পং ক্যান্ডি-র ইতিহাস প্রায় ৭৫ বছরের পুরোনো। ফাদার আন্দ্রেয়াস বাটি একজন খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক ছিলেন। ১৯৫০ সালের কথা। তখন আন্দ্রেয়াসের বয়স ৩৫-এর কাছাকাছি। তিব্বতে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। তবে কালিম্পংয়ের কাছেই আটকে দেওয়া হয় তাঁকে। আন্দ্রেয়াস আর ফিরে যাননি নিজের বাড়িতে, সেখানেই বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে জানা গেল, ইংরেজি শেখানোর পাশাপাশি চাষাবাদ ও পশুপালনে ওই ব্যক্তি দক্ষ ছিলেন। সেই থেকে সুইস ওয়েলফেয়ার ডেয়ারি স্থাপনের সিদ্ধান্ত। মূল উদ্দেশ্য ছিল, আয়ের বেশিরভাগ অংশ স্থানীয় মিশনারি পরিচালিত অনাথ আশ্রমে দান করা।

স্থানীয় তরুণী ইলিয়াস রাইয়ের বাবা কাজ করতেন ডেয়ারিতে। শোনাচ্ছিলেন নিজের ছোটবেলার কথা, 'বেশ কয়েকবার ডেয়ারিতে গিয়েছিলাম কাজ দেখতে। দুধ জাল দেওয়া হত বড় বড় লোহার কড়াইয়ে। ঘন হতে সময় লাগত দীর্ঘক্ষণ। তারপর হাত দিয়ে রোল করে আকার দেওয়া হত ললিপপের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়।'

আন্দ্রেয়াসের ডেয়ারিতে ক্যান্ডি ছাড়াও তৈরি হত চিজ আর দই। স্থানীয়রা কর্মসংস্থানের দিশা খুঁজে পান তাঁর হাত ধরে। তবে, ১৯৯০ সাল নাগাদ আচমকা ছন্দপতন। ভিসা পুনর্নবীকরণ না হওয়ায় ফাদার বাটিকে ফিরে যেতে হয় নিজের দেশে। বন্ধ হয়ে যায় সুইস ওয়েলফেয়ার ডেয়ারির ঝাঁপ। কালিম্পং ক্যান্ডি উৎপাদনের নির্দিষ্ট কোনও বড় প্রতিষ্ঠান এখন আর নেই। আন্দ্রেয়াসের ডেয়ারিতে যাঁরা কাজ করতেন একসময়, তাঁদের কেউ কেউ বাড়িতে তৈরি করতে শুরু করলেন সুস্বাদু চকোলেটটি। আরেকদল খুললেন ছোট ডেয়ারি।

কালিম্পংয়ের সেই ঐতিহ্যবাহী ক্যান্ডি।

এখন সেই পরিবারের সদস্যরা ধারা বহন করে চলেছেন। আরও কিছু মানুষ যুক্ত হয়েছেন ব্যবসার সঙ্গে, যাঁরা বা যাঁদের পরিবার আগে এই দুগ্ধজাতীয় খাবার তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পরবর্তীতে শিখেছেন স্বাবলম্বী হওয়ার তাগিদে। তেমন একজন পাপ্পু থাপা। বাবার কাছ থেকে কৌশল শিখেছিলেন। এখন নিজেই ক্যান্ডি বানিয়ে বিদেশে রপ্তানি করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নাম জেনে পাহাড় ঘুরতে এসে অনেকেই চকোলেটের খোঁজ করেন আজকাল। দোকানের পাশাপাশি মেলে অনলাইনে। শিলিগুড়িতে সেবক রোডের একটি শপিং মলে প্রতি রবিবার গোর্খা হাট বসে। আসেন পাহাড়ি দোকানিরা। সেখানে পাওয়া যায় এই ক্যান্ডি। কালিম্পংয়ে ছোট প্যাকেটগুলোর দাম ৫০ টাকা আর বড় প্যাকেট বিকোচ্ছে ৭০-এ। এছাড়া একটি করে বিক্রি হয় ৫ টাকায়। *এরপর দশের পাতায়*

টোটো গ্রামে সহানুভূতির হাত

সশস্ত্র সীমা বলের অনুষ্ঠানে ধনীরাম টোটো ও রাজু নেপালিকে সম্মানিত করলেন রাজ্যপাল। মঙ্গলবার টোটোপাড়ায়।

৫ খুদের লেখাপড়ার দায়িত্ব

মাদারিহাট, ১১ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোস মঙ্গলবার টোটোপাড়ায় যান। সশস্ত্র সীমা বলের ৫৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের আমন্ত্রণে এলেও তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানা। এদিন টোটোপাড়ার পাঁচ দুঃস্থ শিশুর পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন রাজ্যপাল।

টোটোপাড়ার দুঃস্থ পাঁচ শিশুর লেখাপড়ার দায়িত্ব নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যপাল। ওই পড়ুয়াদের মাথাপিছু বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এদিন রাজ্যপালের হাত দিয়ে ৫০ জন পড়ুয়াকে শিক্ষার সরঞ্জাম ও খেলাধুলার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে রাজ্যপালের উপস্থিতিতেই জলপাইগুড়ি রেডক্রস সোসাইটির তরফে ৫০টি পরিবারের হাতে রান্নার সামগ্রীও তুলে দেওয়া হয়। বক্তব্য শেষ করে রাজ্যপাল চলে যান জনতার মাঝে। শিশুদের হাতে তুলে দেন চকোলেট। খুদেদের সঙ্গে অনেক ছবিও তুলেছেন।

টোটোপাড়া এলাকাবাসী বেশ কয়েকটি দাবি সহ একটি পত্রও রাজ্যপালের হাতে তুলে দেন। এদিন জয়গাঁ ব্যবসায়ী সমিতির একটি প্রতিনিধিদলও রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। পাশাপাশি

দরাজহস্ত রাজ্যপাল

- টোটো জনজাতিদের সকলকে বন্ধু বলে সম্বোধন
- পাঁচ দুঃস্থ শিশুর লেখাপড়ার খরচের দায়িত্ব নিলেন
- ওই শিশুদের বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা

এদিন তিনি এসএসবির শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারকে গভর্নর এক্সেলেন্সি পুরস্কার দিয়েছেন। সেইসঙ্গে এক লক্ষ টাকাও দেন।

এদিন রাজ্যপালের হাতে টোটো কল্যাণ সমিতি একটি দাবিপত্র তুলে দেয়। পদ্মশ্রীপ্রাপক ধনীরাম টোটো ও টোটোপাড়া বল্লালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রূপচান টোটো রাজ্যপালের হাতে ওই দাবিপত্রটি তুলে দেন। ধনীরাম বললেন, 'টোটোরা আদিম জনজাতির মানুষ হলেও আজও সেই স্বীকৃতি পাননি। অবিলম্বে যাতে সেই স্বীকৃতি পাওয়া যায় তার জন্যই আমরা রাজ্যপালের মাধ্যমে আমাদের আবেদন কেন্দ্র সরকারকে জানাতে চাইছি।'

টোটোদের অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, চাকরির ক্ষেত্রে টোটোদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা, হাউড়ি, তিতি ও বাংড়ি নদীর উপর ব্রিজ তৈরি, টোটোপাড়ায় একলব্য বিদ্যালয় তৈরি প্রভৃতি।

এদিন টোটোপাড়ায় ১০ মিনিট বাংলায় বক্তব্য রাখেন রাজ্যপাল। টোটোপাড়ার মানুষদের সম্বোধন করেন বন্ধু বলে। ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের গঠন ও তার কার্যক্রম নিয়ে রাজ্যপালকে একাধিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীসভা খুব শক্তিশালী। আর ভারতের সঙ্গে ভুটানের সম্পর্কও ভালো। চিন্তার কোনও কারণ নেই।

ধনীরাম ও রাজুকে গভর্নর অ্যাওয়ার্ড

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১১ মার্চ : একজন আজীবন কাজ করে এসেছেন টোটো ভাষা নিয়ে। আরেকজন সময় দিয়েছেন নারী পাচার রোধে। প্রথমজন টোটোপাড়ার বাসিন্দা ধনীরাম টোটো। আরেকজন ওদলাবাড়ির বাসিন্দা রাজু নেপালি। মঙ্গলবার এই দুজনকেই সম্মানিত করা হল গভর্নর এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড দিয়ে।

কোনও না কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু অবদান রয়েছে, এমন কাউকে না কাউকে প্রতিবছরই এই সম্মান দেওয়া হয় রাজভবনের তরফে। মঙ্গলবার টোটোপাড়ায় এসেছিলেন রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোস। তিনি নিজেই ধনীরাম ও রাজুকে এই সম্মানে ভূষিত করেন তাঁদের বিশেষ অবদানের জন্য। দৃশ্য স্মারক ছাড়াও ১০ হাজার টাকা করে তাঁদের দেওয়া হয়।

ধনীরামের নাম তো ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের গণ্ডি ছাড়িয়ে পৌঁছে গিয়েছে জাতীয় স্তরে। আগেই পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। তাঁর শিরোপায় নতুন পালক হল এদিনের এই সম্মান। টোটো ভাষার লিপি তৈরি করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। টোটোদের লিপি নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি টোটো কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রক্ষার কাজও করে চলেছেন। লড়াই করছেন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য। এদিন পুরস্কার পাওয়ার পর ধনীরাম বললেন, 'আমি টোটোদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কাজ করে চলেছি। টোটোদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে নিজেদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারে, সেটাই আমার লক্ষ্য।'

অন্যদিকে, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত রাজুর ধ্যানজ্ঞানজুড়ে নারী পাচার রোখার ভাবনা। মধ্যবয়স্ক রাজু নিজের সবটা সময়ই এই কাজে ব্যয় করেন। আর কোনও পেশার সঙ্গে যুক্ত নন। সংস্থার সহকর্মীদের সঙ্গে এই কাজটাই করে আসছেন গত প্রায় দেড় দশক ধরে। রাজু জানালেন, গত দুই মাসে তাঁর সংগঠনের সহায়তা উত্তরের ৩টি জেলা আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং থেকে সব মিলিয়ে ২২ জন পাচার হওয়া শিশু ও মহিলাকে উদ্ধার করা গিয়েছে। রাজু বলেন, 'আমি নিজেকে একজন সমাজবন্ধু বলে মনে করি। তাই আর কোনও পেশায় যুক্ত হইনি। ভবিষ্যতেও এই কাজটাই করে যেতে চাই।'

> টোটোদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কাজ করে চলেছি। টোটোদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে নিজেদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারে, সেটাই লক্ষ্য।
>
> **-ধনীরাম টোটো**

এদিন এই দুজনের হাতে রাজ্যপাল পুরস্কার তুলে দিয়ে তাঁদের কীর্তির কথা কিছুটা তুলে ধরেন। রাজু এবং ধনীরাম, দুজনেই এই পুরস্কার পেয়ে আপ্লুত। জানালেন, রাজ্যপালের হাত থেকে এমন সম্মান পাওয়া জীবনের এক পরম প্রাপ্তি।

ছাঙ্গুতে ভারী তুষারপাত

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপটে বিপর্যস্ত পূর্ব সিকিমের একাংশ। মূলত ছাঙ্গু এবং সংলগ্ন এলাকায় ভারী তুষারপাত হয়েছে। পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকায় মঙ্গলবার নতুন করে পর্যটকদের পারমিট ইস্যু করা হয়নি। ছাঙ্গুতে থাকা পর্যটকদের হোটেলের বাইরে আসতে বারণ করা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিন তুষারপাত হয় নাথু লা, লাচুং সহ একাধিক জায়গায়। প্রতিটি জায়গায় নজর রয়েছে বলে পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

ডিজাইন, যোগান, নির্মাণ, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/এনজেপি/ই/১২/২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ই-সি-এনজেপি-জে-০৮-২৪-২৫-কেআইআরএসডব্লিউএস। কাজের নামঃ টিএসএস/কাটিহার থেকে ফীডার সিবির মাধ্যমে স্বাধীনভাবে মুকুরিয়া, কুমেদপুর, যোগবানী লাইনের ফিডিংয়ের হেতু কাটিহারে নতুন একটি এসপির নির্মাণের জন্যে ২৫ কেভি, ৫০এইচজেড, সিঙ্গল ফেজ, এসি, বৈদ্যুতিকরণ কাজের ডিজাইন, যোগান, নির্মাণ পরীক্ষণ এবং কমিশনিং কাজ, টিএসএস/কাটিহারের নবীকরণ এবং কাটিহার/এসএসপি/সাউথের নবীকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৪,৫৩,০৩,৫৫৫.৪৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৭৬,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩১-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ সিইই/সিওএন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জরাজীর্ণ সিএমএস ক্রসিং ইন সিটুর রিকন্ডিশনিং

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি /১১ অফ ২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জোর্ট ডিইএন/III/লামডিংয়ের অধীনে জরাজীর্ণ সিএমএস ক্রসিং ইন সিটুর রিকন্ডিশনিং (২ বৎসরের জন্যে)। টেন্ডার রাশিঃ ৬৭,১২,৮৭১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৩৫,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইঞ্জিঃ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে বিভিন্ন কাজের জন্যে আউটসোর্সিং

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২৫-ওয়াগন-আরওএইচ-এনজেপি-২৪ তারিখঃ ০৭-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ নিউ জলপাইগুড়ির গুডস সিক লাইন এবং য়ার্ড এগজামিনেশনে ২ বৎসরের এক সময়সীমার হেতু ওয়েল্ডিং, দরজা মেরামত, ত্রুটিপূর্ণ দরজার প্রতিস্থাপন, ইএম প্যাড চেঞ্জ, এডাপ্টার চেঞ্জ শামিল করে বিভিন্ন কাজের হেতু আউটসোর্সিং। টেন্ডার রাশিঃ ১,৫৫,৪৩,৭৪৯.৪১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,২৭,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কামাখ্যার যন্ত্রচালিত লন্ড্রিতে লীনেনের বিস্তৃত পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনা কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসআরসিডিও-লন্ড্রী-কেওয়াইকিউ-২৪-২৫ তারিখঃ ০৬-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কামাখ্যা স্টেশনের রেলসমূহে লীনেনের লোডিং, আনলোডিং, পরিচালন সহিত কামাখ্যার যন্ত্রচালিত লন্ড্রিতে লীনেনের বিস্তৃত পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনা কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৬০,৪৭,৪১৪.৮২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬,৪৫,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জেষ্ঠ সিডিও/গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ)-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-৪৭০-সিএটিজি-এনসিবি, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট) ঃ ২৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১১.৩০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট ঃ বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন ঃ ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং.	স্টেশন
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-এসএমইউ-৮৮-২৩-১	নিউ কোচবিহার

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম ক্যাটারিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে ১৩টি স্টেশনে জল ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন ও পরিচালনা

লামডিং ডিভিশনে ০৫ বছরের জন্য ১৩টি স্টেশনে ৩৬টি ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের স্থাপন ও পরিচালনার জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। নিলাম ক্যাটালগ নং. ঃ এলএমজি-ডব্লিউভিএম-০১-২৫। একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। দিন ঃ ১৮২৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ২১-০৩-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টায়।

ক্র.নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এএ/১	এমএসএস-এলএমজি-এলএমজি-ডব্লিউভিএম-২১-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	লামডিং ডিভিশনে ১৩টি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে নির্দিষ্ট/নির্ধারিত স্থানে ৩৬টি জল ভেন্ডিং মেশিনের স্থাপন ও পরিচালনা।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২১-০৩-২০২৫ তারিখে ১১:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। ক্রমাগত লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য ঃ সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-অকশন লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ)-র নিয়োগ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সি/৪/১/এমআইএসসি/এসটিবিএ/টেন্ডার/এনএসজি-৬/২২-২৫ তারিখঃ ০৭-০৩-২০২৫

মাত্র তিন বছর সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশনের এনএসজি-৬ ক্যাটাগরি স্টেশনের অধিকারী (এডিকিউ), ঠাকুরগঞ্জ (টিকেজি), বাগডোগরা (বিএআরএ), নকশালবাড়ি (এনএকে), গলগলিয়া (জিএজিএ), রানিপাত্র (আরএনএক্স), দগুখোরা (ডিএনকিউ), ছত্তরহাট (সিএটি), ধুমডাঙ্গি (ডিএমজেড), গুঞ্জরিয়া (জিইওআর), গাইসাল (জিআইএল), হাতোয়ার (এইচডব্লিউআর), কসবা (কেইউবি), মাণ্ডরজান (এমএক্সজে), রাঙাপানি (আরএনআই), শিলিগুড়ি টাউন (এসজিইউটি) ও তিনমাইল হাট (টিএমএইচ) রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। বায়নার ধন ঃ ২,০০০.০০ টাকা।

আবেদনের ফর্ম সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার ও এরিয়া ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি কার্যালয় থেকে ২১-০৩-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে ০৭-০৫-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত সকল কর্মদিনে পাওয়া যাবে।

আবেদনের খামের উপরের অংশে (ডান দিকের কোণায়) লাল কালি দিয়ে অবশ্যই "__________" স্টেশনের জন্য আবেদন" হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

আবেদন জমা করার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/II/কাটিহার এবং এরিয়া ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি চেম্বারে ২১-০৩-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে ০৭-০৫-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত আবেদন বাক্স পাওয়া যাবে এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/II/কাটিহারের চেম্বারে ০৮-০৫-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টায় আবেদন বাক্স খোলা হবে। নথিপত্র/আবেদন ফর্ম উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে এন. এফ. রেলওয়ের www.nfr.indianrailways.gov.in/ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ হবে।

সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Interview

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan B.Ed. College, Tajpur, Habibpur, Malda, 732122, Interested candidate can apply for the following posts with in 15 days from the date of publication. Academic faculty for D. El. Ed college - 1. EDUCATION, 2. PHYSICS/LIFE SCIENCE, 3. MATHEMATICS, 4. HELTH & PHYSICAL EDUCATION 5. ENGLISH Qualification and salary as per NCTE Norms. Mob-8641048805, 8372057933, 8759165137. (M-114049)

BOLERO ON SALE

BOLERO MAXI TRUCK PLUS BS IV, 2015, CLOSED BODY, GOOD RUNNING CONDITION, ON SALE IN SILIGURI. CON: 9678072087

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে 18-25 বছরের মধ্যে কম্পিউটারে (Word, Excel) কাজ জানা শিক্ষিত ছেলে চাই। বেতন সাক্ষাতে। বায়োডাটা সহ Live ফোটো WhatsApp করুন :- 96413-09975. (C/115239)

•

রেস্টুরেন্টের জন্য রুটি, ফাস্ট ফুড করতে জানা লোক চাই। বেতন - ১২,০০০/- টা. + থাকা-খাওয়া ফ্রি। শিলিগুড়ি। (M) 98325-43559. (C/115240)

•

সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুবিধা ও অন্যান্য সুবিধা। (M) 89277-13227. (C/115241)

অ্যাফিডেভিট

আমি গৌরব সেঠিয়া, হাটখোলা ফালাকাটা, জেলা - আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা, জানাতে চাই যে, আমার দ্বাদশ শ্রেণির মার্কশিটে এবং কলেজ ডিগ্রি সার্টিফিকেটে ভুল করে আমার নাম সেঠিয়া গৌরব সন্দীপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণে ১৩.০২.২০২৫ তারিখে আমি আলিপুরদুয়ার জে এম আদালতে অ্যাফিডেভিট করে গৌরব সেঠিয়া এবং সেঠিয়া গৌরব সন্দীপ একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

WBPPDC
(A Govt. of W.B. Undertaking)
E-TENDER NOTICE

E-Tender are invited for providing Reputed Security Services Agency or Companies for guarding the premises/Factories' at Kolkata, Kalyani and Jalpaiguri. For Three years.NIT-WBPPDCL/Tender/SECURITY/18/23-24 Tender ID-2025_PPDCL_823501. This Tender are invited for immediate engagement. The details of NIT may be viewed & downloaded from the portals. BID SUBMISSION Last Date 28/03/2025 TIME 6.00 PM. Details of NIT can be seen from our website Procurement Deptt.
W.B.P.P. Dev. Corp.Ltd.
1.B.T.M. SARANI,2ND Floor, ILACO HOUSE,KOLKATA-700001.
Enquire please-8910816653.

Jaigaon Development Authority
(A statutory Organization of Govt. of West Bengal under UD & MA Deptt.)
Abridged Tender Notice

In Ref. to the N.I.e.T. No.04/XVIII/GS/JDA/Tender/2024-25 of JDA, e-tenders (online) are invited from the eligible, resourceful & bonafide bidders in connection with two different development schemes of JDA. The last date of submission of bids is 25-03-2025 at 11 A.M. For further details, please contact JDA office, Jaigaon during office hrs and visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
ADM, Alipurduar &
Executive Officer, JDA

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **প্রথম কদম ফুল** সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ প্রেমী, ১০.০০ মহাগুরু, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ প্রতিকার, সন্ধে ৭.৩০ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ১০.৩০ অমানুষ, ১.০০ বাঘ বন্দি খেলা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ গোলমাল, বিকেল ৪.৩০ আশ্রিতা, রাত ৮.০০ পাগলু-টু, ১১.০০ পাওয়ার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বদনাম, দুপুর ২.৩০ বিদ্রোহিনী নারী, বিকেল ৫.০০ শতরূপা, রাত ১০.০০ রূপবান, ১২.৪৫ অন্তর্ধান

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তিল থেকে তাল

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমাদের সংসার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ হচ্ছেটা কী

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১.০০ ফ্রেডি, বিকেল ৩.০০ মিস টনকপুর হাজির হো, ৫.১৫ গলি গলি চোর হ্যায়, সন্ধে ৭.১৫ সুপার সে উপর, রাত ৯.০০ ভাগ জনি, ১১.০০ লাল রং

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.০৯ হ্যাপি ভাগ জায়েগি, দুপুর ১.৫৮ মিশন মজনু, বিকেল ৪.১০ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.৩১ উড়তা পঞ্জাব, রাত ৯.০০ অ্যাটাক, ১০.৫৯ গুড বাই

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২১ হসিনা মান জায়েগি, দুপুর ২.০৫ ধমাল, বিকেল ৪.৪৮ প্লেয়ার্স, রাত ৮.০০ কোই মিল গ্যায়া, ১১.২৮ মুন্না মাইকেল

জি সিনেমা : দুপুর ১.৪৩ রথনম, বিকেল ৪.৪৬ অখণ্ড, রাত ৮.০০ ভীমা, ১০.৪৯ মায়োঁ

অমানুষ রাত ১০.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

মিশন মজনু দুপুর ১.৫৮ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

দ্য গ্রেট ডিক্টেটর বেলা ১১.৩৫ রমেডি নাউ

প্ল্যানেট আর্থ-থ্রি সন্ধে ৬.২৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

চেক বাউন্স, অভিযুক্তের পাঁচ মাস কারাদণ্ড

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ মার্চ : দৈনন্দিন জীবনে চেক বাউন্স হওয়ার ঘটনা হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সমস্যা নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে নেওয়া হয়। তবে এবার কোচবিহারের একটি চেক বাউন্সের ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়াল। শুধু তাই নয়, ব্যাংকে পর্যাপ্ত টাকা না রেখে অন্যজনকে চেক দেওয়ায় এক ব্যক্তিকে পাঁচ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কৃষ্ণকমল সরকার নামের ওই ব্যক্তি কোচবিহারের ঘোষপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর অপরাধের জন্য চেকে উল্লেখ থাকা ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার পাশাপাশি অতিরিক্ত ৬০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার শহরের রেলগুমটি এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় দত্ত ও কৃষ্ণকমল দুজনেই পূর্বপরিচিত ছিলেন। ২০২১ সালে কৃষ্ণকমল সঞ্জয়ের কাছ থেকে কয়েক ধাপে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। ২০২৩ সালে তিনি সঞ্জয়কে সমপরিমাণ টাকার একটি চেক দেন। চেক ব্যাংকে জমা করার পরই সেটি 'বাউন্স' হয়ে যায়। অর্থাৎ কৃষ্ণকমলের অ্যাকাউন্টে সেই অঙ্কের টাকা ছিল না। বেআইনি এই কাজের পরে সঞ্জয় অভিযুক্তকে আইনজীবী মারফত একটি নোটিশ পাঠান।

অভিযোগ, এরপরেও পুরোনো টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত ২০২৪ সালের ২ জানুয়ারি কৃষ্ণকমলের বিরুদ্ধে কোচবিহার আদালতে মামলা করেন সঞ্জয়। এই মামলায় অভিযোগকারীর তরফে আইনজীবী রাজু রায় বলেছেন, 'ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা না রেখে কাউকে চেক দেওয়া অপরাধ। অভিযুক্ত ব্যক্তি সেরকমই এক অপরাধ করেছিলেন। আদালত তার বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করেছে।'

কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, এধরনের ঘটনায় আদালতে সাজা ঘোষণা কার্যত নজিরবিহীন। এরকম ঘটনা খুব একটা দেখা যায় না। কোচবিহারের এই জরিমানার ঘটনায় বহু মানুষই সতর্ক হবেন বলেই মনে করছেন তাঁরা।

মঙ্গলবার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (তৃতীয় কোর্ট) ঋত্বিকা মোহন্তের এজলাসে মামলাটি উঠলে অভিযুক্তকে পাঁচ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়।

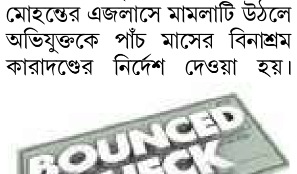

জরিমানা

- ধার মেটাতে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার চেক
- অ্যাকাউন্টে টাকা না থাকায় চেক বাউন্স হয়
- টাকা না পেয়ে মামলা করেন পাওনাদার
- পাঁচ মাসের জেল ও ৬০ হাজারের জরিমানার নির্দেশ আদালতের

এছাড়া আগামী দুই মাসের মধ্যে সঞ্জয়কে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মিটিয়ে দিতে বলা হয়েছে। তা না হলে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড বহাল থাকবে। একই সময়ের মধ্যে জরিমানার ৬০ হাজার টাকাও দিতে হবে। জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ২ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। যদিও অভিযুক্তকে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলাটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কাজ নিয়ে দোলাচলে থাকতে হতে পারে। প্রেমের সমস্যা কাটবে। **বৃষ :** ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণের প্রয়োজন হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। **মিথুন :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের পরীক্ষার বিশেষ সাফল্যে খুশি। **কর্কট :** পথে চলুন খুব সতর্ক হয়ে। সম্পত্তি নিয়ে বাবার সঙ্গে মতভেদ। **সিংহ :** নতুন কোনও সম্পত্তি কিনে ফেলতে পারেন। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে আত্মীয় সমাগম। **কন্যা :** অন্যায়ে প্রতিবাদ করে সমস্যায়। কোনও আত্মীয়ের কারসাজিতে প্রচুর অর্থ নষ্ট। **তুলা :** হঠাৎ শরীর খারাপ হতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **বৃশ্চিক :** ভাইয়ের সঙ্গে হঠাৎ মনোমালিন্য। নতুন ব্যবসা নিয়ে চিন্তাভাবনা। **ধনু :** অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ। জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। প্রেমে শুভ। **মকর :** কাউকে খারাপ কথা বলে সমস্যায়। নিজের ভাবমূর্তি ঠিক রাখুন। দাঁতের ব্যথায় ভোগান্তি। **কুম্ভ :** মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। সন্তানের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তি। **মীন :** অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ২১ ফাল্গুন, ১২ মার্চ, ২০২৫, ২৭ ফাগুন, সংবৎ ১৩ ফাল্গুন সুদি, ১১ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৪, অঃ ৫।৪১। বুধবার, ত্রয়োদশী দিবা ৯।৪১। মঘানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।১৯। সুকর্মাযোগ দিবা ১।৪৮। তৈতিলকরণ দিবা ৯।৪১ গতে গরকরণ রাত্রি ১০।৩ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, শেষরাত্রি ৪।১৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৯।৪১ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি- ৮।৫১ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৫১ গতে ৪।২৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৮।৫১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন মুখ্যান্নপ্রাশন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৯।৪১ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৮ মধ্যে ও ৯।৩৪ গতে ১১।১৪ মধ্যে ও ৩।২০ গতে ৪।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৫ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৩৫ গতে ৫।৫৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪২ গতে ৩।২০ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।২৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডুমুরিয়া থেকে বালি চুরিতে লাগাম নেই

খড়িবাড়ি, ১১ মার্চ : ডুমুরিয়া নদী থেকে বালি চুরি চলছেই। মঙ্গলবার সকালে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের একটি দল ডুমুরিয়া নদীর বিভিন্ন ঘাটে অভিযান চালায়। এদিন একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশকে দেখে চালক ও শ্রমিকরা পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজ চলছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডুমুরিয়া নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এদিন সকালেও বালি তুলছিল শ্রমিকরা। তা ট্র্যাক্টরে বোঝাই করা হচ্ছিল। সেই সময় অভিযান চালায় পুলিশ। পুলিশের গাড়ি দেখেই চম্পট দেয় তারা। বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এদিকে, ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা।

বিজেপির খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি কল্যাণ প্রসাদের অভিযোগ, 'রাতে আর্থমুভার নামিয়ে ডুমুরিয়া নদীতে বড় বড় গর্ত করে বালি তোলা হচ্ছে। এর জেরে আশপাশের গ্রামের জলস্তর নেমে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার বিষয়টি পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়েছেন। কিন্তু বালি তোলা বন্ধ হয়নি।' তাঁর সংযোজন, 'প্রতিদিন দেদারে বালি লুট চলছে। বড় বড় ডাম্পারে বোঝাই করে তা লাগোয়া বিহারে পাচার হচ্ছে। বালি তোলায় বাধা দিলে মাফিয়াদের হুমকির মুখে পড়তে হয়। তৃণমূলের নেতাদের মদতে চলছে বালির সিন্ডিকেট। শাসকদলের নেতাদের ছত্রছায়ায় থাকায় মাফিয়ারা পুলিশ-প্রশাসনকে পাত্তা দেয় না।'

এবিষয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ বলছেন, 'পুলিশকে ডুমুরিয়া নদীতে নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইমতো পুলিশ নিয়মিত অভিযানও চালাচ্ছে।' বিজেপির অভিযোগ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূল এ ধরনের অবৈধ কাজে প্রশ্রয় দেয় না। বিজেপির কাজই হল শুধু সমালোচনা করা। আসলে পুলিশ সক্রিয় হওয়ায় ওদের অসুবিধে হচ্ছে।'

খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেছেন, 'লাগাতার নজরদারি চলছে। এদিন একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চালক ও শ্রমিকরা পালিয়েছে। তাদের খোঁজ চলছে।'

শ্লীলতাহানি

ফাঁসিদেওয়া, ১১ মার্চ : বান্ধবীর বাড়ি থেকে ফেরার পথে চা বাগানে দুই নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ ওঠে সোমবার বিকেলে। ঘটনায় দুই নাবালককে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। দুই নাবালিকার মধ্যে একজন অষ্টম এবং অপরজন নবম শ্রেণিতে পড়ে। অভিযুক্ত দুজন এবং নির্যাতিতারা ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বাসিন্দা। নাবালিকাদের পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। তারপরেই সেদিন ১৬ এবং ১৭ বছর বয়সি দুই নাবালককে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার ধৃতদের জলপাইগুড়ির একটি হোমে পাঠানো হয়েছে।

দুর্ঘটনায় আহত

নকশালবাড়ি, ১১ মার্চ : কনটেনারের ধাক্কায় জখম হলেন এক বাইকচালক। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত সাতভাইয়া এশিয়ান হাইওয়ে টু-তে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত কাজল রায় নকশালবাড়ির শান্তিনগরের বাসিন্দা। সেদিন রাতে হাতিঘিসা অটল চা বাগানের একটি বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় কনটেনারটি তাঁকে ধাক্কা দেয়। পুলিশ কনটেনারটি হাতিঘিসা টোল প্লাজা থেকে আটক করেছে।

আঙ্গারিঝোরা দখল করে বহুতল নির্মাণ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : ঝোরা দখল করে বহুতল নির্মাণের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের। প্রধান অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, এসব কোনও মতেই বরদাস্ত করা হবে না। অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলতে হবে।

ডাবগ্রাম-২ এলাকায় ঝোরা দখল নতুন ঘটনা নয়। কিছুদিন আগেই পঞ্চানন রোডে একটি ঝোরা দখল করে নির্মাণের অভিযোগ উঠেছিল। পরে যদিও পদক্ষেপ করে প্রশাসন। মঙ্গলবার ঢাকেশ্বরী কালী মন্দিরের পেছনে গিয়ে দেখা গেল একই চিত্র। সেখানে আঙ্গারিঝোরা দখল করে বহুতল নির্মাণ চলছে। বাড়ির একাংশ আবার ঝোরার মাঝে চলে এসেছে, এমনকি সেতুর নীচে ঢুকে গিয়েছে। এভাবে অবৈধ নির্মাণে প্রমাদ গুনছেন স্থানীয়রা।

> বাড়ির অনেকটা অংশ সেতুর নীচে চলে গিয়েছে। যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে। অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার জন্য বুধবার পঞ্চায়েত অফিস থেকে নোটিশ পাঠানো হবে। তা না করা হলে বুলডোজার দিয়ে ওই নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হবে।
>
> **মিতালি মালাকার,** প্রধান

> ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা এখানে আছি। আমাদের টিনের ঘর ছিল। কিছুদিন হল বাড়ির কাজে হাত দিয়েছি। এখন প্রধান বলছেন, অনেকটা নির্মাণ নাকি ঝোরা দখল করে হচ্ছে। তাই ভেঙে দিতে বলেছেন।
>
> **বীরেন নমদাস,** বাড়ির মালিক

গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ি তৈরির জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। এদিকে, কাজ অনেকটা শেষ। মঙ্গলবার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার। তিনি অবিলম্বে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন।

প্রধান বলেন, 'বাড়ির অনেকটা অংশ সেতুর নীচে চলে গিয়েছে। যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে। অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার জন্য বুধবার পঞ্চায়েত অফিস থেকে নোটিশ পাঠানো হবে। তা না করা হলে বুলডোজার দিয়ে ওই নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হবে।'

ঝোরার উপর অবৈধ নির্মাণ।

এ বিষয়ে বাড়ির মালিক বীরেন নমদাসের যুক্তি, '১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা এখানে আছি। আমাদের টিনের ঘর ছিল। কিছুদিন হল বাড়ির কাজে হাত দিয়েছি। এখন প্রধান বলছেন, অনেকটা নির্মাণ নাকি ঝোরা দখল করে হচ্ছে। তাই ভেঙে দিতে বলেছেন। অনেক কষ্টে বাড়ি তৈরি করছিলাম। এখন কী করব জানি না।'

মিতালি মালাকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'ঝোরা দখল করে বেআইনি নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না।' তবে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন সব দেখেও কেন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এতদিন চুপ ছিল? বাড়ির কাজ অর্ধেক শেষ হওয়ার পর প্রশাসনের টনক নড়ল, কেন আগে থেকে পদক্ষেপ করা হল না? এসব প্রশ্নে প্রধানের সাফাই, 'বিষয়টি জানা ছিল না। জেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

পেনশনার্স সম্মেলন

বাগডোগরা, ১১ মার্চ : সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, এমনটা ঘটতে পারে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও (এনবিইউ)। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হারাধন দাসশর্মা। মঙ্গলবার সংগঠনের ২০তম রাজ্য সম্মেলন হয়েছে এনবিইউয়ের রবীন্দ্র-ভানু মঞ্চে। সেখানেই এমন মন্তব্য করেছেন হারাধন।

কেন এমন আশঙ্কা? হারাধন জানালেন, গত ৫ মার্চ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পেনশনার্স এবং ফ্যামিলি পেনশনার্সদের একটি সংগঠন তৈরির জন্য কনভেনশন করার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হল দিতে মানা করে দেয়। বাধ্য হয়ে তাঁরা বাইরে কনভেনশন করেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বর্তমান পরিস্থিতি যা, তাতে যাদবপুরের মতো ঘটনা ঘটলে অবাক হওয়ার কিছু নেই' বলে মন্তব্য করেন তিনি।

হারাধনের বক্তব্যের আগে সম্মেলন উদ্বোধন করেন এনবিইউয়ের ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সিতাংশুবিমল করঞ্জাই। সম্মেলনে মোট ২০০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নতুন পেনশন নীতি বাতিল, চা শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম হাজিরার ব্যবস্থা সহ নয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ৩৫ জনের রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়।

বার্ষিক সভায় শান্তি-ভাগ

বাগডোগরা, ১১ মার্চ : বাগডোগরার লোকনাথনগরে সেবায়ন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের পিস ক্লাবের কর্মী এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে একটি বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। কী এই পিস ক্লাব? লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে এবং নারী সুরক্ষার লক্ষ্যে গত চার বছর ধরে কাজ করে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। সহযোগিতা করে আসছে মেননাইট সেন্ট্রাল কমিটি। সেই কাজের ওপর ভিত্তি করে নকশালবাড়ি ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতে পিস ক্লাব তৈরি করা হয়েছে। এই ক্লাব সমাজের তৃণমূল স্তরে গিয়ে শান্তির বাতাবরণ তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আসছে। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য তরুণকুমার মাইতি জানান, পিস ক্লাবগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সদস্যরা নাটকের দল গড়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করছে। এছাড়াও ঘরোয়া সমস্যায় বিনামূল্যে কাউন্সেলিং পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এমন পরিষেবা পেয়েছেন অনেকেই।

সংঘর্ষ

চোপড়া, ১১ মার্চ : মঙ্গলবার চোপড়া থানার বিলন্দপুর এলাকায় স্থানীয় দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনায় জখম একজনকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। ভুট্টাখেতে ঘাস কাটতে গিয়ে ফলন নষ্টের অভিযোগে এদিন জয়নুল হক ও কামরুলের পরিবারের মধ্যে বচসার জেরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। চোপড়া থানা সূত্রে খবর, এই ঘটনায় এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

অকারণ আমোদে।। দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কে রেড পান্ডা। মঙ্গলবার। -পিটিআই

এনজেপি স্টেশনে শুল্ক দপ্তরের অভিযান

রাজধানী এক্সপ্রেসে সিগারেট বাজেয়াপ্ত

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : উত্তর কিংবা দক্ষিণ কোরিয়া। মায়ানমার। শিলিগুড়ি। কোনও যোগসূত্র আছে? আপাতভাবে নেই। তবে মঙ্গলবার একটা যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। কীভাবে? সিগারেট। খাঁটি বিদেশি। এক-দুটো নয়, ৪৬০টি প্যাকেটে ৯২ হাজার পিস! যার বাজারমূল্য নাকি ১০ লক্ষ টাকার বেশি। এদিন ট্রেন থেকে এই বিপুল পরিমাণ সিগারেট বাজেয়াপ্ত করেছে রাজ্যের শুল্ক দপ্তর (কাস্টমস)। এদিকে, এত বড় সাফল্যের পরেও গোসা করেছে জিআরপি। কেন? তাদের নাকি এই অভিযানের ব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি।

ঘটনাস্থল এনজেপি স্টেশন। দুপুরবেলা। দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে গুয়াহাটি থেকে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস। বি-৯ এবং বি-১০ কামরায় উঠে পড়লেন শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা। আগাম খবর যে ছিল, তা বলাই বাহুল্য। উঠেই খোঁজ খোঁজ রব কামরায়। খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি আধিকারিকদের। সহজেই মিলল দুটি ট্রাংক। খুলতেই 'যকের ধন'। পরিপাটি করে সাজানো সিগারেটের প্যাকেটগুলো। কিন্তু কে বা কারা পাচার করছিল এত সিগারেট? কোথা থেকেই বা আনা হয়েছিল? শুরু হয় গভীর অনুসন্ধান।

বাজেয়াপ্ত হওয়া সিগারেটের প্যাকেটগুলিতে লেখা 'কোরিয়া।' তবে উত্তর না দক্ষিণ, তা লেখা ছিল না। ফলে এখনও বোঝা যায়নি প্যাকেটগুলো কোন দেশের। কোথা থেকে ভারতে ঢুকল এত সিগারেট? সূত্রের খবর, মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে এত সিগারেট ভারতে পাচারের জন্য ঢোকানো হয়েছে। তবে এখনই এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চাইছেন না কাস্টমসের আধিকারিকরা।

সিগারেটগুলো কালো রঙের দুটি ট্রাংকে রাখা ছিল। ট্রাংক দুটির গায়ে কাগজ সাটানো ছিল। তাতে লেখা 'সিটি সুরেশ কুমার অ্যান্ড অজিত সিং।' ওই কাগজে নয় অক্ষরের আলাদা দুটি নম্বরও লেখা ছিল। কাউকে ধরা গিয়েছে? দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আপাতত না। পাচারকারীরা আগেই গা ঢাকা দেয়। শুল্ক আধিকারিকরা আরও একটি ট্রাংক উদ্ধার করেন। তাতে কিছু বাসন, পোশাক রাখা ছিল। সেই ট্রাংকের মালিকের হদিস মেলেনি এখনও। গোটা ঘটনায় একজনকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

শুল্ক দপ্তরের এদিনের অভিযান এককথায় নজিরবিহীন। এত বড় সাফল্যের পরেও জিআরপির সঙ্গে শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকদের বাকবিতণ্ডা বেধে যায়। জিআরপি সূত্রের খবর, শুল্ক দপ্তরের তরফে এই অভিযানের বিষয়টি নিয়ে তাদের আগাম কিছু জানানো হয়নি। অভিযানের একেবারে শেষমুহূর্তে আরপিএফের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারে জিআরপি।

জিআরপির এক কর্তার কথায়, 'আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে কেউ অভিযান চালালে সেটা আগাম জানানো নিয়মের মধ্যে পড়ে।' সেই 'নিয়ম' ভঙ্গ হওয়ায় স্টেশনেই বেশ কিছুক্ষণ দুই পক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কি চলে। যদিও কোনও পক্ষ বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চায়নি। সূত্র জানিয়েছে, জিআরপির তরফে ঘটনাটি রিপোর্ট আকারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হচ্ছে। এদিকে সিগারেট পাচারকারীদের খোঁজ চলছে।

ট্রেন থেকে এই সিগারেট বাজেয়াপ্ত করেছে রাজ্যের শুল্ক দপ্তর। মঙ্গলবার।

'কোরিয়া'

- এনজেপিতে দাঁড়ানো রাজধানী এক্সপ্রেসে অভিযান কাস্টমসের
- দুটি ট্রাংক থেকে ৪৬০টি বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট পাওয়া যায়
- মোট ৯২ হাজার পিস সিগারেট ছিল, বাজারমূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা
- সিগারেটের প্যাকেটগুলিতে লেখা ছিল 'কোরিয়া', একজনও গ্রেপ্তার হয়নি
- সূত্রের খবর, মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচার করা হয় প্যাকেটগুলি

পাইপলাইন পাতার কাজে বাধা

পুরনিগমের দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্প

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ১১ মার্চ : ফুলবাড়িতে স্থানীয়দের বিক্ষোভের জেরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের মাটি খুঁড়ে পাইপ পাতার কাজ ২৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকল। বাড়ির ওপর দিয়ে পাইপলাইন পাতার চেষ্টার অভিযোগ তুলে ফুলবাড়ির-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধনতলার পঞ্চাননপাড়ার বাসিন্দাদের একাংশ কাজ বন্ধ করে দেন। পাশাপাশি স্থানীয়দের আশঙ্কা, পাইপ পাতা হলে 'লিকেজ' হয়ে পরবর্তীতে রাস্তা ধসে যেতে পারে।

ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমের পেছনে রাস্তা খুঁড়ে পাইপ পাতার কাজ চলছিল। সোমবার থেকে সেই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি পুরনমিগমের জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত এলাকায় যান। তাঁকে এলাকার বাসিন্দারা ঘিরে ধরে অভিযোগ জানান।

সেখানে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে দুলাল স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। বিষয়টি নিয়ে মেয়র পারিষদের বক্তব্য, 'রাস্তাটি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ)। সরকারি জায়গাতে কাজ হবে। তবে কিছুটা ব্যক্তিগত জমি মাঝে পড়েছে রয়েছে। সেই জমির ওপর দিয়ে পাইপ পাতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। বিকল্প কোনও রাস্তা দিয়ে পাইপলাইন নিয়ে যাওয়া যায় কি না সেটিও দেখা হচ্ছে।'

পাইপ পাতার কাজ যেখানে চলছে তার থেকে ৩০০ মিটার দূরে পাঁচটি বাড়ি রয়েছে। যেই বাড়ির নীচ দিয়ে পাইপ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। একটি বাড়ির সদস্য রেণুবালা মণ্ডল, 'আমাদের পাঁচটি বাড়ি মিলে নিজস্ব রাস্তার ওপর দিয়ে পাইপলাইন নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। হঠাৎ করে কয়েকজন আধিকারিক এসে ঘুরে দেখে পাইপ পাতা হবে বলে আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু বাড়ির সামনে দিয়ে যদি পাইপলাইন নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে দোকানঘর ভাঙা পড়বে। দোকানের আয়ের ওপর গোটা সংসার চলে। বাড়ির ওপর দিয়ে পাইপলাইন হতে দেব না।' বাড়ির আর এক মালিক সহদেব মণ্ডলের কথায়, 'অনেক সরকারি জমি রয়েছে সেখান দিয়ে পাইপলাইন নিয়ে যাওয়া হোক। বাড়ি থেকে তিনশো মিটার দূরে পাইপ পাতা চলকালীন হঠাৎ আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে পাইপলাইন নিয়ে যাওয়ার কথা জানানো হয়।'

দ্রুতগতিতে ফুলবাড়ি এলাকায় লোহার পাইপ পাতার কাজ চলছে। পঞ্চাননপাড়া এলাকায় ৫২ ফুটের রাস্তা হয়ে পাইপলাইন ফুলবাড়ির জল পরিস্রুত কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগের জন্য বর্তমানে পাইপ পাতা হচ্ছে। কিন্তু সেই পাইপলাইন পাতার জন্য পঞ্চাননপাড়া এলাকায় একেবারে রাস্তার মাঝখানের অংশ খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। যদিও দু'একদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছোট রাস্তার কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে দুলাল জানিয়ে দেন। পাশাপাশি রাস্তাটি ঠিক করে দেওয়া হবে। প্রতিশ্রুতি পেয়ে এদিন দুপুরের পর আবার কাজ শুরু হয়।

পাইপলাইন পাতার কাজ বন্ধ করলেন বাসিন্দারা। পঞ্চাননপাড়ায়।

লোকসভায় সরব বিস্ট

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : চা বাগানে ৩০ শতাংশ জমিতে পর্যটন প্রকল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর বিরুদ্ধে এবার লোকসভায় সরব হলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। মঙ্গলবার তিনি সংসদে বলেন, 'দার্জিলিং পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গের চা শিল্পকে ধ্বংস করে রাজ্য সরকার সেখানে টি ট্যুরিজম প্রকল্পের ছাড়পত্র দিয়েছে। এটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।' পাশাপাশি তিনি পাহাড়ের চারটি পুরসভা এবং শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় আম্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

পাহাড়ে আম্রুত প্রকল্পের কাজে প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজু। তাঁর বক্তব্য, 'কাজের মান খুব খারাপ। পাহাড়ের পুরসভাগুলিতে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ নিয়ে তদন্ত করা হোক।' যদিও সাংসদের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা। তাঁর কথা, 'সাংসদ কিছু না জেনে বুঝে এই প্রকল্প নিয়ে কথা বলছেন। আর চা বাগানের জমি রাজ্য সরকারের। এখানে কেন্দ্রের কিছু করার নেই।'

অবরোধ

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : জ্যোতির্ময় কলোনিতে সশস্ত্র সংঘর্ষে নিহত কাজল রায়ের মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। মঙ্গলবার বিকালে সুকান্তপল্লি এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ তিনবাত্তি মোড় এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করেন। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

WALK IN INTERVIEW
S.V.M BHINYAD BARMER (Raj.)
(English and Hindi medium school)
Co-ordinator - 2 posts.
PGT - English, Hindi, Physics, Biology, Geography, History (2 each).
TGT - all Subjects (3 each).
PRT - All Subjects (10 posts).
NTT - Only for Female (10 posts)
Others- PTI, Art & Craft Teacher, Computer Operator, Washerman, Guard, Sweeper
Siliguri (W.B.)
Hotel North Point,
1 Hill Cart Road, Nandalal Complex.
12 March 10 am to 4pm
Contact:- 9828508535, 9414497162
svmbhinyad@gmail.com

শৌচালয়ে তালা ব্যবসায়ীদের

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১১ মার্চ :ইসলামপুর, ১১ মার্চ : সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা শৌচালয়ের দখল নিয়ে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। শৌচালয়টিতে তালা ঝুলিয়ে রাখছেন তাঁরা। নিজেদের প্রয়োজনে সেই তালা খুলে শৌচালয় ব্যবহারের পর পুনরায় তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন। প্রায় এক বছর আগে ইসলামপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের জীবন মোড়ে শৌচালয়টি তৈরি করে ইসলামপুর পুরসভা। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোতি দত্ত সেসময় শৌচালয়টির উদ্বোধনও করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যাচ্ছে শৌচালয়টি ব্যবসায়ীদের দখলে চলে গেলেও এ বিষয়ে পুরসভা সম্পূর্ণ নীরব রয়েছে।

জীবন মোড় এলাকাটি আলুর বীজ বিক্রির অন্যতম জায়গা। গ্রামগঞ্জের কয়েক হাজার কৃষক ওই এলাকায় আলুবীজ কিনতে আসেন। এছাড়া ইসলামপুর ব্লকের বিভিন্ন এলাকা সহ গোয়ালপোখর ব্লক থেকে বহু মানুষ বিভিন্ন কাজে এসে ওই জায়গাতেই গাড়ি থেকে ওঠা-নামা করেন। আগে এই এলাকায় কোনও শৌচালয় ছিল না। পরে পুরসভার তরফে সাধারণ মানুষের এই সমস্যা মেটাতে শৌচালয় তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু শৌচালয় তৈরি হওয়ার পর থেকেই সেটি ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যাওয়ায় আদতে সাধারণ মানুষের সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। এদিকে কয়েকজন ব্যবসায়ীর দখলে শৌচালয় থাকা নিয়ে অন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

অনিল সেন নামে এক ব্যবসায়ীর অভিযোগ, 'শৌচালয়টি বন্ধ থাকার কারণে সাধারণ মানুষ যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করছেন। এতে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পুরসভা থেকে সকলের জন্য শৌচালয়টি তৈরি করা হলেও সবাই ব্যবহার করতে পারছেন না। হাতেগোনা কয়েকজন দোকানদার শৌচালয়টি ব্যবহার করছেন।'

বিষয়টি নিয়ে জীবন মোড় চোপড়াঝাড় ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উত্তম দত্ত আবার অন্য কারণ তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, 'আগে শৌচালয়টি সকলের জন্য খোলা থাকত। কিন্তু পুরসভা থেকে পরিষ্কারের ব্যবস্থা না করায় খুবই নোংরা হয়ে থাকত। তাই ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্তে দরজায় তালা লাগিয়ে রাখা হয়েছে। মাসে কয়েকবার নিজেদের খরচেই শৌচালয়টি পরিষ্কার করেন ব্যবসায়ীরা। তাই তাঁরাই ব্যবহার করেন।'

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সকলের ব্যবহারের জন্য তৈরি শৌচালয় কি এভাবে তালাবন্ধ করে রাখা যায়? এ বিষয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে শৌচালয়টি পরিষ্কারের জন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব সেটি সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে।'

শৌচালয়ের দখল নিয়ে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। জীবন মোড়ে।

সিবিআইয়ের জালে প্রাক্তন ওয়ার্ড মাস্টার

আলিপুরদুয়ার, ১১ মার্চ : আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই মঙ্গলবার মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফেসিলিটি ম্যানেজার তথা ওয়ার্ড মাস্টার অভিজিৎ দাসকে গ্রেপ্তার করে। এদিন দুপুরে সিবিআই আধিকারিকরা ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজবাজার থানায় নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই এনিয়ে হইচই শুরু হয়। অভিজিতের গ্রেপ্তারির সূত্রে এর সঙ্গে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালও জুড়ে গিয়েছে। কেননা ওই ব্যক্তি এখান থেকেই বদলি হয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যান। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে গ্রুপ-ডি পদে চাকরি দেওয়ার নামে তিনি অনেকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। যাঁদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল তাঁরা হাসপাতালে

কীর্তি বটে

- আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের প্রাক্তন ওয়ার্ড মাস্টার অভিজিৎ দাস ধৃত মালদায়
- চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আলিপুরদুয়ারে তিনি প্রায় এক কোটি টাকা তোলেন বলে অভিযোগ
- বিভিন্ন সরকারি কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদারি সংস্থার থেকে টাকা তোলা, তোলাবাজি নিয়ে অভিযোগ

এসে অভিজিতের নামে অভিযোগ করে গিয়েছিলেন। এভাবে এক কোটিরও বেশি টাকা তোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ২০২৩ সালের মার্চ মাস থেকে অভিজিৎ অবশ্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের কাজে আসতেন না।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'অভিজিৎ দাস দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালে আসেন না। বেশ কয়েক মাস ধরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। কয়েক মাস আগে মালদায় ওঁর বদলি হয়।' হাসপাতালে গ্রুপ-ডি পদে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিজিতের টাকা তোলার বিষয়ে দু-একজন মৌখিকভাবে তাঁকে অভিযোগ করলেও কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি বলে সুপার জানান।

চাকরির নামে টাকা তোলার অভিযোগ ছাড়াও অভিজিতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সরকারি কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদারি সংস্থার থেকে টাকা তোলার অভিযোগও ছিল। এমনকি হাসপাতালে আয়াদের থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মীরা রোগীদের কাছ থেকে যে টাকা তুলত তাতেও অভিজিতের মদত ছিল বলে অভিযোগ। ২০২৩ সালের প্রথম দিকে হাসপাতালের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগ ওঠে। তা নিয়ে আলিপুরদুয়ার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তিনি সেই সময় থেকেই হাসপাতালে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল থেকে রিলিজ না নিয়েই অভিজিৎ অন্য হাসপাতালে বদলির চেষ্টা করেন। এনিয়ে আদালতে একটি মামলাও হয়। তবে ওই মামলায় জিতে যাওয়ায় অভিজিৎকে চার মাস আগে মালদায় বদলি করা হয়েছিল। বদলি হলেও তিনি এখানকার আবাসন এখনও ছাড়েননি। পুরোনো একটি দুর্নীতির ঘটনায় আলিপুরদুয়ার আদালত অভিজিতের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছিল। কিন্তু তিনি আদালতে হাজিরা দিচ্ছিলেন না। ওই ঘটনার সূত্রে এদিন মালদা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দলীয় নীতি মেনে কাজে সমস্যার যুক্তি

তৃণমূলের দখলে থাকা ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পানীয় জল, রাস্তাঘাট নিয়ে একাধিক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সেসব সমাধানে আদৌ কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধান? নাকি সবই শুধু প্রতিশ্রুতি। শুনলেন মনজুর আলম।

জনতার চার্জশিট

দীপিকা রায়
প্রধান, ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত

একনজরে
ব্লক : চোপড়া
মোট সংসদ : ২৩টি
জনসংখ্যা : ৩৪,৭৮৯ জন
(*২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী*)
মোট আয়তন : ২৮ বর্গকিলোমিটার

জনতা : আপনাকে অফিসে কম পাওয়া যায় বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। কী বলবেন?

প্রধান : অনেক সময় মিটিংয়ের জন্য বিডিও অফিসে যেতে হয়। এলাকা পরিদর্শনেরও ব্যাপার থাকে। বাকি দিন অফিসেই থাকি।

জনতা : দামোদরখুরি মৌজার কোটগছ এলাকায় পিএইচই প্রকল্পের কাজ আটকে? সমস্যায় স্থানীয়রা। আপনার উদ্যোগ?

প্রধান : জমি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে কাজে দেরি হচ্ছে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

জনতা : পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় মার্ক-টু টিউবওয়েল অকেজো হয়ে রয়েছে। সারাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না কেন?

প্রধান : এই টিউবওয়েলের কাজগুলি পঞ্চায়েত সমিতি দেখে। কোথায় কোথায় এগুলি অকেজো রয়েছে সেই তালিকা তৈরি করে পঞ্চায়েত সমিতির নজরে আনা হবে।

জনতা : বাতাসুগছ ও দোয়ানজাগির এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে গভীর নলকূপ অকেজো। সেচের জলপ্রকল্প চালু করা হচ্ছে না কেন?

প্রধান : এটা অনেক আগের প্রকল্প। এর আগে কী কারণে চালু করা হয়নি খোঁজ নেব।

জনতা : কৃষিপ্রধান এলাকায় সেচের ব্যবস্থা নেই। আপনি কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : জেলা পরিষদের আওতায় দু'একটি জায়গায় সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতে এরকম কাজের সুযোগ এলে অবশ্যই করা হবে।

জনতা : এলাকায় একাধিক বাগান বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : ডানকানস গ্রুপের সব ডিভিশনে অচলাবস্থার কারণে অনেকে কাজ হারিয়ে ভিনরাজ্যে গিয়ে কাজ করছেন এটা সত্যি ঘটনা। তবে মালিকপক্ষ বাগান খুলতে চাইলে সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত।

জনতা : প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বাড়ানোর ব্যাপারে আপনার চিন্তাভাবনা কী?

প্রধান : ১০০ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলেও, আশাকর্মীদের তৎপরতায় গ্রামগঞ্জে বাড়িতে ডেলিভারির সংখ্যা অনেকটাই কমেছে।

জনতা : গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক রাস্তা কাঁচা। বর্ষায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের। কবে রাস্তা পাকা হবে?

প্রধান : পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে একাধিক রাস্তার কাজ হয়েছে। কিছু রাস্তার কাজের পরিকল্পনা রয়েছে। দু'একটি রাস্তার টেন্ডারও হয়েছে। তাড়াতাড়ি কাজ হবে।

জনতা : গোরুবান গোড়াইতবস্তি থেকে মুলুকডাঙ্গি যাওয়ার রাস্তায় সেতুটির একাংশ বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। সংস্কারের জন্য আপনারা কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : এব্যাপারে পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।

জনতা : প্রধান হিসাবে কাজ করতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে?

প্রধান : না সেরকম কোনও সমস্যা নেই। অধিকাংশ কাজই এখন অনলাইনে হচ্ছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে দলীয় গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হয়।

হাইওয়ে ঘেঁষে হোর্ডিংয়ের স্ট্রাকচার

অনুমতি দিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : এশিয়ান হাইওয়ে ঘেঁষে তৈরি হচ্ছে বিশাল মাপের হোর্ডিং স্ট্রাকচার। এখানেই বসবে বাণিজ্যিক সংস্থার হোর্ডিং। কিন্তু একেবারে রাস্তা ঘেঁষে এভাবে হোর্ডিং বসানো যায় কিনা সেই প্রশ্ন উঠছে। যে কোনও সময় এটা ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এশিয়ান হাইওয়ের জায়গায় কার্যত রাস্তার ওপরে ট্রাফিক সিগন্যাল এবং বিদ্যুতের হাইটেনশন তারের নীচে এভাবে কে বা কারা এই হোর্ডিং বসানোর অনুমতি দিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাস্তার পাশে লোহার স্ট্রাকচার বসিয়ে হোর্ডিংয়ের জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঠিক কী হয়েছে সেটা এলাকায় গিয়ে খতিয়ে দেখা হবে। মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রেখা মল্লিক বলেছেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে একটি সংস্থাকে হোর্ডিংয়ের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ওই সংস্থা সরকারি নিয়ম মেনেই গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্দিষ্ট টাকা দেবে। ওই টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলে আসবে। যা দিয়ে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে।'

এশিয়ান হাইওয়ে (২) থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ১ নম্বর গেটে ঢোকার মুখেই ট্রাফিক পয়েন্ট ঘেঁষে একটি বিরাট আকারের লোহার হোর্ডিং স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে। যা নিয়ে এলাকায় তীব্র হইচই পড়েছে। খোদ তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি রফিকুল ইসলাম ওই হোর্ডিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'একেবারে রাস্তার ওপরে এভাবে হোর্ডিং হলে বিপদের আশঙ্কা থাকবে। শুনেছি গ্রাম পঞ্চায়েত এখানে হোর্ডিংয়ের অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু কীভাবে এই হোর্ডিংয়ের অনুমতি দেওয়া হল সেটা খতিয়ে দেখা দরকার।'

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এটি অত্যন্ত ব্যস্ততম জায়গা। একদিকে ব্যস্ততম এশিয়ান হাইওয়ে, পাশেই মেডিকেলে ঢোকার রাস্তা, বড় বাজার। প্রচুর রোগী, পরিজন, এলাকার মানুষ প্রতিদিন এখান দিয়ে যাতায়াত করেন। এখানেই বিদ্যুতের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একাধিক তার গিয়েছে। আবার ট্রাফিক সিগন্যালও রয়েছে। এখানেই একেবারে রাস্তা ঘেঁষে হোর্ডিং বসছে। যে কোনও সময় এটা ভেঙে পড়লে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গ্রাম পঞ্চায়েত অবশ্য দাবি করেছে, এটা এশিয়ান হাইওয়ের জায়গা নয়। রাজ্য সরকারের জমিতে ওই হোর্ডিংয়ের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

শুশ্রুতনগর নাগরিক মঞ্চের পক্ষে দিবাকর সরকার ওই হোর্ডিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, 'এখানে এভাবে হোর্ডিং বসতে পারে না। জোর করে রাস্তার ওপরে বিরাট আকারের লোহার হোর্ডিং বসানো হচ্ছে। এর ওজনও প্রচুর হবে। ঝড়ে ভেঙে পড়লে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তার দায় কে নেবে? এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের বিষয়টি দেখা উচিত।'

এশিয়ান হাইওয়েতে এই হোর্ডিংয়ের স্ট্রাকচার নিয়েই বিতর্ক। -সংবাদচিত্র

অনুমতিতে প্রশ্ন

- রাস্তা ঘেঁষে এভাবে হোর্ডিং বসানো যায় কিনা সেই প্রশ্ন উঠছে
- যে কোনও সময় এটা ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা
- রাস্তার ওপরে ট্রাফিক সিগন্যাল ও বিদ্যুতের হাইটেনশন তারের নীচে হোর্ডিং বসানোর অনুমতি দিল কে তা নিয়ে প্রশ্ন
- মেডিকেল কলেজে ঢোকার মুখেই ট্রাফিক পয়েন্ট ঘেঁষে হোর্ডিং বসানোয় হইচই শুরু হয়েছে

" গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে একটি সংস্থাকে হোর্ডিংয়ের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ওই সংস্থা সরকারি নিয়ম মেনেই গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্দিষ্ট টাকা দেবে।

রেখা মল্লিক, *উপপ্রধান মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত*

মায়ের আশ্রয়ে।। শিলিগুড়ির ডাবগ্রামে ছবিটি তুলেছেন রাজা কুণ্ডু।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সন্তান হস্তান্তর নিয়ে রহস্য

স্থানীয়দের তৎপরতায় ফেরত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : দু'বছরের শিশুপুত্রকে অন্য মহিলার হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল মায়ের বিরুদ্ধে। এদিকে, ঘটনা জানাজানি হতেই বাচ্চাটিকে পুনরায় মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন ওই মহিলা। মঙ্গলবার এমনই নাটকীয় ঘটনার সাক্ষী থাকল শহর শিলিগুড়ি।

কিন্তু ঠিক কী হয়েছিল? জানা গিয়েছে, মনা রায় বলে এই মহিলা দীর্ঘদিন ধরেই পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাচক্র কলোনির শীতলা মন্দির এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। মাস দুয়েক আগে তাঁর মেয়ে প্রিয়াংকা রায়ের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তারপর থেকে প্রিয়াংকা এখানেই থাকতে শুরু করেন। এদিকে, প্রিয়াংকার মা শ্রীরাম কলোনি এলাকায় একটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন। তিনি বর্তমানে সেই বাড়িতেই বসবাস শুরু করেন।

স্থানীয়দের কথায়, সোমবার সন্ধ্যায় দুজন মহিলা প্রিয়াংকার কাছে আসেন। কিছুক্ষণ পর ওই দুই মহিলার সঙ্গে প্রিয়াংকা তাঁর সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে যান। মঙ্গলবার সকালে প্রিয়াংকার সঙ্গে তাঁর সন্তানকে দেখতে না পেয়ে ভাড়াবাড়ির মালিক বাপি ঘোষের সন্দেহ হয়। এরপরই প্রিয়াংকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেন তিনি। বাপির কথায়, 'সকালে দেখি শিশুটা নেই। এরপরেই সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই প্রিয়াংকা কান্নাকাটি শুরু করে।'

জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই দুই মহিলাকে জা ও মাসি বলে পরিচয় দেন প্রিয়াংকা। কিন্তু তার পরেই তাঁর কথায় অসংগতি ধরা পড়ে। এরপরেই খবর দেওয়া হয় প্রিয়াংকার মা মনাকে। তিনিও শ্রীরাম কলোনি থেকে চলে আসেন। প্রিয়াংকাকে চাপ দিতেই তিনি তাঁর সন্তান নিয়ে যাওয়া মহিলাদের মধ্যে একজনের নম্বরে ফোন করেন। এরপরই স্থানীয়রা সেই মহিলাকে শিশুটির বিষয়ে বলতেই তিনি শিশুটিকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন বলে জানান। পরে প্রিয়াংকা বলেন, 'আসলে ওই দুই মহিলা আমার জা ও মাসি নয়। ওঁরা আসলে, ওই কাঠমিস্ত্রির বৌদি ও এক আত্মীয়।'

এমন ঘটনায় হতবাক এলাকাবাসী। স্থানীয় রাধা দাসের কথায়, 'আমাদের পাড়ায় এরকম ঘটনা এর আগে ঘটেনি। এটাই অবাক লাগছে একজন মা কীভাবে তাঁর সন্তানকে অন্য মহিলার হাতে তুলে দিলেন।'

এদিকে, দুপুরের দিকে এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন মহানন্দা

ঘটনাক্রম

- সোমবার সন্ধ্যায় এক মহিলা তাঁর সন্তানকে দুজন মহিলার হাতে তুলে দেন
- মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হয় ভাড়াবাড়ির মালিকের
- বিষয়টি নিয়ে প্রিয়াংকা রায় নামে ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়
- প্রথমে সত্যি না বললেও পরে সব বলে দেন
- এরপরই ওই দুই মহিলার মধ্যে একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়
- দুপুরের দিকে মহানন্দার পাড়ে এসে তিনি শিশুটিকে ফিরিয়ে দেন

নদীর সৌন্দর্যায়নের জায়গায় এসে এক মহিলা প্রিয়াংকার হাতে শিশুটিকে দিয়ে যান। এরপরই পালাতে পালাতে ওই মহিলা বলতে থাকেন, 'আমার কোনও সন্তান নেই। তাই শিশুটিকে নিয়েছিলাম।' এদিকে বিষয়টি নিয়ে প্রিয়াংকা বলেন, 'কাজের সূত্রে ইসলামপুরের এক কাঠমিস্ত্রির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ওই কাঠমিস্ত্রি বিভিন্ন সময় আমার সন্তানকে তাঁকে দিয়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দিত। না দিলে প্রাণে মেরে দেবে বলত। এরপর আমি রাজি হওয়ায়, সোমবার সন্ধ্যায় দুই মহিলা এসে আমার সন্তান নিয়ে যায়।' যদিও এই ঘটনায় পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

মাদক সহ ধৃত

বাগডোগরা ও খড়িবাড়ি, ১১ মার্চ : ৯৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ আবদুল, সে মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা। মঙ্গলবার বিকেলে বাগডোগরার কাছে ভুট্টাবাড়িতে একটি হোটেলের সামনে থেকে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ। সে কালিয়াচক থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে এসেছিল। অন্যদিকে, ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মাদক সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল এসএসবি। ধৃতের নাম দেবব্রত সরকার। সে ফাঁসিদেওয়া থানার সদরপাড়ার বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে ১০১ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে মঙ্গলবার সকালে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। এদিনই ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

হুদুভিটায় ফের চালু সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১১ মার্চ : মঙ্গলবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শান্তিনগর হুদুভিটায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। আর্থিক সংকট মেটাতে বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মউ চুক্তি করা হয়েছে। মাসিক দেড় লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরের যাবতীয় আবর্জনা এই প্রকল্পে নিয়ে আসা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, বাগডোগরা বিমানবন্দরের আধিকারিক পরশু রাম, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ প্রমুখ এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শামিল হন।

প্রসঙ্গত, গত পাঁচ বছরে এই প্রকল্পের দু'বার উদ্বোধন হল। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'নকশালবাড়ির ২৬টি সংসদ থেকেও আবর্জনা তুলে এখানে নিয়ে আসা হবে।' ১ এপ্রিল থেকে ব্যবস্থাটি সামগ্রিকভাবে চালু হবে বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী গৌতম দেব এর আগে ২০১৯ সালে হুদুভিটায় এই প্রকল্পটির উদ্বোধন করেছিলেন। এরপর কয়েক মাস চলার পর সেটি বন্ধ হয়ে যায়। সেটি ফের চালুর চেষ্টা করা হলেও তা শেষপর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাসিক দেড় লক্ষ টাকার চুক্তিতে এদিন এই প্রকল্পটি ফের চালু করা হল।

দ্রুত পরিষেবা

- ২০১৯ সালে শান্তিনগর হুদুভিটায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছিল
- কিন্তু পরে নানা কারণে এটি বন্ধ হয়ে যায়, বহু চেষ্টা করে সেটিকে চালু করা যায়নি
- এবারে মাসিক দেড় লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি
- সেখানকার আবর্জনার পাশাপাশি নকশালবাড়ির ২৬টি সংসদের আবর্জনাও এখানে নিয়ে আসা হবে

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি বলেন, 'বাগডোগরা বিমানবন্দরের যাবতীয় আবর্জনা এই প্রকল্পে আনা হবে। পাশাপাশি, নকশালবাড়ির নানা প্রান্তের আবর্জনাও এখানে নিয়ে আসা হবে। এখন থেকে প্লাস্টিক জাতীয় আবর্জনাগুলি বাছাই করে ঘোষপুকুরে প্লাস্টিক ইউনিটে পাঠানো হবে। বাকি পচনশীল আবর্জনা থেকে এখানেই সার তৈরি করে তা প্যাকেটজাত করে বাইরে বিক্রি করা হবে। এইজন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি আমরাই প্রদান করব।'

গোটা প্রকল্পের আবর্জনা পরিবহণের জন্য ট্র্যাক্টর, ই-রিকশা, মালবাহী গাড়ি প্রয়োজন বলে তিনি জানান। কীভাবে সেই সবের ব্যবস্থা করা হবে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি জানিয়েছেন।

ঋণে রেকর্ড

নকশালবাড়ি, ১১ মার্চ : একদিনে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার ঋণ দিয়ে গোটা জেলায় রেকর্ড তৈরি করল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং ডিস্ট্রিক্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেল। মঙ্গলবার নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে একটি শিবিরের মাধ্যমে ১০৩টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে চেক দেওয়া হয়েছে। শিবিরে খড়িবাড়ি ব্লকের ১০টি গোষ্ঠীকে ৪০ লক্ষ, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ২০টি দলকে ৮০ লক্ষ, মাটিগাড়া ব্লকের ২০টি দলকে ৮০ লক্ষ এবং নকশালবাড়ি ব্লকের ৫৩টি দলকে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়।

আনন্দধারা প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকের আধিকারিকরা এদিন ঋণ দিয়েছেন। শিবিরে মহিলা দলের প্রতিনিধিদের হাতে চেক তুলে দেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ প্রমুখ। একটি দলকে সবোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

শিবির শেষে অরুণ বলেন, 'বিভিন্ন গোষ্ঠীর মহিলাদের ভালো কাজ বাছাই করে ঋণ দেওয়া হয়েছে। এটা একদিনে সবচেয়ে বেশি। আমাদের জেলায় এটা রেকর্ড। এই টাকায় আগামীদিনে মহকুমার গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। মহিলারা আর্থিকভাবে আরও সচ্ছল হবেন।'

গ্রেপ্তার ছয়

বাগডোগরা, ১১ মার্চ : সোমবার রাতে ৬ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। অভিযুক্তরা মাটিগাড়া খাপরাইল রোডে হিমুলের কাছে মেটিয়াবস্তিতে অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল বলে খবর আসে পুলিশের কাছে। তারপরই সেখানে অভিযান চালানো হয়। ধৃত দুজন সাবির আলি ও মহম্মদ দবিরুল হাপিয়াগাছের বাসিন্দা। বাকি চারজনের মধ্যে হীরক দাস ও পঙ্কজ হোসেনের বাড়ি ভক্তিনগরে, মসির আলমের চোপড়ায় এবং ডাঙ্গাপাড়ার মহম্মদ আশরুল। মঙ্গলবার তাদের আদালতে তোলা হয়।

দিনে রাজমিস্ত্রি, রাতে লোকশিল্পী

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১১ মার্চ : কর্নিক হাতে মাথা সিমেন্ট-বালি দিয়ে একের পর এক ইট সাজিয়ে গড়ে তুলছেন ইমারত। মুখে গান, 'কতদূর নিয়া যাবে, জানে শুধুই ভগবান।' দিনের বেলা রাজমিস্ত্রি, রাইতে করুণ গান। কতদূর নিয়া যাবে জানে শুধুই ভগবান।'

পেশায় রাজমিস্ত্রি কৈলাস দেবশর্মা। বয়স পঁয়ষট্টি বছর। কিন্তু, আদপে তিনি একজন লোকশিল্পী। রাত হলেই পুরোহিত থেকে জামাই সেজে মঞ্চ কাঁপিয়ে অভিনয়। বাড়ি, উত্তর দিনাজপুর জেলার ফতেপুর দিলালপুর গ্রামে। যদিও শিল্পীজীবন দুই দিনাজপুরজুড়ে। বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী প্রবাসী দেবশর্মা এবং তাঁদের পাঁচ সন্তান।

পেশায় রাজমিস্ত্রি বাবা ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য চেষ্টার কোনও খামতি রাখেননি। যদিও বড় ছেলে শৈশব অষ্টম শ্রেণিতে পড়তেই পড়তে ছেড়ে বাকি চার ভাইবোনের পড়াশোনার জন্য বাবার সঙ্গে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজে নেমে পড়েন। বড় মেয়ে কল্পনা ইতিহাসে এমএ পাশ করেন। তারপর বিয়ে দিয়ে দেন বাবা-মা। মেজো মেয়ে কলাবতী সংস্কৃতে এমএ করে বিএড করেছেন। তারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তবে চাকরি পাননি। সেজো ছেলে সুব্রত বর্তমানে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ভিনরাজ্যে কর্মরত। ছোট মেয়ে বাপি দেবশর্মা সংস্কৃতে এমএ করছেন।

কীভাবে লোকসংস্কৃতির জগতে পা? প্রশ্নে সদা হাসিখুশি লোকশিল্পী কৈলাস দেবশর্মার উত্তর, 'ছোটবেলায় রাম বনবাস পালায় কৌতুক অভিনেতা হিসেবে অভিনয় শুরু। এরপর দীর্ঘ ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে রাম বনবাস পালা করে এসেছি।' তিনি আরও জানান, পাশাপাশি দিনাজপুরের প্রধান লোকনাটক খন পালাগানের আসরেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখ্য। হালের খন পালাগান ছাড়াও কালজয়ী মায়াবন্ধকি ও ব্রহ্মসরী দুটো খন পালায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় আজও করেন। কৈলাস দেবশর্মা ৩৬৫ দিনে বিশ্রাম কবে করে নিয়েছেন জানেন না। দিনে রাজমিস্ত্রি রাতে অভিনেতা হয়ে একটানা সাতদিন পর্যন্ত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। সমস্ত পরিশ্রমের মূলে ছিল ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা। অর্থ উপার্জন করতে কখনও সিউড়ি, তো কলকাতায় লোকনাট্য আসরে চলে যান। আবার কর্নিক হাতে কালিয়াগঞ্জ দিলালপুর

মঞ্চে শিল্পী কৈলাস দেবশর্মা।

" ছোটবেলায় রাম বনবাস পালায় কৌতুক অভিনেতা হিসেবে অভিনয় শুরু। এরপর দীর্ঘ ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে রাম বনবাস পালা করে এসেছি।

কৈলাস দেবশর্মা

উদাহরণ ফতেপুরের একখানা বহু পুরোনো সাইকেলে চেপে কাজের জন্য বেরিয়ে পড়েন সকাল আটটায়।

ঘর সামলে নেন স্ত্রী প্রবাসী দেবশর্মা। খুব সামান্য জমি চাষাবাদ থেকে শুরু করে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ঝক্কি সামলে স্বামীর অভিনয় দেখতে গিয়েছেন অনেক সময়। ভালো লাগে, নিজের মানুষ যখন অভিনয় করেন। অকপটে স্বীকার করেছেন প্রবাসীদেবী। তাঁর স্বীকারোক্তি, 'যদিও পাশের মানুষকে কোনওদিন বুঝতে দিইনি, মঞ্চের অভিনেতা আমার নিজের মানুষ।'

মতুয়া মহাধর্মমেলা

ঠাকুরনগরে মতুয়া মহাধর্মমেলা নিয়ে শান্তনু ঠাকুরের মামলায় জেলা পরিষদের সভাধিপতির বক্তব্য জানতে চাইল হাইকোর্ট। এই মেলায় কার অনুমতি রয়েছে, সেই নিয়ে বক্তব্য জানাবেন তিনি।

চেয়ারম্যান দেবাশিস

কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই)-এর ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম কর্ণধার দেবাশিস দত্ত।

আপাতত বৃষ্টি নয়

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানাল আবহাওয়া দপ্তর। দোলযাত্রার সময় কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা হতে পারে ৩৫ থেকে ৩৮ ডিগ্রি।

সশ্রম কারাদণ্ড

২০১৯-এ কালীপুজোর রাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের দায়ে দোষীকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বর্ধমান আদালতের। ৫ লাখ টাকা আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে।

বাস-মিনিবাস কর্মীদের সচেতন করতে প্রশিক্ষণ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ মার্চ : বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি, ক্যাবচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বাড়াতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। মূলত কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে। দিন-দিন পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। বাসে বাসে রেষারেষির কারণেও প্রায়ই দুর্ঘটনা হয়ে চলেছে। এতেই স্বাভাবিকভাবে উদ্বিগ্ন সরকার। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতেই চালক ও মেকানিকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বাড়ানো নিয়ে নয়া পরিকল্পনা কার্যকর করার কথা বিশেষভাবে ভাবা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলা থেকে মালিক সংগঠনগুলির পক্ষে আগ্রহীদের সংখ্যার তালিকাও পরিবহণ দপ্তরের কাছে পাঠানো শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার পরিবহণ দপ্তর সূত্রের খবর, এই কাজে ভারপ্রাপ্ত দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আবদুর রাকিব শেখ আগ্রহীদের তালিকা জেলাগুলি থেকে নেওয়ার কাজে রয়েছেন। অল বেঙ্গল বাস, মিনিবাস সমন্বয় সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় এদিন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানান, 'রাজ্যের প্রত্যেক জেলা থেকে প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী ড্রাইভার ও মেকানিকদের তালিকা আমরা পরিবহণ দপ্তরে পাঠিয়েছি। দার্জিলিং, শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে ওই সংখ্যা প্রায় চারশো। সব মিলিয়ে তালিকায় সংখ্যাটা আড়াই হাজারের বেশি।'

তিনি বলেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় যতদূর তাঁরা জেনেছেন, রাজ্যে প্রত্যেক জেলায় এই প্রশিক্ষণ পর্ব চলছে নির্দিষ্ট কিছু কেন্দ্রে। ক'মাসের জন্য প্রশিক্ষণ তা এখনও ঠিক না হলেও যতদিন চালক, কনডাক্টর ও মেকানিকরা প্রশিক্ষণ নেবেন তাঁদের মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁরা পাবেন সরকারি শংসাপত্র। যা তাঁদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব জানান, 'নয়া পরিকল্পনা একেবারেই চিন্তাভাবনা স্তরে রয়েছে। আমরা শুধু আগ্রহীদের তালিকা সংগ্রহ করছি। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে এই সংক্রান্ত একটি কমিটি গড়া হয়েছে। এই ব্যাপারে ওই কমিটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের যা কথা হয়েছে তাতে ধারণা প্রশিক্ষণ পর্বে ড্রাইভার ও মেকানিকরা মাসিক স্টাইপেন্ড ও সার্টিফিকেট পাবেন।'

অনুপস্থিত এজি

কলকাতা, ১১ মার্চ : মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে তিন অতিরিক্ত বিচারপতি শপথগ্রহণ করেন। বিচারপতি স্মিতা দাস দে, বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্র, বিচারপতি ওমনারায়ণ রাইকে হাইকোর্টের এক নম্বর এজলাসে শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। কিন্তু অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত। আর তারপরই রাজ্যের এজির অনুপস্থিতির কারণ নিয়ে আইনজীবীর মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

বসন্ত মুখরিত আজি।। যৌনকর্মীদের আয়োজিত বসন্ত উৎসবে। মঙ্গলবার সোনাগাছিতে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

৩ কোটি দলিলের ডিজিটাইজেশন শেষ

দলিলের কপি অনলাইনে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ মার্চ : ১৯৮৫ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত জমির সমস্ত দলিলের সার্টিফায়েড কপি পাওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন করা যাবে। ইতিমধ্যেই ৩ কোটি দলিলের ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে। ধীরে ধীরে সেগুলিও ই-ডিস্ট্রিক্ট পোর্টালে আপলোড করা হবে। জমির দলিলের সার্টিফায়েড কপি শুধুমাত্র অনলাইনে তোলা যাবে। একান্তই যদি কোনও সার্টিফায়েড কপি অনলাইনে না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে তোলার অনুমতি দেবে রাজ্য সরকার।

যাঁরা অনলাইনে সাবলীল তাঁরা নিজেরাই সার্টিফায়েড কপি ডাউনলোড করতে পারবেন। বাংলা সহায়তা কেন্দ্রেও এই সুবিধা পাওয়া যাবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩ কোটি দলিলের ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ করে তা যাচাই করার প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে। তারপর তা নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। এর ফলে দালালচক্রের অবসান হবে বলেই মনে করছেন নবান্নের কর্তারা।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, অর্থ দপ্তরের অধীনে ডিরেক্টর অফ রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প ডিউটি এই ৩ কোটি দলিলের কপি ডিজিটাইজ করে পোর্টালে আপলোড করেছে। দলিলের একটি নথি তুলতে সরকারি খরচ মাত্র ১৫০ থেকে ২০০ টাকা। কিন্তু দালালচক্র সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ২ থেকে ৫ হাজার টাকা নিয়ে নেয়। তার ওপর সাধারণ মানুষকে হয়রানির শিকারও হতে হয়। এই হয়রানি বন্ধ করতে রাজ্য সরকার ডিজিটাইজেশনের কাজ শুরু করে। ২০২১ সালে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যবস্থা চালুর আশ্বাস দিয়েছিলেন।

১৯৮৫ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত জমির ৩ কোটি দলিলের ডিজিটাইজেশন করা সম্ভব হয়েছে। তবে, অনেক পুরোনো দলিলের কপি পেতেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে অফিসারদের। সেই কারণে পুরোনো দলিলের ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ করতে সময় লাগছে। ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'রেকর্ড রুম থেকে অনেক দলিলই হারিয়ে গিয়েছে বা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আবার বর্ষায় জল পড়েও অনেক দলিল পড়ার অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে পুরোনো দলিলের কপি ডিজিটাইজ করতে কিছুটা সময় লাগছে।'

ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এখন থেকে যে সমস্ত জমি কেনাবেচা হবে, তার দলিল সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাইজ করে পোর্টালে আপলোড করা হবে। কোনওভাবেই তা ফেলে রাখা যাবে না। পোর্টালে আপলোডের আগে তা ভালো করে পরীক্ষা করে নিতে হবে। এর ফলে আগামী দিনে সার্টিফায়েড কপি পেতে কোনও অসুবিধার মধ্যে সাধারণ মানুষকে পড়তে হবে না।

নয়া উদ্যোগ

- ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে
- জমির দলিলের সার্টিফায়েড কপি শুধুমাত্র অনলাইনে তোলা যাবে
- একান্তই অনলাইনে না পাওয়া গেলে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে তোলার অনুমতি দেবে রাজ্য
- এখন থেকে যে সমস্ত জমি কেনাবেচা হবে, তার দলিল সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাইজ করে পোর্টালে আপলোড করা হবে
- পোর্টালে আপলোডের আগে তা ভালো করে পরীক্ষা করে নিতে হবে

নিজেদের মতো করে বসন্ত উৎসব পালন করল বিশ্বভারতী। মঙ্গলবার গৌর প্রাঙ্গণে খোল দ্বার খোল গান গেয়ে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বসন্ত উৎসবের সূচনা হল। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা। তথ্য ঃ আশিস মণ্ডল, ছবি ঃ তথাগত চক্রবর্তী

গুছিতে ৫০টি পান বিক্রির নির্দেশ মন্ত্রীর

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১১ মার্চ : এক গুছিতে ৫০টি পান। চাষিদের এই দাবি মেনে নিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না স্পষ্ট জানান, এক গুছিতে এর বেশি পান চাষিদের কাছ থেকে যেন না নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে আড়তদাররা কার্যত জোর করেই ৫০টির পরিবর্তে ২০০-২৫০টি পর্যন্ত পান নিচ্ছিলেন। ফলে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়ছিলেন চাষিরা। ক্ষতির কারণে অনেক চাষি পান চাষ করা বন্ধই করে দিয়েছেন। সরকারি তরফে আরও জানানো হয়েছে, পান বিক্রির সময় নিলামে সর্বোচ্চ দামই দিতে হবে চাষিদের। কম দাম দেওয়া চলবে না।

মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই চাষিদের ওপর অন্যায় জুলুম করছিলেন আড়তদাররা। চাষিদের বেশি পান দিতে বাধ্য করছিলেন। সেই সমস্যা দূর করতেই নতুন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ ভাঙলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দুর্নীতির চক্রব্যূহ

কলকাতা, ১১ মার্চ : প্রাথমিকে নিয়োগ থেকে বিএড কলেজের রেজিস্ট্রেশন, এনওসি সর্বত্রই দুর্নীতির চক্র গড়ে তুলেছিলেন অভিযুক্তরা। কোথায় কত টাকা নেওয়া হবে, তার অলিখিত তালিকা তৈরি করে রেখেছিলেন তাঁরা। এই লেনদেনে প্রভাবশালীদের সঙ্গে ছোট-বড় এজেন্টরাও যুক্ত ছিলেন। তাঁরা প্রাথমিকে দুর্নীতির এই চক্রব্যূহ তৈরি করে রেখেছিলেন বলে তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিটে দাবি করেছে সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে একাধিক সাক্ষীর বয়ান গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাদের মাধ্যমেই সিবিআই জানতে পারে, কীভাবে প্রভাবশালীদের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। মুর্শিদাবাদের এক ব্যক্তি মহিদুলের বয়ান রেকর্ড করে সিবিআই। তাঁর বয়ান থেকে এই দুর্নীতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

বিজেপিকে আর নথি নয় : অধ্যক্ষ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ মার্চ : সোমবারের পর মঙ্গলবারও উত্তপ্ত হল রাজ্য বিধানসভা। এদিন বিধানসভার প্রথমার্ধে অধিবেশন শুরুর পরই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মন্দির ভাঙার প্রতিবাদ জানিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চেয়ে আবেদন জানান বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ, মালতী রাভা সহ বিজেপি বিধায়করা। কিন্তু অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। তখন বিরোধী বেঞ্চ থেকে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে কাগজ ছিঁড়ে ওড়াতে শুরু করেন বিজেপির বিধায়করা। এরপর তাঁরা অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াক-আউট করেন। মুলতুবি প্রস্তাব আনতে না দেওয়ায় বিধানসভায় মিছিলও করেন গেরুয়া বিধায়করা। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে সরকার চালাচ্ছে। বিরোধীদের বলার জন্য বিধানসভা রয়েছে। কিন্তু বর্তমান অধ্যক্ষ যেভাবে বিরোধীদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করছেন, তা গণতন্ত্র-বিরোধী।

বিজেপি বিধায়কদের এভাবে কাগজ ছেঁড়ার ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারও ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন অধ্যক্ষের দিকে কাগজ ছোড়ায় তাঁকে চলতি অধিবেশনের শেষ দিন পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে। এদিনও ফের কাগজ উড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানোয় অধ্যক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন, 'বুধবার থেকে বিরোধী বিজেপি বিধায়কদের কোনও কাগজ দেওয়া হবে না। বিধানসভা এভাবে কাগজ ওড়ানোর জায়গা নয়।'

যদিও অধ্যক্ষের এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'এই অধ্যক্ষ বিধানসভায় বিরোধীদের বলার সুযোগ দিচ্ছেন না। তাঁর এই আচরণ গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার। বিজেপি বিধায়কদের কাগজ না দিলেও তাঁরা কাগজ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বিধানসভায় ওড়াবেন।'

এদিন বিধানসভার অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধেও অধিবেশন কক্ষে যাননি বিজেপি বিধায়করা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘরে তাঁরা বসেছিলেন। শুভেন্দু বলেন, 'বিরোধী বিধায়কদের যেভাবে সাসপেন্ড করা হচ্ছে ও তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে, তার প্রতিবাদে বুধবার থেকে বিধানসভা কীভাবে উত্তাল করতে হয় তা অধ্যক্ষ দেখে নেবেন। বাংলার মানুষ অধ্যক্ষের এই অগণতান্ত্রিক আচরণ দেখছেন। এই সরকারের মেয়াদ আর দশ মাস। তারপরই বিজেপি সরকার গঠন করে যোগ্য জবাব দেবে। তৃণমূলের মুসলিম বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ফেলব।' যদিও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি বিধায়কদের এই আচরণ কোনওভাবে কাম্য নয়। আমরাও একসময় বিরোধী দলে ছিলাম। কিন্তু কোনওদিন এরকম অভব্য আচরণ করিনি। প্রতিদিন এভাবে বিধানসভায় কাগজ ছুড়ে বিধানসভাকেই অপমান করছেন বিজেপি বিধায়করা।'

যদিও বিজেপি বিধায়কদের এই আচরণকে সমর্থন করছেন না আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, 'বিরোধী দলের বলার জায়গা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু হইহট্টগোল করে সভা অচল করে দেওয়া হলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ চলে যায়।'

প্রতিবাদে ওয়াক-আউট

> বিরোধী বিধায়কদের যেভাবে সাসপেন্ড করা হচ্ছে ও তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে, তার প্রতিবাদে বুধবার থেকে বিধানসভা কীভাবে উত্তাল করতে হয় তা অধ্যক্ষ দেখে নেবেন।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ বিজেপির। মঙ্গলবার।

যাদবপুরে পোস্টারে 'আজাদ কাশ্মীর'

কলকাতা, ১১ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আজাদ কাশ্মীর' স্লোগান নিয়ে চিন্তিত পুলিশ। বিচ্ছিন্নতাবাদী এই স্লোগান লেখার দায়ে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করেছে কলকাতা পুলিশ। এজন্য অতি বাম ছাত্র সংগঠন পিডিএসএফ নেতাদের খুঁজছে পুলিশ। কয়েকজনের নামের তালিকা ধরে তদন্ত শুরু হয়েছে। যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে 'অ্যান্টি ন্যাশনাল হাব' বলে মন্তব্য করেছেন।

১ মার্চ ওয়েবকুপার সম্মেলন ঘিরে যে ঝামেলা শুরু হয়েছিল, সেই ঘটনার আগুন এখনও ধিকিধিকি করে জ্বলছে। এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে পিডিএসএফের দেওয়াল লিখন। বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনলজি বিল্ডিংয়ের ৩ নম্বর গেটের কাছে দেওয়ালে লেখা হয়েছে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি'। এছাড়া প্যালেস্তাইন নিয়েও দেওয়াল লিখন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৫২/৬১বি ধারায় বিচ্ছিন্নতাবাদ, হিংসা ও নাশকতার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নৌশাদকে নিয়ে প্রশ্ন পদ্ম শিবিরের

কলকাতা, ১১ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আইএসএফ বিধায়কের বৈঠকের পর বিরোধী নেতা নৌশাদ সিদ্দিকীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বিজেপি। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরই নৌশাদকে নিশানা করেছিল বিজেপি ও সিপিএম। যদিও বৈঠকের পর নৌশাদ দাবি করেছিলেন, বিধায়ক এলাকা তহবিলের টাকা খরচ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইতেই নবান্নে গিয়েছিলেন তিনি। এর সঙ্গে দলবদল নিয়ে জল্পনার কোনও অবকাশ নেই।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরই নৌশাদের তৃণমূল যোগ নিয়ে আশঙ্কা করেছিল বিজেপি। এদিন বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, উনি সকালে যে কথা বলছেন, বিকালে সেই কাজ করছেন না। উনি বিরোধী দলে থাকবেন না শাসকদলে যাবেন, সেটা ওঁকেই ঠিক করতে হবে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে মানুষের সন্দেহ হতেই পারে। নৌশাদকে আক্রমণ করে সিপিএমও বলেছিল, বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হবে? তাও আবার ২৫ মিনিট ধরে একান্তে? একদা জোটসঙ্গী সিপিএমের এই খোঁচাকে এদিন কৌশলে এড়িয়ে গেলেও বিজেপির অভিযোগ সম্পর্কে নৌশাদ বলেন, 'আমি তৃণমূল-বিজেপির মতো হাটে কেনাবেচা হওয়া পণ্য নই। বিধানসভায় অধিবেশন চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। তার প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী আমাকে নবান্নে দেখা করতে বলেন। বৈঠকে তিনি আমার অভিযোগের বিষয়ে আশ্বস্তও করেছেন।' মুখ্যমন্ত্রীর এই আশ্বাস নিয়েই পালটা প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'শিলিগুড়ির বিধায়ক হিসেবে একই ইস্যুতে বিধানসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমি তাঁর হস্তক্ষেপ চেয়েছিলাম। পরে তাঁকে সরকারিভাবে চিঠিও দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনও উত্তর পাইনি। তাহলে একই ইস্যুতে পৃথক ফল কেন? মানুষ মনে করতেই পারে উনি বিশেষ আস্থাভাজন।' বিজেপির মতে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠককে ঘিরে যে অবিশ্বাসের জায়গা তৈরি হয়েছে, তা কাটানোর দায় নৌশাদকেই নিতে হবে।

হেনস্তার তদন্তে মুরলীধর

কলকাতা, ১১ মার্চ : যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করায় আন্দোলনকারীকে থানায় তুলে এনে হেনস্তার ঘটনার তদন্তে আইপিএস আধিকারিক মুরলীধর শর্মাকে নিয়োগ করল কলকাতা হাইকোর্ট। ঘটনার দিন সহ সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই পুলিশ আধিকারিককে। পুলিশের বিরুদ্ধে যেহেতু অভিযোগ উঠেছে, তাই তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবেন তিনি। অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকেও আদালতে রিপোর্ট জমা দিয়ে তাঁর বক্তব্য জানাতে হবে। পালটা আবেদনকারীকেও হলফনামা দিতে হবে।

ইস্তফার নির্দেশ

কলকাতা, ১১ মার্চ : অবৈধভাবে মাঠ বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে পানিহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান মলয় রায়কে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক তথা পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষের ঘর থেকেই মলয় রায়কে ফোন করেন ফিরহাদ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ইস্তফা দিতে বলেছেন বলে জানিয়ে দেন ফিরহাদ। যদিও এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত মলয় রায় ইস্তফা দেননি।

১৩ মার্চ সভা করবেন শুভেন্দু

হলদিয়ায় ড্যামেজ কন্ট্রোল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ মার্চ : হলদিয়ার রং বদল হতেই পূর্ব মেদিনীপুরের গড় রক্ষায় মাঠে নামছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শুভেন্দু জানিয়ে দিলেন, ১৩ মার্চ হলদিয়ায় কর্মীসভা করে এর জবাব দেবেন। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, শুধু অধিকারী গড় রক্ষাই নয়, '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে ভাঙন নিয়ে সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের আশ্বস্ত করতেই শুভেন্দুর এই সভা। মঙ্গলবার সকালে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন শুভেন্দু। যদিও সেই আলোচনা দিল্লিতে কমিশনের দপ্তরে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে দলের অবস্থান নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু। বিধানসভায় তাঁর দুই আস্থাভাজন বিধায়কের সঙ্গে একান্ত বৈঠকও করেছেন তিনি।

এদিনও বিধানসভার বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে চর্চার বিষয় ছিল হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের তৃণমূলে যোগদান। সেই চর্চায় রসিকতার পাশাপাশি ছিল শঙ্কা। কারণ তৃণমূল ধাক্কা দিয়েছে হলদিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনে, সরাসরি বিরোধী দলনেতার জেলাকে। দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণে তাপসী বরাবরই শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিজেপিতে যোগ দেওয়া শুভেন্দুর হাত ধরেই। নানা অভিযোগ সত্ত্বেও তমলুকের বিজেপি সভাপতি হয়েছিলেন। অথচ '২৬-এর ভোটের বাদ্যি বাজতে না বাজতেই সেই বিধায়কই কি না চলে গেলেন তৃণমূলে। যে দল ৭৭টি বিধায়ক নিয়ে শক্তিশালী বিরোধী দল হিসাবে কাজ করবে মনে করা হয়েছিল, তারা এমনিতেই শক্তি হারিয়ে ৬৫তে এসেছে। সামনে ভোট। স্বাভাবিকভাবেই শুধু অস্বস্তি নয়, পূর্ব মেদিনীপুরে অধিকারী গড় রক্ষায় কোমর বেঁধে নামতে হচ্ছে শুভেন্দুকে।

তাপসীর দলবদলের পর জেলা ও রাজ্য বিজেপির একাংশের আশঙ্কা, ভোট যত এগোবে দলবদলের হিড়িকও তত বাড়বে। তৃণমূল সূত্রে দাবি, ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের অন্তত দুই বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগে রয়েছেন। হলদিয়ার বিধায়কের দলবদলের পর শুভেন্দুকে তড়িঘড়ি মাঠে নামানোর কারণ সেটাই।

এদিন বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু বলেন, '১৩ মার্চ হলদিয়াতে কর্মীসভা করব। হলদিয়ার সমস্ত এলাকা থেকে দলে দলে বিজেপির

কর্মী-সমর্থকরা সেই সভায় আসবেন।' উল্লেখ্য, ওইদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভায় থাকার কথা। অনেকের মতে, শুভেন্দু মমতাকে এড়াতে চাইছেন বলেই সভার দিন ঠিক করেছেন।

হলদিয়ায় শুভেন্দুর এই কর্মীসভার লক্ষ্য দুটি। প্রথমত, শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ বিজেপি বিধায়কের দলবদলে এলাকায় যে কোনও প্রভাব পড়বে না, বড় জমায়েত করে সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের সে ব্যাপারে আশ্বস্ত করা। দ্বিতীয়ত, একদা ঘনিষ্ঠ হলেও দলবদলের পর হলদিয়ার বিধায়ককে রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানানো। তবে দলের একাংশ মনে করছে, তাপসীর দলত্যাগের পিছনে '২৬-এর বিধানসভায় টিকিট পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তাও কাজ করে থাকতে পারে।

প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'শুনেছি বিধানসভা ভোটে ওঁকে দল প্রার্থী নাও করতে পারে এমন আশঙ্কা থেকেই দলত্যাগের কথা ভেবেছিলেন।' সেক্ষেত্রে দলের এই টিকিট পাওয়া ফ্যাক্টর হলে আগামীদিনে দলের বর্তমান বিধায়কদের মধ্যে পারফরমেন্সের নিরিখে বেশ কয়েকজন বিধায়কেরই প্রার্থী হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

বিজেপির এক শীর্ষ নেতার মতে, ২০১১-তে রাজ্যে বাম জমানার পরিবর্তনের পিছনে তদানীন্তন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যে ভূমিকা ছিল বর্তমানে জনমানসে তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। জনমানসে এই ধারণার পরিবর্তন না হলে বিরোধী হিসেবে বিজেপির টিকিটে জেতার সম্ভাবনা কমবে। রাজনৈতিক মহলের মতে যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রসাদ বিতরণে বিদেশি পুণ্যার্থী। শান্তিপুরের ইসকনে প্রাক হোলি উদযাপনের পর। মঙ্গলবার। -পিটিআই

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯২ সংখ্যা, বুধবার, ২৭ ফাল্গুন ১৪৩১

বঙ্গে বিপন্ন সম্প্রীতি

রাজ্যটির নাম কি পশ্চিমবঙ্গ? বিভ্রম জাগে। বিদ্বেষের বিষে যে নীল হয়ে যাচ্ছে সম্প্রীতি, মেলবন্ধনের জন্য পরিচিত রাজ্যটি। ভারতের অন্য কয়েকটি প্রদেশের মতো মন্দিরেও ছায়া ফেলছে বিভাজন। পূর্ব বর্ধমানের গীধগ্রামে এক শিব মন্দিরে গ্রামেরই একাংশকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। যাঁদের বাধা দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা ধর্মে হিন্দু। শিব তাঁদেরও আরাধ্য। কিন্তু দাস পদবিধারী ওই মানুষরা দলিত সম্প্রদায়ের বলে মন্দিরে এই নিষেধাজ্ঞা।

বঞ্চিতরা যেমন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও শিবভক্ত, নিষেধাজ্ঞা আরোপের সঙ্গে যুক্তরা তেমনই শিবের উপাসক, ধর্মে হিন্দু। ধর্মে ধর্মে বিভাজনের বাতাবরণ এখন দেশে-বিদেশে। তাই নিয়ে লড়াইয়ের শেষ নেই। ঘরের কাছে বাংলাদেশে গত সাত মাস ধরে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার লাগামছাড়া চেহারা নিয়েছে। আবার নিস্তার পাচ্ছে না সুফি সম্প্রদায়, লালন ফকিরের ভাবনার অনুসারীরাও। তাঁদের ধর্মীয় তো বটেই, সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। চলছে দমন-নিপীড়ন।

বাংলায় সম্প্রীতি নিয়ে গর্ব ছিল একসময়। বাংলা ভাষা যে মেলবন্ধনের সেতু। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলরা তাই একসুরে গাই গান- বার্তা দিতে পেরেছিলেন। একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন কিংবা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'এর মতো অসামান্য বার্তা সৃষ্টি হয়েছিল তাঁদের হাত ধরে। লালনগীতিতেও সেই একই বার্তা বাংলার মানুষকে বছরের পর বছর সচেতন করেছে। মিলেমিশে থাকতে শিখিয়েছে। অতীতে বাম মতাদর্শের প্রভাব থাকায় বিভাজনকারীরা সেভাবে মাথা তুলতে পারেনি।

যদিও সেই বামেদের রাজত্বেই মৌলবাদী ভাবনার চাপে তসলিমা নাসরিনকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল সরকারি উদ্যোগে। তুষ্টিকরণ, মেরুকরণ ইত্যাদির হাত ধরে বিভেদের বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হয়েছে বাংলায়। এখন তা মহীরুহের চেহারা নেওয়ার পথে। যে কারণে একই ধর্মের অনুসারী হয়েও একদল মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে না। কার্যত ধোপা-নাপিত বন্ধ করে কাটোয়ার কাছে ওই গ্রামে একঘরে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে দলিতদের।

বাংলার সৌভ্রাতৃত্বের চেতনার মূলে যেন কুঠারাঘাত করেছে গীধগ্রাম। সুস্থ চেতনার এমনকি ধার্মিক মানুষের কাছে ঘটনাটি হৃদয়বিদারক। শিবের উপাসনাতে নিজেদের মধ্যে এই ভাগাভাগি বাংলার আকাশে বিভাজনের কালো মেঘকে ঘনীভূত করছে। প্রশাসন নাকি চেষ্টা করেও গীধগ্রামের মানুষের মধ্যে ভাগাভাগি আটকাতে পারছে না। মেরুকরণ, তুষ্টিকরণ এবং শাসকদলের ভোটের অঙ্ক মাথায় নিয়ে চলতে থাকলে প্রশাসনের পক্ষে এই কাজ সত্যিই অসম্ভব। যা বাংলার শুভ চেতনার মানুষকে শঙ্কিত করছে।

মনে প্রশ্ন উঠছে, কোথায় চলেছি আমরা? এই বাংলাতেও বিভেদের রণধ্বনি! যদিও এর বিপরীত কিছু ছবি ও ঘটনা মনে আশা জাগায়। কোচবিহারে মদনমোহনের রাসচক্র বছরের পর বছর বানিয়ে চলেছে মুসলিম পরিবার। সেই পরিবারের প্রধান আলতাফ মিয়াঁর মাত্র কিছুদিন আগে মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মানুষের শোক প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। যে পরিবারটি রাসচক্র বানানোর সময় সাত্ত্বিক আহার করে নিজেদের শুদ্ধ রাখে মনের তাগিদে।

একদিকে সময়ে নমাজ পাঠ, অন্যদিকে নিষ্ঠার সঙ্গে রাসচক্র বানানোর পিছনে যে মানসিকতা, সেটাই তো বাংলার মর্মবাণী। বাংলার উত্তর প্রান্তে আলতাফ থাকলে, দক্ষিণে পুরুলিয়ায় আছেন গিয়াসুদ্দিন আনসারিরা। যাঁরা এই রমজানের সময় নিষ্ঠাভরে রোজা রাখছেন। আবার বিভিন্ন দেবদেবী সেজে আন্তরিকতার সঙ্গে ছৌ নাচে দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ধর্ম তাঁদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

আলতাফ, গিয়াসুদ্দিনদের দেখানো পথে বাংলায় সৌভ্রাতৃত্ব, ধর্মে ধর্মে মেলবন্ধন আরও দৃঢ় হতে পারে। বাংলার মানুষের সচেতনতা কাটোয়ার গীধগ্রামের সংকীর্ণতা ঠেলে ফেলে দিয়ে এগোতে পারে। তা না পারলে রাজনৈতিক হানাহানি, কোন্দল, হিংসায় জীর্ণ বাংলায় নতুন বিপদ হয়ে দাঁড়াবে ধর্মে ধর্মে বিভেদ, এমনকি একই ধর্মবিশ্বাসের মানুষের মধ্যে বিভাজন, পারস্পরিক বৈরিতা। সেই বিপদ প্রতিরোধে এখন চরম সময়। সমস্ত মানুষের এগিয়ে এসে একসুরে সম্প্রীতির জয়গান গাওয়ার সময় এখন।

অমৃতধারা

অতীতে যা হয়েছিল তা এখন হচ্ছে,এখন যা হচ্ছে তা ভবিষ্যতে হবে,তার জন্য চিন্তিত হচ্ছো কেন? প্রতিদিনের মাঝে নিহিত আছে গুপ্ত রহস্য অনেকবার সেটা তুমি দেখেছ। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না, সে নিজের প্যাঁচের ধাঁধায় আটকে পড়ে। সৎ ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যে কোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই।

-ব্রহ্মাকুমারী

আলোচিত

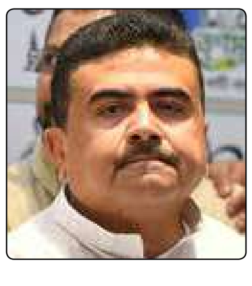

এই সরকার সাম্প্রদায়িক সরকার। বিধানসভায় বিরোধীদের বলতে দিচ্ছে না। মুলতুবি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেননি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাব্বিশে বিজেপি সরকার আসবে। আর ওদের দলের যে ক'জন মুসলিম বিধায়ক জিতে আসবেন, তাদের চ্যাংদোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলব। -শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল

মধ্যপ্রদেশে বাবাকে নির্যাতন মেয়েদের। বিছানায় শোয়া এক ব্যক্তির পা চেপে ধরে স্ত্রী। হাত ধরে এক মেয়ে। আরেক মেয়ে লাঠি দিয়ে বাবাকে নৃশংসভাবে মারছে। চ্যাঁচাচ্ছেন তিনি। ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়ার কয়েকদিন পর ভিডিওটি ভাইরাল হয়।

আজ

১৯৮৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক শ্রেয়া ঘোষাল।

১৯২৪

সংগীতশিল্পী উৎপলা সেনের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

যতরকম হলুদ বর্ণের অঙ্গরাগ ছিল, সেগুলো নিজের গায়ে-মুখে চিত্রিত করলেন কৃষ্ণ। বলরাম গ্রহণ করলেন কৃষ্ণবর্ণের অঙ্গরাগ। গাত্রবর্ণের সঙ্গে চরম বৈপরীত্যে সেই অনুরঞ্জন কৃষ্ণ-বলরামকে উন্মুক্ত রাজপথের মধ্যে চোখে পড়ার মতো করে তুলল।

ত্রিবক্রা কুব্জাকে সুন্দরী নারী করে তোলেন কৃষ্ণ

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

কৃষ্ণ যখন মথুরায় পৌঁছোলেন, তখন বোধকরি সন্ধ্যা নেমেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করে বৃহৎ বৃহৎ সৌধগুলিতে আলো জ্বলে উঠেছে। রাজমার্গে বিভিন্ন বিপণিতে বিচিত্র রকমের পণ্য শোভা পাচ্ছে। রাজপথের মধ্যে হাতির দেখা পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। অশ্বারোহী সৈনিক নগরপাল রাজমার্গে বিচরণরত রমণী-পুরুষের ওপর নজর রাখছে, যাতে কংসের শাসনে কোনও ত্রুটি ধরা না পড়ে। পরের দিনই কংসের ধনুর্যজ্ঞ মহোৎসব। অতএব ধনুষ্ক পুরুষেরা রথচক্রের ঘর্ঘর তুলে সন্ধ্যার শান্তি ব্যাহত করছে। কারণ, কংসের রাজমহলে তাঁদের পৌঁছে যেতে হবে। পথের ধারের বিপণিগুলিতে গজদন্তনির্মিত তথা শঙ্খনির্মিত চুড়ি, মালা এবং অন্যান্য শৃঙ্গারদ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে। পুরুষ, রমণী-দুই পক্ষই সেখানে ক্রেতার ভূমিকায়। মথুরায় 'শাটক' নামে এক ধরনের কাপড় বা শাড়ি পাওয়া যেত, যার চাহিদা ছিল অন্যত্রও। অতি মহার্ঘ চিনাংশুক অথবা রেশমি কাপড়, যেগুলি উত্তরাপথ এবং ভরুকচ্ছ হয়ে রোমক সাম্রাজ্য পর্যন্ত রপ্তানিও হত। সেগুলিও যেহেতু মথুরার রাজাকে স্পর্শ করে যেত, অতএব মথুরায় বস্ত্রশিল্পের বিপণন হত ভালোরকম।

ভাগবত পুরাণে দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণ-বলরাম প্রথমে গিয়ে অক্রূর অনুরোধে তাঁর বাসভবনে উঠলেন, তারপর তাঁর অনুমতি নিয়ে দুই ভাই মথুরা নগরী দেখতে বের হলেন। তবে হরিবংশে দেখছি, মথুরায় পৌঁছেই তাঁরা নগরদর্শনে বেরিয়েছেন। বিশেষত বাসুদেব-দেবকী কিংবা অন্য কোনও পরিজনের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের সংবাদ পুরাণে পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণ-বলরাম পথে যেতে যেতে এক জায়গায় এসে থামলেন-যেখানে কাপড় রাঙানো হচ্ছে এবং বেশ কিছু কাপড় বিচিত্র রঞ্জকদ্রব্যে রঞ্জিত করে শুকিয়ে পাট-পাট করে রাখা হয়েছে। কাপড় রাঙানোর ব্যাপারটা একরকম শিল্পকর্মের অন্তর্গত ছিল মথুরায়। কাপড় রাঙানোর পারিপাট্যে বিচিত্র বসন দেখে তখনও গোপালকের সজ্জায় সজ্জিত কৃষ্ণের মন বেশ আকৃষ্ট হল। রঙ্গকার ব্যক্তিটি রজক হলেও তার ধরন-ধারণ, ব্যক্তিত্ব একটু অন্যরকম। কৃষ্ণ সেই লোকটির কাছে গিয়ে একটু আমোদিতভাবেই বললেন, ওই পাট-করা 'শাটক'গুলি থেকে আমাদের দুটি কাপড় দাও তো ভাই। বেশ ভালো দামি কাপড় দিও কিন্তু যাতে আমাদের দুই ভাইকে বেশ মানায়। মূল্যের জন্য কোনও চিন্তা কোরো না। আমাদের কাপড় দিলে তোমার ভবিষ্যৎ ভালো হবে।

কৃষ্ণের বক্তব্য থেকে ভালো করে বোঝা যায় না যে, তিনি মূল্য দিয়েই মথুরার নাগরিক সাজ কিনতে চেয়েছিলেন, নাকি বিনামূল্যে। এতাবৎ বৃন্দাবনে যা তিনি পেয়েছেন-যশোমতীর স্নেহ থেকে রাইকিশোরীর প্রেম-সবই তিনি বিনামূল্যে পেয়েছেন। অতএব এই কাপড় চাইবার পিছনে গ্রাম্য গোপবালকের সেই স্বাভাবিক আবদারও কাজ করে থাকতে পারে। কিন্তু রজক মূল্য অথবা তজ্জাতীয় কোনও বণিকসুলভ বাক-নৈপুণ্যের মধ্যে গেল না। সে আসলে রাজবাড়ির পরিধেয় প্রস্তুত করার বরাত পেয়েছে। রাজগৃহের সংশ্লেষে সে নিজেকে কংসরাজার নিতান্ত কাছের লোক মনে করে। অতএব তার সাহসটাও অন্য বণিকজনের চেয়ে বেশি। সে জবাব দিল-এই তো তোমার জামাকাপড়ের হাল দেখছি, বাছা! বনে-পাহাড়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াও, এই তো তোমার উপযুক্ত বসন। তাহলে নিজের অভ্যাস ছেড়ে হঠাৎ এই রাজসজ্জা করার ইচ্ছে হল কেন বাপু!

রঙ্গকার রজক এইটুকু বলেই থামল না। রাজবাড়ি অথবা ক্ষমতার অলিন্দে থাকা মানুষের সঙ্গে যদি সামান্য সংশ্রবও থাকে, তবে সাধারণ পণ্যজীবী মানুষও কেমন দুর্মদ হয়ে ওঠে, এই রজক তার উদাহরণ। সে কৃষ্ণকে রীতিমতো কংস রাজার ভয় দেখিয়ে দুর্ব্যবহার করে তাড়াবার চেষ্টা করল। কৃষ্ণ আপাতত শত্রুপুরীতে এসেছেন। তাঁর আপন পিতা-মাতা এখানে নজরবন্দি, তাঁকেও এখানে আনা হয়েছে বধের অভিপ্রায়ে। বৃন্দাবনের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে কৃষ্ণের ছিল প্রাণের বন্ধন, পরম আত্মীয়তা। আর এখানের পরিবেশ একেবারেই অন্যরকম। হাওয়ায় প্রতি মুহূর্তেই যেন শত্রুতার গন্ধ। সামান্য রজকও এখানে কৃষ্ণকে কংস রাজার ভয় দেখাচ্ছে। সেই কবে থেকে যে ব্যক্তির হাতে তাঁর পিতা-মাতা নিগৃহীত হয়ে চলেছেন, যার ভয়ে জন্মলগ্নেই তাঁকে বিসর্জন দিয়েছেন তাঁর পিতা, সামান্য রজক যখন সেই কংসের ভয় দেখাল, তখন কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি জানেন, নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে এসে যদি জনসমক্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তার জন্য চরমপন্থা অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। তাতে অন্য লোক ভয়েই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। অতএব রজকের কথাবার্তা শুনে কৃষ্ণ একটি মোক্ষম আঘাত করলেন তাঁর মাথায়। মল্লযুদ্ধে কৃষ্ণের এই একটি আঘাতেই রজকের মৃত্যু হল।

কংস রাজার সঙ্গে একান্ত সংশ্রব আছে এমন একটি লোক যখন রাজভয় প্রদর্শন করতে গিয়েও মারা পড়ল, তখন সেই প্রতাপশালী ঘাতক পুরুষের ওপর সম্ভ্রম এল অনেকেরই। কৃষ্ণ-বলরাম যখন হাতে দু'খানি কাপড় নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, তখন একজন 'বায়ক' এসে ওই মহার্ঘ কাপড় দুটি পরিয়ে দিতে চাইল। টীকাকার শ্রীধরস্বামী লিখেছেন, 'বায়ক' হল এক বিশেষ ধরনের তন্তুবায় অর্থাৎ তাঁতি। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে 'বায়কের' ক্রিয়াকর্ম দেখে যা বুঝতে পারি, তাতে এই ব্যক্তিটিকে ঠিক তন্তুবায় মনে হয় না। মনে হয় যেন এ এক ধরনের 'বিউটিসিয়ান'। যে মানুষকে সুন্দর করে কাপড়চোপড় পরিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়। এ তাই করেছে। কৃষ্ণ এবং বলরামকে বিচিত্র বেশে মথুরার নাগরিক সাজে সাজিয়ে দিয়েছে, পরিয়ে দিয়েছে পুরুষের যোগ্য অলংকার। সহৃদয় টীকাকার মনে করিয়ে দিয়েছেন-কংস রাজা ঠিক করে রেখেছেন-কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান মল্লযোদ্ধাদের উত্তেজিত করবেন। অতএব 'বায়ক' কৃষ্ণকে এবং বলরামকেও উত্তম এবং বিচিত্র চৈলেয় বসন এবং মল্লজনোচিত অলংকারে সাজিয়ে দিল।

বায়কের সাজসজ্জায় সেজে কৃষ্ণ-বলরাম মালাকারের ঘরে পৌঁছোলেন। মালাকারের নাম সুদামা, হরিবংশ পুরাণ মতে গুণক। মথুরা নগরে সন্ধ্যার সময় মালার চাহিদা বাড়ে এবং কৃষ্ণ বোধহয় এই মালাকারের ঠিকানা জানতেন আগে থেকেই। হয়তো মালাকার সুদামাও জানত যে, কৃষ্ণ আসবেন তাঁর ঘরে। অতএব কৃষ্ণ আসতেই সুদামা উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন কৃষ্ণকে। বসার আসন, পা ধোয়ার জল সব একে একে এগিয়ে দিলেন সুদামা। সুদামা এমনভাবেই কথা বললেন, যে কথার মধ্যে কৃষ্ণের ভগবত্তার সমস্ত তত্ত্বই মেশানো আছে। পরম ঈশ্বরত্বের মহিমা যতখানি থাকে ঠিক ততখানি মহিমা প্রকট করলেই মালাকার সুদামা কৃষ্ণ-বলরামকে স্বাগত জানালেন। মালাকার সুদামা সুন্দর সুন্দর কতগুলি মালা উপহার দিলেন কৃষ্ণ-বলরামকে। মাথায়, গলায়, হাতে বিচিত্র পুষ্পের আভরণ পরে দুই ভাই আবারও মথুরার রাজমার্গে চলতে আরম্ভ করলেন।

মালাকারের দোকান থেকে বেরিয়ে আবার পথ চলতে চলতে কৃষ্ণের সঙ্গে একটি রমণীর দেখা হল। ভারী সুন্দর তার মুখখানি, শরীরে যৌবনের চিহ্নও অতি প্রকট। অথচ তার শরীরটি ঈষৎ বাঁকা। সে নারীর আসল নামটি কোনও পুরাণই আমাদের জানায়নি। পুরাণে দেখা যাচ্ছে, শরীরের এই বক্রতার কারণে লোকে তাকে কুব্জা বলে, কেউবা বলে ত্রিবক্রা, কিংবা অনেকবক্রা। কৃষ্ণ যখন তাকে পথে দেখলেন, তখন তার হাতে নানা অনুলেপন, অঙ্গরাগ, সুগন্ধি থালায় সাজিয়ে নিয়ে চলেছে একটু ব্যস্তভাবে। কুব্জ দেহ নিয়ে দ্রুত পথ চললে পথ চলার মধ্যেও একটা কুটিলতা দেখা দেয়- কুব্জা বিদ্যুৎকুটিল গামিনী। কুব্জাকে দেখে একেবারে নাগরিক সরস সম্ভাষণে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন-তুমি কে? কার জন্য এই সুগন্ধের বাহার সাজিয়ে চলেছ?

এত যে মধুর মধুর সুগন্ধ নিয়ে যাচ্ছ, তা আমাদের একটু-আধটু দিয়ে যাও। আমরাও একটু মাখি। একটু দিলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। বরং তোমার ভালোই হবে। এমন মধুরতায় এখনও পর্যন্ত কোনও যুবা পুরুষ কথা বলেনি কুব্জার সঙ্গে, হয়তো কুব্জা বলেই। কিন্তু কৃষ্ণ বলেছেন এবং ভাগবত পুরাণ বলেছে, তিনি সানন্দ সরসতায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন।

কুব্জা বলল, সুন্দর আমার। আমি দাসী। আমি এই অনুলেপন-অঙ্গরাগ কর্মে অতি নিপুণ বলে কংস খুব খাতির করেন আমাকে। আর দেখছই তো আমার চেহারার কী অবস্থা! লোকে আমাকে ত্রিবক্রা বলে ডাকে।

কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য, তাঁর রসিকতাবোধ এবং তাঁর সহাস্য আলাপ দৃষ্টিপাতে ত্রিবক্রা কুব্জা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি দুজনেরই হাতে তুলে দিলেন সান্দ্র চন্দনাগুরু-কুঙ্কুমের অঙ্গরাগ। কুব্জার দেওয়া অঙ্গরাগে কৃষ্ণ-বলরাম দুজনেই খুব সুন্দর করে সাজলেন। যতরকম হলুদ বর্ণের অঙ্গরাগ ছিল, সেগুলো নিজের গায়ে-মুখে চিত্রিত করলেন কৃষ্ণ। আর বরলাম গ্রহণ করলেন কৃষ্ণবর্ণের অঙ্গরাগ। গাত্রবর্ণের সঙ্গে চরম বৈপরীত্যে সেই অনুরঞ্জন কৃষ্ণ-বলরামকে উন্মুক্ত রাজপথের মধ্যে পরম দর্শনীয় এবং চোখে পড়ার মতো করে তুলল। কুব্জা কৃষ্ণের বাক্যে আপ্যায়িত হতে যেভাবে কংস রাজার জন্য কল্পিত প্রসাধন তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাতে কৃষ্ণ বড় খুশি হলেন। তিনি ঠিক করলেন, তাঁর সঙ্গে এই যে কুব্জার দেখা হল এবং কুব্জা তাঁকে আপ্যায়িত করলেন, তার কিছু প্রতিদান তিনি দেবেন। তিনি কুব্জার ত্রিবক্র শরীরটি সমান করে দেবেন।

পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, কৃষ্ণ হঠাৎই নিজের পা দুটি দিয়ে কুব্জার দুই পায়ের অগ্রভাগ চেপে ধরলেন এবং হাত দিয়ে তাঁর চিবুকটি ধরে তাঁর বক্র দেহটিকে উপরের দিকে টেনে তুললেন। কৃষ্ণের ভগবত্তার ফলে কুব্জা কয়েক মুহূর্তেই অসামান্য সুন্দরী রমণীতে পরিণত হলেন। তাঁর দেহের বক্রতা দূর হল, ঋজু দেহে রমণীর উচ্চাবচ শরীর সংস্থানগুলি যথোচিতভাবে প্রকট হয়ে উঠল।

কৃষ্ণ কিন্তু সহজে ছাড়া পেলেন না। কৃষ্ণের স্পর্শে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরে পেয়ে কুব্জা অতীব আনন্দিত হলেন। আর যে পুরুষটি তাঁর রূপযৌবনকে তার সমস্ত বিরূপতা ঘুচিয়ে সিদ্ধি প্রদান করলেন, তার প্রতি জাগল তাঁর কামনা। কৃষ্ণের উত্তরীয় প্রান্ত ধরে আত্মনিবেদনের লাস্যময়ী হাসি হেসে, নির্লজ্জভাবেই কৃষ্ণের সঙ্গ কামনা করলেন কুব্জা।

কুব্জা প্রসঙ্গ মিটে যাবার পর কৃষ্ণ তাঁর মথুরায় আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনে মনোনিবেশ করলেন।

জনমন জনমত

হোলির আগাম উপহার

২০০০ সালের ১৫ অক্টোবর কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ড ভারতকে চার উইকেটে পরাজিত করেছিল। সেই পরাজয়ের মধুর প্রতিশোধ ভারত নিয়ে নিল এবছরের ৯ মার্চ, দুবাইয়ের মাঠে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়ে।

টস হারা আর ম্যাচ জেতা, এটা যেন রোহিত গুরুনাথ শর্মা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন। দুবাইয়ের এই হাইভোল্টেজ ফাইনাল ম্যাচেও রোহিত শর্মা টসে হারলেন (এই নিয়ে টানা ১২টি ম্যাচে) এবং যথারীতি ম্যাচটাও জিতলেন। ফাইনাল ম্যাচে মূল্যবান ৭৬ রান করে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারও পেলেন।

এবারের এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারত আইসিসির সাতটি ট্রফি জয় করে নিল। ভারতবাসীকে আগাম হোলি উপহার হিসেবে, এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রত্যেককে অজস্র অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আগামীতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের আরও বেশি বেশি সোনালি সাফল্যের অপেক্ষায় রইলাম।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

ভাঙা রাস্তা এবং দুর্নীতি

ময়নাগুড়ির শহীদগড় স্কুলপাড়ার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ভাঙা রাস্তার বিষয়টি বহু চর্চিত।

বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রায় দিনই এই ভাঙা রাস্তা নিয়ে বহুবার আলোকপাত করা হয়েছে। এই রাস্তার ভৌগোলিক গুরুত্ব নিয়ে বহু আলোচনার পরেও ক্রম ভঙ্গুর পরিস্থিতিতে এলাকাবাসী তিতিবিরক্ত তো ছিলেনই, এখন ফাল্গুন মাসের ধুলো, ভাঙা রাস্তার সঙ্গে দোসর হয়ে শিশু-বৃদ্ধদের মধ্যে নানাবিধ রোগ ছড়াচ্ছে।

কিন্তু কেন এমন হল? এলাকাবাসী দীর্ঘ পাঁচ বছর টানা খারাপ রাস্তায় চলতে চলতে, রিকশা ও টোটোওয়ালাদের তিরস্কার সহ্য করে, বেশি পয়সা ভাড়া দেওয়ার পরে, অবশেষে সরকারি পয়সায় নতুন রাস্তা তৈরির খবরে উল্লসিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার মেয়াদ যে মাত্র ৬/৭ মাস হবে তা বুঝতে পারেননি।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অধীনে থাকা এই রাস্তার বরাত যিনি পেয়েছিলেন তিনি নাকি সরকারি দরপত্রের চেয়ে ষাট শতাংশ বা তারও বেশিতে, কম দর (লেস) দিয়ে এই রাস্তার বরাত পেয়েছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে, জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ তার কাছে এই দরপত্রের বিশ্লেষণ না চেয়েই কাজের আদেশ দেয়।

বিষয়টা কি এতই হালকা?

ধরা যাক, একজন সরকারি ইঞ্জিনিয়ার বলছেন, একটা ইটের দাম ১০ টাকা, ঠিকাদার বলছেন আমি ৪ টাকায় ইট সরবরাহ করব। তাহলে কে সঠিক? এমনিতেই ক্রমবর্ধমান বাজারদর, কাজের শিডিউল সবসময়ই পুরোনো হয়, সেখানে ঠিকাদারের এই চ্যালেঞ্জ সরকারি দপ্তর কীভাবে মেনে নিল? আর এলাকার 'স্থানীয় প্রভাবশালী সমাজসেবী'র যোগসাজশ না থাকলে ঠিকাদার কীভাবে ১০ টাকার জিনিস ৪ টাকায় দিতে রাজি হয়ে যান? ঠিকাদার মহাশয়ের মাথায় এরকম অদৃশ্য হাতের পরশ থাকলে এলাকাবাসীর এরকম একটা রাস্তা উপহার পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কাজের মান খারাপ হওয়ায় ওয়ার্ডের মানুষজন মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রাতারাতি কীভাবে বন্ধ হওয়া কাজটি অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে সমাপ্ত হল?

নিম্নমানের সরকারি কাজের সমাপ্তি শুধু সরকারি পয়সার অপচয়ই নয়, মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ভাঙা, পায়ে হেঁটে চলারও অযোগ্য রাস্তা তৈরি করে, পথচলতি প্রতিটি মানুষের কাছে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হল কেন? কেন ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে এলাকাবাসী রাতবিরেতে বাড়িতে ফেরার একটা যানবাহন পর্যন্ত পান না? কেন এই ঘটনার তদন্ত হবে না?

শুনতে পাচ্ছি এই রাস্তাটি নাকি আবার নতুন করে তৈরি করা হবে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ এবং ময়নাগুড়ি পুরসভার বাস্তুকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা বিষয় জানাতে চাই, আপনাদের তত্ত্বাবধানে এবং নজরদারিতে প্রকৃত বাজারদরের ভিত্তিতে রাস্তার কাজ করা হোক। এরপর যদি আবার নিম্নমানের কাজ এই ওয়ার্ডে হয়, তবে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিতভাবে সরকারি পয়সার অপচয়ের কারণ জানতে চাওয়া হবে।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী
শহিদগড় স্কুলপাড়া, ময়নাগুড়ি।

ভাষা নিয়ে ঠাসা তথ্য

৬ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদে ছয়ের পাতায় প্রকাশিত কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্যের 'বাংলার ভাষাবাজারে বাস্তবের ছবি' শীর্ষক লেখাটি খুবই তথ্যবহুল। ২১ ফেব্রুয়ারি আমরা মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করি। কারণ আমরা মনে করি প্রত্যেকটি মাতৃভাষা আমাদের কাছে খুবই প্রিয়। একটি ভাষার গুরুত্ব নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের উপর।

সাঁওতালি, কুরুখ, বোড়ো, লিম্বু, লেপচা- এরকম অনেক ভাষা রয়েছে, যাদের আবেগ মূল্য সেই ভাষাভাষী মানুষের কাছে বেশি হতে পারে, কিন্তু ব্যবহারিক বা বাস্তব জীবনে তার মূল্য কী সেটাই বিচার্য হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা বাংলা। অধিকাংশ কাজকর্ম বাংলাতেই হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, গবেষণার জন্য, দেশে ও বিদেশে জীবিকা অর্জনের জন্য এবং বর্তমান ডিজিটালের যুগে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ছাড়া যখন চলবে না তখন এইসব ছোট ছোট ভাষা শিখে সময় ও শক্তি নষ্ট করে কি কোনও লাভ হবে? তাই ওইসব ভাষাকে কথ্য ভাষা হিসেবে রেখে প্রথম থেকেই কার্যকরী ভাষা যথা বাংলা ও ইংরেজি শেখা উচিত নয় কি? ভট্টাচার্য মহাশয়ের শেষের অংশের লেখা তাই প্রমাণ করে। ছোট ছোট ভাষার জনগণ তাদের মাতৃভাষা ছেড়ে এখন অন্য ভাষা শিখছে।

ডঃ স্মৃতিকণা মজুমদার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

ইলা সংবাদ

২৮ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে ছয়ের পাতায় প্রকাশিত আলপনা ঘোষের থেকে নাচোলের রানী ইলা মিত্র সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরে খুব ভালো লাগল। সত্যিই উত্তরবঙ্গ সংবাদের মাধ্যমে মাঝে মাঝে অজানা কিছু জানতে পেরে ভালো লাগে। আশা রাখি আগামীতে আরও নতুন নতুন অজানা তথ্য পাব।

মিঠু ঘোষ
নিউটাউনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৭

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। কতক্ষণ পর্যন্ত, কতটা পর্যন্ত, আর কত বেশি ৫। হঠাৎ ৬। তীর থেকে সমুদ্র বা নদীর দূরবর্তী অংশ, তীর, বহিঃসমুদ্র ৮। সব সময় ৯। চতুর্বেদের একটি ১১। নবাবের পুত্র, নবাবের ছেলের মতো যে বিলাসী ১৩। বায়ুরোগ, পাগলামি ১৪। জনসাধারণ।

উপর-নীচ : ১। স্থায়ীভাবে থাকা ২। রাং ও তামা মেশানো হালকা হলুদ রংয়ের ধাতু ৩। রেশমের মোটা সুতোয় বোনা কাপড় ৪। নির্লজ্জ ৬। বিস্তীর্ণ জলাভূমি, জঙ্গল ৭। ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ, সজোরে বন্ধ করার শব্দ ৮। সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব, প্রণয় ৯। শুভ্র, সরল, সহজ ১০। জ্যোৎস্না ১১। নব্বই সংখ্যা ১২। বিশ্ব ১৩। শর, তির, তান্ত্রিক মারণাস্ত্রবিশেষ।

সমাধান ■ ৪০৮৬

পাশাপাশি : ১। তমসুক ৩। কানাই ৫। আলংকারিক ৬। ভবন ৭। মধুপ ৯। ঢোলশোহরত ১২। কপোত ১৩। বনবন।

উপর-নীচ : ১। তন্তুনাভ ২। কমল ৩। কালিকা ৪। ইলেক ৫। আন ৭। মত ৮। পর্যটন ৯। ঢোলক ১০। শোণিত ১১। রবাব।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাণিজ্য যুদ্ধের শঙ্কা ওয়াল স্ট্রিটে ধস

সিঁদুরে মেঘ বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ১১ মার্চ : আমেরিকার আর্থিক বোঝা কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। জো বাইডেনের উলটো পথে হেঁটে সরকারি খরচ কাটছাঁট করছেন তিনি। বিভিন্ন দপ্তরের হাজার হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। বন্ধের পথে ইউএসএআইডি। পাশাপাশি বাণিজ্য সহযোগীদের সঙ্গেও পাঞ্জা কষতে শুরু করেছে ট্রাম্প সরকার। কানাডা, মেক্সিকো ও চিন থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর বিপুল পরিমাণ শুল্ক বসিয়েছিল আমেরিকা। তবে গত সপ্তাহে শেয়ার বাজারে ধসের জেরে কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যে শুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে তারা। তারপরেও অবশ্য মার্কিন শেয়ার সূচকের পতন ঠেকানো যায়নি।

সোমবারও ব্যাপকভাবে পড়েছে ওয়াল স্ট্রিটের সবকটি শেয়ার সূচক। এস অ্যান্ড পি ৫০০ পয়েন্টের বেশি পড়েছে। পতনের হার ২.৭ শতাংশ। ডাউ জোন্সের পতন ঘটেছে ৮৯০ পয়েন্ট (২.১ শতাংশ)। ৪ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে ন্যাসড্যাকের পতনের হার। রাতারাতি উধাও হয়ে গিয়েছে লগ্নিকারীদের ৪ লক্ষ কোটি ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় সাড়ে তিনশো লক্ষ কোটি টাকা। গাড়ি নির্মাতা সংস্থা ফোর্ড, তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা গুগল অ্যালফাবেট, মেটার মতো সিংহভাগ মার্কিন বহুজাতিকের শেয়ারের দাম কমেছে। আমেরিকার বাজারে ধসের প্রভাব পড়েছে ইউরোপ ও এশিয়ার বাজারগুলিতে।

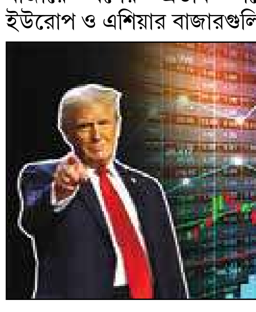

সপ্তাহের শুরুতে বড়সড়ো ধসের কবলে পড়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, চিন, অস্ট্রেলিয়ার শেয়ার বাজার। ব্যতিক্রম নয় ভারত। যদিও শেষ সপ্তাহের তুলনায় চলতি সপ্তাহে অনেকটা স্থিতিশীল হয়েছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি।

মঙ্গলবার ১২ পয়েন্ট নেমে সেনসেক্স ৭৪,১০২ পয়েন্টে স্থিতিশীল হয়েছে। নিফটি পড়েছে ৩৭ পয়েন্ট। দিনের শেষে এই সূচক রয়েছে ২২,৪৯৭ পয়েন্টে। বিশ্ব জোড়া ধসের জন্য ট্রাম্পের শুল্ক নীতিকে দায়ী করেছেন বাজার বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ। শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ অ্যান্ডারসন আলভেসের বলেন, 'আমেরিকার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। মার্কিন সরকার বিভিন্ন দেশের পণ্যে শুল্ক বসিয়েছে। আমাদের বাণিজ্য অংশীদাররা পালটা পদক্ষেপ করছে। আমেরিকা থেকে রপ্তানি হওয়া পণ্যের ওপর করের হার বাড়িয়ে দিয়েছে চিন, যা এদেশের উৎপাদকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। শুল্ক-যুদ্ধের ফলে আমেরিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই আশঙ্কা থেকে বিনিয়োগকারীদের একাংশ শেয়ারে লগ্নি অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছেন।' ট্রাম্প নিজের অবস্থান থেকে পিছু না হটলে এই প্রবণতা চলবে আগামী দিনেও চলবে। এর ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলির শেয়ার বাজারে ধস নামতে পারে বলে মত আলভেসের।

অর্থনীতিবিদদের মতে, বিভিন্ন দেশ রাতারাতি শুল্কের হার বাড়িয়ে দিলে ধাক্কা খাবে সরবরাহ শৃঙ্খল। এর ফলে শুধু শেয়ার বাজার নয়, উৎপাদন ব্যবস্থা, এমনকি কর্মসংস্থানের সুযোগও কমতে পারে।

শুল্ক হ্রাসে ট্রাম্পের দাবি খারিজ দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : তাঁর চাপে পড়ে নাকি ভারত মার্কিন পণ্যে বাণিজ্য শুল্ক বিপুলভাবে কমাতে চলেছে। সম্প্রতি একাধিকবার এমন দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবির জেরে ভারতে বিতর্ক ছড়িয়েছে। কেন্দ্রের কাছে অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি করেছে কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে সোমবার সংসদীয় কমিটির সামনে ভারত সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যসচিব সুনীল বার্থওয়াল।

তিনি জানিয়েছেন, আমেরিকার বাণিজ্য পণ্যের ওপর করের বোঝা লঘু করা দুরস্ত, ট্রাম্প প্রশাসনকে এ ধরনের কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। ঘটনাচক্রে এদিনই ব্যাপক ধস নেমেছে আমেরিকার শেয়ার বাজারে। পতনের কবলে পড়েছে ওয়াল স্ট্রিটের সবকটি সূচক। এস অ্যান্ড পি ৫০০ পয়েন্টের বেশি পড়েছে। ডাউ জোন্সের পতন ঘটেছে ৮৯০ পয়েন্ট। ৪ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে ন্যাসড্যাকের পতনের হার। কানাডা, মেক্সিকো, চিন ও ভারতের সঙ্গে সম্ভাব্য বাণিজ্য যুদ্ধের আশঙ্কায় লগ্নিকারীদের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, শেয়ার বাজারে তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

বার্থওয়ালের বক্তব্য, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে শুল্ক ইস্যুতে আলোচনা চলছে। আমেরিকাকে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। কোনও বাণিজ্য চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেনি দু'পক্ষ। ট্রাম্প সরকারের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে গিয়ে দেশের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে বলে বার্থওয়াল কমিটির সদস্যদের আশ্বস্ত করেছেন। সূত্রের খবর, এদিন তাঁকে ট্রাম্পের বক্তব্য নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে বাণিজ্যসচিব বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি এবং মিডিয়া রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কেউ চলতে পারে না। কারণ, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা এখনও চলছে। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাণিজ্য শুল্কের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়নি।'

তিনি আরও বলেন, 'ভারত নির্বিচারে শুল্ক কমাবে না। বিশেষ করে দেশীয় অর্থনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে। জাতীয় স্বার্থে ভারত বহুপাক্ষিক শুল্ক কমানোর চেয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসতে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করে। সরকার এমন একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করবে যা পারস্পরিকভাবে লাভজনক হবে।' এদিকে মঙ্গলবার শুল্ক বিতর্কে সংসদে জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ। তিনি জানিয়েছেন, আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে ভারত। উভয় দেশই পারস্পরিকভাবে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের জন্য সমঝোতার চেষ্টা করছে। উভয় দেশই তাদের বাজারে পণ্যের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, সরবরাহ শৃঙ্খল ঠিক করা এবং শুল্ক বাধা কমানোর ওপর মনোনিবেশ করবে। এটি একটি চলমান অনুশীলন।

'আশ্বাস দেয়নি ভারত সরকার'

সরকারি ব্যাখ্যা

- ভারত ও আমেরিকার মধ্যে শুল্ক নিয়ে আলোচনা চলছে
- আমেরিকাকে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি দু'পক্ষ
- ট্রাম্প সরকারের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে গিয়ে দেশের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তা নিশ্চিত করা হবে
- ভারত নির্বিচারে শুল্ক কমাবে না। বিশেষ করে দেশীয় অর্থনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে

রং-আবিরে রঙিন হলাম... মঙ্গলবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা।

চিনকে চাপে রাখতে মরিশাসে মোদি

পোর্ট লুই (মরিশাস), ১১ মার্চ : ভারত মহাসাগর অঞ্চলে চিন ক্রমেই তার উপস্থিতি জাহির করছে। চিনকে মোকাবিলার পাশাপাশি পশ্চিম ভারত মহাসাগরকে সুরক্ষিত করার মূল চাবি কাঠিটি নিজের হাতে রাখতে চাইছে নয়াদিল্লি। মরিশাসের মতো দ্বীপরাষ্ট্রগুলিকে পাশে নিয়ে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী মোদি সরকার।

মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী রামগুলাম ভারত ও চিনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা দেখালেও তিনি মরিশাসের জাতীয় দিবস ১২ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানান। তাঁর এই প্রেসিডেন্ট জায়াকে।

মরিশাস সফরে মোদির প্রধান লক্ষ্য, পশ্চিম ভারত মহাসাগরের সামুদ্রিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। দু'দেশের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মসূচিও রয়েছে। কিন্তু সমুদ্র সংক্রান্ত নিরাপত্তাই প্রধান। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সবার জন্য নিরাপত্তা ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি চান মোদি। ড্রাগনের শ্যেন দৃষ্টিকে উপেক্ষা করতে তিনি তৎপর। বিষয়টির মোকাবিলায় মরিশাসের সঙ্গে মসৃণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতার বজায় রাখতে চান। 'সাগর' (সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ ফর অল ইন দ্য রিজিয়ন) নামে ভারতের যে মিশন রয়েছে, তা মোদির

মরিশাসের প্রেসিডেন্টকে মহাকুম্ভের জল উপহার।

আমন্ত্রণ জানানো মরিশাসের দক্ষ কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছে। আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দু'দিনের সফরে মঙ্গলবার মরিশাসে এসেছেন মোদি। মোদিকে বিমানবন্দরে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগুলামের উষ্ণ অভ্যর্থনা সেই বার্তা দিচ্ছে। মরিশাসের প্রতিষ্ঠাতা শিবসাগর রামগুলামের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মোদি। প্রেসিডেন্ট ধরম গোখুল ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মহাকুম্ভের জল দেন। বেনারসি শাড়ি উপহার দেন কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি স্তম্ভ। পশ্চিম ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা ভারতের কৌশলগত অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে। এতে মরিশাসকেও শামিল করতে চাইছে। ২০২৪ সালে মরিশাসের আগালেগা দ্বীপে একটি নতুন এয়ারস্ট্রিপ ও জেটি ভারত তৈরি করে দিয়েছিল। ভারত যে এই অঞ্চলের নিরাপত্তার কথা ভাবে এটা ছিল তার প্রতিফলন। গত এক দশকে মরিশাসের উন্নয়নে ১১ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে ভারত। ঋণ দিয়েছে ৭২৯ মিলিয়ন ডলার।

'লড়কি বহিন' বরাদ্দে কাটছাঁট মহারাষ্ট্রে

মুম্বই, ১১ মার্চ : বাংলায় ক্ষমতা দখল করলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে প্রদেয় অর্থ বাড়ানো হবে বলে একাধিকবার দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এমনকি প্রকল্পের নাম বদলে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি দিল্লিতে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনায় প্রতি মাসে মহিলাদের ২৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। কিন্তু ভোট ফুরোলেই যে এই সমস্ত জনপ্রিয় প্রকল্পকে বিজেপি গুরুত্বহীন করে দেয় তার জলজ্যান্ত উদাহরণ দেখলেন মহারাষ্ট্রের ভোটাররা।

গত বছর মহারাষ্ট্রে ভোটে জিততে বিজেপি এবং একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা তুরুপের তাস করেছিল মুখ্যমন্ত্রী লড়কি বহিন যোজনাকে। শাসক মহাযুতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ওই খাতে ২১০০ টাকা করে দেওয়া হবে মহিলাদের। কৃষিঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ফড়নবিশ, শিন্ডেরা। কিন্তু মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী অজিত পাওয়ার যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে লড়কি বহিন যোজনায় বরাদ্দ তো বাড়েইনি। উলটে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ওই খাতে বাজেট বরাদ্দ ১০ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে দিয়েছে ফড়নবিশের সরকার। গতবার এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৪৬ হাজার কোটি টাকা। সেটা এবার কমিয়ে ৩৬ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের প্রায় ২.৫৩ কোটি মহিলাকে প্রতি মাসে লড়কি বহিন যোজনায় ১৫০০ টাকা দেয় সরকার। গত বছর জুলাইয়ে প্রকল্পটি চালুর পর থেকে এজন্য খরচ হয়েছে ৩৩,২৩২ কোটি টাকা। এবার তার বরাদ্দ কাটছাঁটে ক্ষুব্ধ বিরোধীরা। শিবসেনা (ইউবিটি) সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরের তোপ, 'এই বাজেট ফাঁপা প্রতিশ্রুতিতে ভর্তি। ঠিক যেমন এই সরকারের অবস্থা। লড়কি বহিন যোজনায় ২১০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেটি পূরণ হয়নি।

ওঁদের যাবতীয় প্রতিশ্রুতি স্রেফ নির্বাচনি জুমলা।' সমালোচনা করেছেন এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার। মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ অবশ্য দাবি করেন, 'আমরা ধাপে ধাপে ওই টাকা বাড়ানোর ব্যাপারে দায়বদ্ধ। কিন্তু আর্থিক স্বচ্ছলতাও জরুরি।'

কমিশনে সংঘাত তৃণমূল-বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : সংসদের অন্দরে তো বটেই, এবার ভূতুড়ে ভোটার তালিকা এবং নকল এপিক কার্ড নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরেও সম্মুখসমরে নামল তৃণমূল এবং বিজেপি। দুই শিবিরই পরস্পরের দিকে একগুচ্ছ অভিযোগের আঙুল তুলেছে। যা ঘিরে ২০২৬-এর আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির হাওয়া গরম হতে শুরু করেছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে যায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ও'ব্রায়েনের তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল। কমিশনকে দেওয়া স্মারকলিপিতে সাত দফা প্রশ্ন তুলেছে জোড়াফুল শিবির। কমিশনের উত্তরকে যথেষ্ট বলে মনে করছে না তৃণমূল। কমিশন অবশ্য আগেই আশ্বাস দিয়েছে যে, আগামী তিন মাসের মধ্যে সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া হবে। কমিশন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় ওই প্রতিনিধিদল। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ইস্যুটি তুলেছেন, তার কোনও সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি। এই ইস্যু সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা মানুষের বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল।'

তৃণমূল যাওয়ার আগেই কমিশনের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যের নেতৃত্বের একটি প্রতিনিধিদল কমিশনে গিয়ে ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে অভিযোগ জানিয়ে আসে। সুকান্তবাবু বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে সিইও অফিস রয়েছে। সেটা তৃণমূলের দ্বিতীয় অফিস। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পকেটের অফিসার আছে। এই অফিসের নীচে কাজ করেন বিডিও, এসডিও। এছাড়াও সেখানে চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা কাজ করেন।'

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর কথায়, 'নির্বাচনের সময় বাংলায় হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়। অন্যান্য রাজ্যে যেভাবে ভোটার তালিকা সংশোধিত হয় সেটা বাংলায় হচ্ছে না। সেই জন্য আমরা চেয়েছি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচন কমিশন যেন পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে।' বিজেপির কমিশনে দরবার করা প্রসঙ্গে কল্যাণবাবুর কটাক্ষ, 'ওরা আমাদের দেখে এসেছিল। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ৩০টি আসনও পাবে না।'

সোমবার ভূতুড়ে ভোটার এবং নকল এপিক কার্ড নিয়ে আলোচনার দাবি তুলে তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেস, আপের বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি। মঙ্গলবারও একই ছবি দেখা গেল সংসদে। রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হতেই বিরোধীরা এপিক ইস্যুতে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ডেপুটি চেয়ারপার্সন হরিবংশ নারায়ণ সংসদের রুল ২৬৭-এর আওতায় বিরোধীদের দেওয়া নোটিশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় প্রতিবাদ জানায় বিরোধীরা। তৃণমূলের সঙ্গে শামিল হয় কংগ্রেস, বিজেডি ও। তাতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে জ়িরো আওয়ারে প্রথমে বিজেডি ও তৃণমূল ওয়াকআউট করে। এদিন মোট ২১টি নোটিশ দেওয়া হয়, যার মধ্যে ১৮টি আসে কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেডি এবং আপের তরফে।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, 'ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে বিজেপি বিরোধী রাজ্যগুলিকে এবং সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে। নির্বাচন কমিশন সব জেনেও চুপ রয়েছে। সংসদের ভিতরে এবং বাইরে আমাদের প্রতিবাদ চলবে।' তৃণমূলের প্রশ্ন, এদিন কমিশনকে বলেছে, ২৭ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম এই বিষয়টি সামনে আনেন। গত সাত বছর ধরে কেন এই ইস্যুটি ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল?

মঙ্গলে কমিশনের দ্বারস্থ বাংলার শাসক ও বিরোধী দল। নয়াদিল্লিতে।

স্টারলিংকের সঙ্গে চুক্তি এয়ারটেলের

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : খুব শীঘ্রই ভারতে আসতে চলেছে স্টারলিংক ইন্টারনেট। এই পরিষেবা দিতে ইতিমধ্যেই এলন মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্সের সঙ্গে চুক্তি করেছে ভারতী এয়ারটেল। স্পেসএক্সের মালিকাধীন স্টারলিংক হল একটি উন্নত প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ইন্টারনেট কানেকশন। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মোবাইল, ব্রড ব্যান্ড, ভিডিও কল, অনলাইন গেমিং ইত্যাদি আরও দ্রুততার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারবেন গ্রাহকরা। ভারতী এয়ারটেলের এমডি গোপাল মিত্তল জানিয়েছেন, এয়ারটেলের গ্রাহকদের জন্য স্টারলিংক পরিষেবা দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। স্পেসএক্সের তরফে জিনি শটওয়েল বলেন, এই চুক্তি টেলিকম ব্যবসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। স্টারলিংক ভারতের জনগণের ওপর বড় প্রভাব ফেলবে।

আরও বিপাকে কেজরি

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : আবগারি দুর্নীতির খাঁড়া মাথার ওপর ঝুলছিলই। এরই মধ্যে দিল্লির মসনদও হাতছাড়া হয়েছে। এবার পেল্লায় সাইজের হোর্ডিং লাগানো নিয়ে সরকারি টাকা নয়ছয় করার অভিযোগে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে এফআইআর করার আবেদনেও সায় দিল দিল্লির একটি আদালত। আবেদনকারীর আর্জি মেনে নিয়ে দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত মঙ্গলবার দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে। ২০১৯ সালে দ্বারকা এলাকায় বিশাল হোর্ডিং লাগানোর জন্য সরকারি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছিল কেজরিদের বিরুদ্ধে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে এই অভিযোগ খারিজ করে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট। নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দায়রা আদালত। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

মণিপুরে কবে যাবেন, নমোকে ফের কটাক্ষ

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : হিংসা-বিধ্বস্ত মণিপুরে না গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফের বিদেশ সফরে যাওয়ায় তাঁকে খোঁচা দিয়েছে কংগ্রেস। হাত শিবিরের তোপ, মণিপুরের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করলেও তিনি বারবার বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, 'এটা হল ঘন ঘন ঘুরে বেড়ানোর সময়। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মরিশাস গিয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার পরও মণিপুরের পরিস্থিতি অশান্তই রয়ে গিয়েছে। মণিপুরের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। অথচ প্রায় ২ বছর ধরে তা না করে সেখানকার মানুষদের আদতে অপমান করা হচ্ছে।'

৮ মার্চ থেকে মণিপুরের সমস্ত রাস্তা অবরোধমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। কিন্তু তাঁর নির্দেশ ঘিরে নতুন করে অশান্তি শুরু হয়েছে মণিপুরে। কুকি অধ্যুষিত একাধিক জেলা হিংসা ঘিরে উত্তপ্ত। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চললেও পরিস্থিতি এখনও থমথমে রয়েছে মণিপুরে। মঙ্গলবার লোকসভায় মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন, 'এই বাজেট নিয়ে মণিপুর বিধানসভায় আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেখানে এখন রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়েছে। কী কারণে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন করা হল, তার যৌক্তিকতা সভায় বলা উচিত প্রধানমন্ত্রীর। সেই রাজ্যের বিধানসভার অবস্থা কী? সেটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে নাকি সাসপেন্ড করে রাখা হয়েছে?' গৌরবকে তখন বাধা দেন বিজেপির নিশিকান্ত দুবে। জবাবে গৌরব বলেন, 'আপনারা যদি মণিপুরে শান্তি চান, তাহলে সেখানকার মানুষকে আগে বলতে দিন। তাঁদের কথা শোনার ধৈর্য ধরতে হবে।'

আমেরিকা ফেরত পাঠাল পাক দূতকে

ওয়াশিংটন, ১১ মার্চ : 'সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর' বলে পরিচিত পাক নাগরিকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাঁদের আমেরিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে। ট্রাম্প সরকার কয়েক দিন আগে এই বার্তা দিয়েছিল। বিষয়টি কার্যকর হয়েছে কি না জানা যায়নি। এই আবহে ভিসা থাকা সত্ত্বেও পাক রাষ্ট্রদূত কেকে ওয়াগনকে আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া হল না। লস অ্যাঞ্জেলস বিমানবন্দর থেকেই তাঁকে ফেরত পাঠানো হল। মার্কিন অভিবাসনমন্ত্রক এই বিষয়ে বিশেষ কিছু জানায়নি। সূত্রের খবর, ওয়াগনের ভিসা বিতর্কিত। পাক বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, অভিবাসন সংক্রান্ত আপত্তির কারণে ওয়াগনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি পাক-মার্কিন চলমান সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বর্তমানে তুর্কমেনিস্তানের রাষ্ট্রদূত তিনি। একসময়ে কূটনীতিক হিসেবে লস অ্যাঞ্জেলসেও ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তাঁর সম্পর্কে প্রশাসনিক অভিযোগ ওঠে। তাঁকে আমেরিকায় প্রবেশে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্তে সেই কারণ থাকতে পারে।

বায়ু দূষণে প্রথম ২০-তে ভারতের ১১

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : বায়ুদূষণের নিরিখে ভারতের অবস্থা উদ্বেগজনক। সম্প্রতি প্রকাশিত আইকিউ এয়ার নামে একটি সুইস সংস্থার রিপোর্ট বলছে, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ২০টি শহরের মধ্যে ১১টিই এদেশের। দিল্লি, গ্রেটার নয়ডা, ফরিদাবাদ, ভিওয়াদি, গুরুগ্রাম, মুজফফরনগরের মতো জনবহুল শহর আইকিউ এয়ার, ২০২৪ তালিকায় ওপরের দিকে জায়গা করে নিয়েছে।

তবে শুধু ভারতের নয়, গোটা বিশ্বের মধ্যে বায়ুদূষণ সবচেয়ে বেশি অসম-মেঘালয় সীমান্তে অবস্থিত বাইরনিহাটে। সেখানে দূষণের মাত্রা একিউআই ১২৮.৫। সামান্য পিছনে থেকে পৃথিবীর দূষিততম রাজধানী হিসাবে তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে দিল্লি। অনেক পিছনে থাকলেও রয়েছে কলকাতা (১৮৩ নম্বরে) সহ পশ্চিমবঙ্গের ৭ শহর। এর মধ্যে ৬টিই দক্ষিণবঙ্গের।

উত্তরবঙ্গের একমাত্র শহর হিসাবে দূষণ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে শিলিগুড়ি। ৩০৯ নম্বরে রয়েছে এই শহর (একিউআই ৩৯.৪)। বাকি শহরগুলি হল দুর্গাপুর (৩৭ নম্বরে), আসানসোল, ব্যারাকপুর, হাওড়া ও হলদিয়া।

কলকাতার একিউআই ৪৫.৫। দূষণের মাত্রায় বিশ্বে ৫ নম্বরে রয়েছে ভারত। ২০২৩-এ তৃতীয় স্থানে ছিল এদেশ। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হলেও ২০২৩-এর চেয়ে '২৪-এ ভারতের বাতাসে দূষিত কণার পরিমাণ ৭ শতাংশ কমেছে। ৩ বছর আগে দেশের বাতাসে প্রতি ঘন মিটারে পিএম কনসেনস্ট্রেশনের মাত্রা ছিল ৫৪.৪ মাইক্রোগ্রাম। ২০২৪-এ তা কমে হয়েছিল ৫০.৬ মাইক্রোগ্রাম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-র মূল্যায়ন অনুযায়ী, প্রতি ঘনমিটার বাতাসে দূষণের মাত্রা ৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি হওয়া মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সেই হিসাবে ভারতে বায়ুদূষণের মাত্রা আন্তর্জাতিক স্তরে নির্ধারিত মানের চেয়ে অন্তত ১০গুণ খারাপ।

অঞ্চল হিসাবে বাতাসে দূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি উত্তর ভারতে। কারখানার ধোঁয়া, গাড়ি ও শস্য পোড়ানোর মিলিত প্রভাবে এখানকার শহরাঞ্চলের বাতাসে দূষিত কণার পরিমাণ বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

শীর্ষে উত্তর-পূর্বের বাইরনিহাট

রাজ্যের ৭

শহর	তালিকায় স্থান
দুর্গাপুর	৩৭
আসানসোল	৩৮
ব্যারাকপুর	৭৩
হাওড়া	৭৯
কলকাতা	১৮৩
শিলিগুড়ি	৩০৯
হলদিয়া	৩৭৫

বিদ্রোহের আঁচ বাংলাদেশ সেনায়

ঢাকা, ১১ মার্চ : বাংলাদেশকে যে পাকিস্তান নিজেদের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলল। সেই চেষ্টার অঙ্গ হিসেবে পাকিস্তান নিশানা করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে। ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তান ও জামাত-ই-ইসলামির হাতের পুতুলে পরিণত হওয়া এক সেনাকর্তা। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেনাপ্রধানের সচিবালয় এবং সেনাবাহিনীর একাংশের তৎপরতায় সেই বিদ্রোহের চেষ্টা বানচাল হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফয়জুর রহমান নামে অভিযুক্ত সেনাকর্তাকে নজরদারির আওতায় এনেছে সেনাবাহিনী।

খবর, জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে সরিয়ে দিতে গোপনে কাজ করছিলেন পাকিস্তান এবং জামাত-ই-ইসলামির ঘনিষ্ঠ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফয়জুর রহমান। মার্চের প্রথম সপ্তাহে ডিভিশনাল কমান্ডারদের একটি বৈঠকও ডেকেছিলেন তিনি। সেনাপ্রধানকে সরানোর জন্য তাঁদের থেকে সমর্থনও চেয়েছিলেন ফয়জুর রহমান। কিন্তু তিনি শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হন। বিষয়টি ওয়াকার-উজ-জামানের সচিবালয় টের পেতেই ডিভিশনাল কমান্ডাররা যাতে বৈঠকে যোগ না দেন, কড়া বার্তা পাঠান সেনাপ্রধান। পাশাপাশি ফয়জুরকে নিয়ে আসা হয় নজরদারির আওতায়। চলতি বছরের প্রথম দু-

মাসে একাধিক শীর্ষ জামাত নেতা এবং পাকিস্তানের কূটনৈতিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ফয়জুর। তখনই সেনাপ্রধানকে বিষয়টি জানিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে নিয়মিত খুন, জখম, ছিনতাইয়ের ঘটনার পাশাপাশি দেশজুড়ে বাড়ছে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি। গত মাসে সেনাপ্রধান হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। সেনাবাহিনীতেও নিয়ম এবং অনুশাসনের অত্যন্ত প্রয়োজন বলে জানিয়েছিলেন তিনি। এদিকে লাগাতার ধর্ষণ, অত্যাচারের ঘটনার প্রতিবাদে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গির আলম চৌধুরীর পদত্যাগের দাবিতে এদিন একটি মিছিল এবং পরে শাহবাগে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন পড়ুয়ারা।

দোলের রং তোলার এত সহজ উপায়!

আপনি জানেন?

১. ছোটবেলা থেকে নিশ্চয় শুনেছেন, নারকেল তেল মেখে রং খেললে পরে তুলতে সুবিধা হয়। রং খেলার পরে ফেসপ্যাক না লাগিয়ে বরং আগেই মেখে নিন নারকেল তেল। যদি নারকেল তেল মাখতে আপত্তি থাকে, তাহলে অলিভ অয়েলও মেখে নিতে পারেন। তাতে পরে রং তুলতে সমস্যা হবে না।

২. রং খেলতে যাওয়ার আগে অবশ্যই এসপিএফ ২০ বা তার থেকে বেশি মাত্রার সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। ত্বকে পিগমেন্টেশন থাকলে তুলনায় বেশি শক্তিশালী সানস্ক্রিন লোশন লাগাতে হবে। ত্বক রুক্ষ হলে, প্রথমে সানস্ক্রিন লাগিয়ে কয়েক মিনিট পর ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন।

৩. সাবান বা ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুলে রং পুরোপুরি ওঠে না, আবার ত্বকও শুষ্ক হয়ে যায়। তাই মধু, ক্যালামাইন লোশন ও রোজ ওয়াটার একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এই প্যাক মুখে লাগিয়ে রাখুন। এতে রং যেমন উঠবে তেমনই খারাপ রং থেকে ত্বকের ক্ষতি হলে তাও রক্ষা করবে। তৈলাক্ত ত্বক হলে মুলতানি মাটি, গ্লিসারিন ও নুন দিয়ে প্যাক তৈরি করুন। এটা মুখে লাগিয়ে রাখুন। জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। অতিরিক্ত শুষ্ক ত্বক হলে ময়দা, দুধ, গ্লিসারিন ও নুন মিশিয়ে ১০ মিনিট স্ক্রাব করলে রং উঠবে তাড়াতাড়ি।

রং খেলার জেরে ত্বকে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে গোটা দশ আমন্ড (কাঠবাদাম) বেটে তার সঙ্গে মধু ও লেবুর রস মেশান। প্রাথমিকভাবে মুখ ফেসওয়াশ দিয়ে ধুয়ে প্যাকটি মাখার পর শুকোনো অবধি অপেক্ষা করুন।

৪. যদি মনে করেন রং খেলার জেরে আপনার ত্বকের ক্ষতি হতে পারে, তাহলে গোটা দশ আমন্ড (কাঠবাদাম) বেটে তার সঙ্গে মধু ও লেবুর রস মেশান। প্রাথমিক ভাবে মুখ ফেস ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে প্যাকটি মাখার পর শুকোনো অবধি অপেক্ষা করুন। সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন।

৫. রং খেলার পরে শ্যাম্পু ব্যবহার করার আগে, জল দিয়ে আগে ভালো করে চুল ধুয়ে ফেলুন। চার টেবিল চামচ মেথি, জবাফুল, নারকেল তেল ফুটিয়ে তেল তৈরি করুন। জল দিয়ে চুল ধোওয়ার পরে মাথায় ডিমের কুসুম মেখে থাকুন ৩০ মিনিট। যদি ডিমের গন্ধে অসুবিধা থাকে তাহলে দই ও মেথি মিশিয়েও লাগাতে পারেন। শ্যাম্পু করার আগে ১০ মিনিট জল দিয়ে ডিমের কুসুম বা দইয়ের প্যাক ধুয়ে নিন। তারপর শ্যাম্পু করুন। মনে রাখবেন, রং খেলতে যাওয়ার আগে অবশ্যই চুলে তেল মাখবেন, তাহলে পরে রং তুলতে সমস্যা হবে না।

৬. সমপরিমাণ বেসন ও চালের গুঁড়ো নিয়ে তাতে হলুদগুঁড়ো ও গোলাপ জল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে ত্বকে লাগান। এই প্যাক স্ক্রাবের কাজ করবে। পেস্টটি মাখার পরে কিছুটা শুকিয়ে গেলে রগড়াতে থাকুন। যদি সম্ভব হয় ইউটিউবে মাসাজ পদ্ধতি দেখে নিতে পারেন। শুকিয়ে এলে কাঁচাদুধ মিশিয়ে আবার স্ক্রাবিং করতে থাকুন। মিনিট দশেক করার পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। হলুদ অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করবে, সুতরাং ত্বকের কোনও সমস্যা হবে না।

রং খেলতে যাওয়ার আগে অবশ্যই চুলে তেল মাখুন, তাহলে পরে রং তুলতে সমস্যা হবে না। রং খেলার পরে ফেসপ্যাক না লাগিয়ে আগেই মেখে নিন নারকেল তেল। নারকেল তেলে আপত্তি থাকলে অলিভ অয়েলও মাখতে পারেন।

দোলে বাড়িতেই ঠান্ডাই

দোলের দিনে মিষ্টি, ভাং শরবত, ভাঙের লাড্ডু, খাসির মাংস কিছুই বাদ যায় না। জানুন, ঠান্ডাইয়ের কিছু রেসিপি।

ঠান্ডাই রেসিপি

দোলের দিন মানেই ঠান্ডাই। এই ঠান্ডাই তৈরি করতে হলে লাগবে বাদাম আধকাপ, কাজুবাদাম আধকাপ, আধকাপ পেস্তা, ঘন দুধ ২ কাপ, গোলমরিচ, এলাচের দানা, মৌরি, জাফরান, গোলাপের পাপড়ি, টেবিল চামচ, জায়ফল গুঁড়ো। এই সব মশলা ভালো করে গুঁড়িয়ে নিন। এরপর গ্লাসে দুধ ঢেলে নিন। ১ চামচ করে ওই মশলা মিশিয়ে দিন। তৈরি হয়ে যাবে ঠান্ডাই।

ঠান্ডাই ফিরনি

গাঢ় দুধে ৩ টেবিল চামচ গোবিন্দভোগ চালের গুঁড়ো মিশিয়ে ওভেনে বসিয়ে দিন। দুধ ফুটে গাঢ় হয়ে গেলে তাতে স্বাদমতো যোগ করুন চিনি। এরপর তাতে ড্রাই ফ্রুটস মিশিয়ে ৬ ঘণ্টা মতো ফ্রিজে রেখে দিন। এরপর মাটির পাত্রে পরিবেশন করুন।

রসমালাই

রসমালাই তৈরি করতে হলে ২ লিটার গাঢ় দুধের সঙ্গে তিন চামচ ঠান্ডাই মিশিয়ে নিন। স্বাদমতো চিনি দিন। ছোট ছোট রসগোল্লা দিয়ে ফুটিয়ে নিন। ওভেনের আঁচ কমিয়ে দিন। একটু পরে গ্যাস বন্ধ করুন। তাহলেই তৈরি হয়ে যাবে রসমালাই।

নারী দিবসের প্রাক্কালে শক্তিরূপেণ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর অধিকার সুরক্ষার জন্য সরব হওয়ার বিশেষ দিন। এই দিবসের ঠিক আগে নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল আকাশবাণী। 'শক্তিরূপেণ– অন্তর্নিহিত শক্তি মুক্তি'। সম্প্রচার অবকাঠামো এবং নেটওয়ার্ক উন্নয়ন (BIND) স্কিমের অধীনে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিনিধি থেকে নাটক ও থিয়েটার গ্রুপের সদস্যরা। আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন অভিনেত্রী, ও সমাজকর্মী অলকানন্দা রায়, পদ্মশ্রী সম্মানিত কাঁথা এমব্রয়ডারি শিল্পী প্রীতিকণা গোস্বামী, অভিনেত্রী ও পরিচালক সুদেষ্ণা রায় এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন অধ্যয়ন পরিচালক প্রফেসর ড.সবুজকলি সেন। নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা, নৃত্যনাট্য, ক্যুইজ প্রভৃতির মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি করা হয়। আকাশবাণী কলকাতা, ডেপুটি ডিরেক্টর (প্রোগ্রাম) এবং হেড অফ প্রোগ্রাম, ড. মৌসুমি চট্টোপাধ্যায় এবং প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ, শুভায়ন বালা এই ধরনের ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান যে সমাজ পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা তৈরি করবে, সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন।

দুল দোল দুলুনি!

সেই কোন ছোট্টবেলা থেকেই মেয়েদের কানে দুলতে থাকে দুল। বঙ্গভূমে কানের দুলের এই ফ্যাশন যুগের পর যুগ ধরে প্রচলিত। এক সময়ের সেই ঐতিহ্যই পরবর্তীকালে ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। হালের ফ্যাশন সচেতন নারীরা কানের দুলকে গুরুত্ব দেন ভীষণভাবে। মুখের ধরন ও মেকআপের সঙ্গে দুলও হওয়া চাই মানানসই। তা নাহলে যে প্যাশনে এবং ফ্যাশনে এগিয়ে থাকা যায় না।

যেমনটি চাই আপনার

আপনার কেমন দুল চাই এটা যতটুকু নির্ভর করে আপনার ইচ্ছার ওপর, ঠিক ততটুকুই নির্ভর করে আপনার চেহারার আদলের ওপর। লম্বাটে মুখ হলে লম্বাকৃতির দুলে মুখ আরও লম্বা দেখাবে। আবার গোলমুখের কেউ গোলাকৃতির দুল পরলে তার মুখ আরও গোল মনে হবে। লম্বাটে মুখের অধিকারী টপ, ছোট ঝুমকা কিংবা রিং পরলে ভালো দেখাবে। যাদের মুখ চৌকো-- চৌকোনা রিং, পাশা বা বেশি ছড়ানো দুল তাদের না পরাই ভালো। টপ, ছোট গোল, ঝুলন্ত দুল তারা বেছে নিতে পারেন স্বাচ্ছন্দ্যে। যাদের মুখ গোলাকৃতির তারা ঝুলন্ত, চৌকোনো দুলে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আর যাদের মুখের আকৃতি পানপাতার তাদের যে কোনও আকৃতির দুলেই ভালো লাগবে।

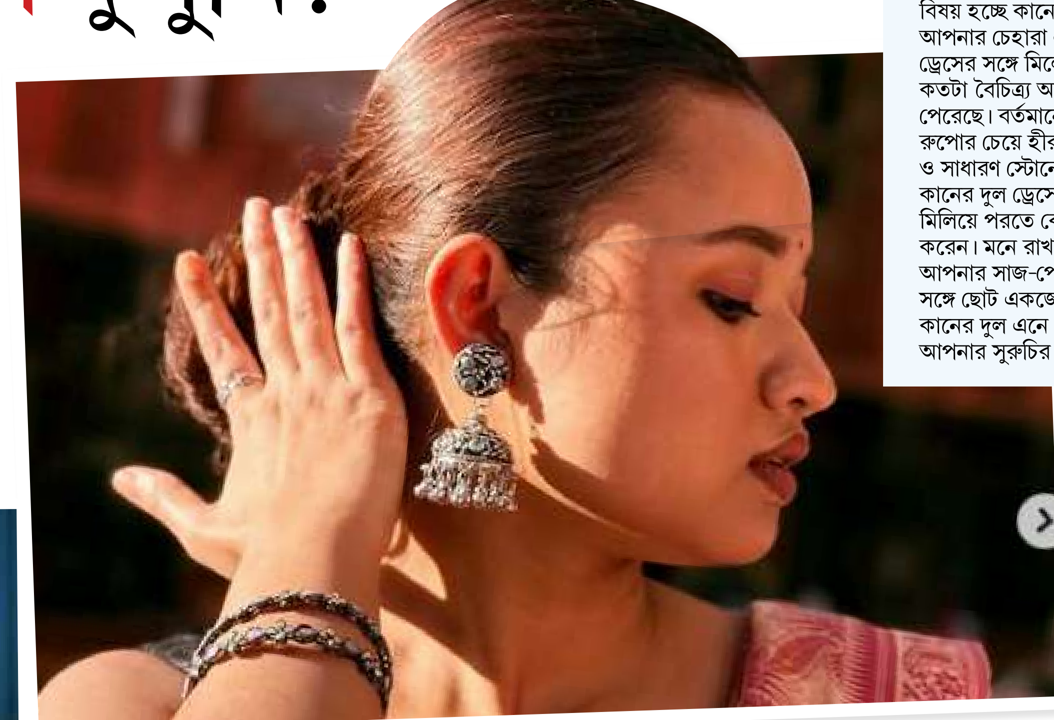

কেমন পোশাকে কেমন দুল

কেমন পোশাকের সঙ্গে কেমন দুল পরবেন এই নিয়েও চিন্তার বোধকরি শেষ নেই। এই নিয়ে আলাপ-আলোচনারও অন্ত নেই। সাধারণত সুতি, তাঁতের শাড়ির সঙ্গে কাঠ, পিতল, কাঁসা, মাটি, পুঁতি বা শোলার দুল মানাবে। হাতেবোনা কাপড়ের দুলও মানিয়ে যায় বেশ। ঝলমলে বুননের শাড়ির সঙ্গে মিলবে ধাতু ও পাথরের দুল। কর্পোরেট পোশাকের সঙ্গে অবশ্যই টপ ভালো লাগে।

দুলের বিচিত্রতায়

বিষয় হচ্ছে কানের দুল আপনার চেহারা এবং ড্রেসের সঙ্গে মিলে ফ্যাশনে কতটা বৈচিত্র্য আনতে পেরেছে। বর্তমানে সোনা, রুপোর চেয়ে হীরা, রুবি ও সাধারণ স্টোনের ছোট কানের দুল ড্রেসের সঙ্গে মিলিয়ে পরতে বেশি পছন্দ করেন। মনে রাখবেন, আপনার সাজ-পোশাকের সঙ্গে ছোট একজোড়া কানের দুল এনে দেবে আপনার সুরুচির পরিচয়।

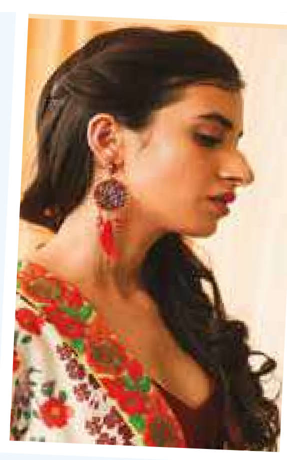

কেমন হবে রং

'কোন রংটা আমার সঙ্গে যাবে!', এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে মাথা ঘামান না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কারণ, প্রায় সকল মহিলাদের মধ্যেই এই দ্বিধা কাজ করে—এই রংটা না ওইটা! পোশাকের নানা রঙের মাঝে কোন রঙে মেলাবেন আপনার কানের দুল? কিছুদিন আগেও পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে পরার ফ্যাশন ছিল। এখন তার পাশাপাশি চলছে কনট্রাস্ট বা বৈপরীত্য। টিপ, ওড়নার পাড়, শাড়ির আঁচলের সঙ্গে মিলিয়ে পরতে পারেন।

দোলে দোদুল দোলে ঝুলনা

দোলনা রাখবেন যেখানে

আপনি যেখানে চান দোলনা রাখতে পারেন! তবে ব্যাপারটা অতটা আকর্ষণীয় হবে না। দোলনা রাখার সবচেয়ে ভালো জায়গা বারান্দা, লিভিং রুম, ওপেন স্পেস অথবা ঘরের কোনও খালি কর্নার। দোলনা দেখতে যাতে রঙিন হয়, সেই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। রঙিন দোলনা ঘরকে আরও সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয় করে তোলে।

বাঁশ ও বেতের দোলনা

বাঁশ ও বেতের দোলনাই সবসময় বেশ জনপ্রিয়। ঘরের মধ্যে বাঙালিয়ানার সাজ আনতে দোলনার জুড়ি নেই। এসব দোলনার সুবিধা হল, এটি বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। চারকোণা ছাড়াও চাইলে গোলাকৃতির, ছোট, বড় কিংবা মাঝারি—যে কোনও ধরনের দোলনাই বেছে নেওয়া যায়। বাঁশ ও বেতের তৈরি বেশির ভাগ দোলনাতেই স্ট্যান্ড থাকে। এছাড়া ওই ধরনের দোলনার মধ্যে রঙিন কভার ও কিছু রঙিন কুশন রাখলে বসেও বেশ আরাম লাগে। চাইলে স্ট্যান্ড ছাড়াও দোলনা কিনতে পারেন। এগুলো মূলত একজনের বসার জন্য উপযোগী।

লোহার দোলনা

এই দোলনা একইসঙ্গে দেখতে সুন্দর ও সাশ্রয়ী। পুরোটাই লোহা দিয়ে তৈরি হলেও, আরামদায়ক। কারণ, এই দোলনায় বসার জায়গাটিতে ফোম দেওয়া হয়। লোহার দোলনা ঘরের থেকে ছাদেই বেশি শোভা পায়। কারুকাজটাও হয় একেবারে চিকন রড দিয়ে খুব হালকার ওপরে। লোহার দোলনায় দুই তিন জন আরাম করে বসেই দোল খাওয়া যায়।

পাটের দোলনা

পাটের দড়ি দিয়ে বানানো চারকোণা কিংবা গোলাকৃতির দোলনার চাহিদা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি। এই ধরনের দোলনা মূলত দুই ধরনের—স্ট্যান্ডসহ ও স্ট্যান্ড ছাড়া। স্ট্যান্ডবিহীন দোলনা চাইলে যে কোনও জায়গায় আপনি বয়ে নিয়ে যেতে পারেন। পাটের তৈরি বলে খুব টেকসইও হয়ে থাকে। যারা ঘরে বাঙালিয়ানা আনতে চান, তাদের কাছে এই ধরনের দোলনাই বেশি প্রিয়। পাটের দোলনার আরেকটি সুবিধা হল, বিভিন্ন রঙে পাটের দড়িগুলো রাঙিয়ে ঘরে বৈচিত্র্য আনা যায়। পাটের দোলনা খুবই সহজে পাওয়া যায়।

কাঠের দোলনা

নানা রকম দোলনার মধ্যে কাঠের দোলনা বেশ জনপ্রিয়। এক ধরনের আভিজাত্য বহন করে। পুরনো দিনের বাড়িতে কাঠের দোলনা দেখা যেত বেশি। এখন বাড়ি থেকে রিসর্টে কাঠের দোলনার ব্যবহার বেশি। সাধারণত চারকোণা আকৃতির হয় কাঠের দোলনা। ঘরে কাঠের দোলনা ব্যবহার করতে পারেন।

আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

S 9

১২ মার্চ ২০২৫

একের পর এক গাছ হারিয়ে যাচ্ছে। উলটোদিকে উপহারের বৈচিত্র্যে জায়গা করে নিচ্ছে নানা ধরনের গাছ। বিয়ে, জন্মদিন থেকে বিবাহবার্ষিকী সব অনুষ্ঠানেই উপহারের তালিকায় গাছের উপস্থিতিতে বাড়তি অক্সিজেন পাচ্ছেন পরিবেশপ্রেমীরা। আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

উপহারে গাছপ্রেম

সবুজায়ন নাকি শুধুই শোভা

- উপহার হিসেবে গাছ দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে
- যে গাছ ছায়া দেয়, বেঁচে থাকে অনেক বছর তেমন গাছ নেই উপহারে
- শুধুমাত্র ঘরের শোভা বাড়াতে গাছ পৌঁছে যাচ্ছে প্রিয়জনের হাতে
- অনেকের মতে, এতে সবুজায়নের বার্তা যাচ্ছে সমাজে
- প্রশ্ন, গাছগুলির সঠিক পরিচর্যা হচ্ছে কি

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : কী উপহার সাজিয়ে দেব / গান আছে তাই শুনিয়ে যাব...

কিশোর কুমারের কণ্ঠে এই গান আজও স্মৃতির পাতায় অমলিন। শিলিগুড়ি শহরে উপহার হিসেবে গান শোনানোর ট্রেন্ড রয়েছে কিনা জানা নেই। তবে বেশ কয়েকবছর ধরে গাছ দেওয়ার ট্রেন্ড লক্ষ করা যাচ্ছে।

একদিকে যখন গাছ হারিয়ে যাচ্ছে, তখন উলটোদিকে উপহারের বৈচিত্র্যে জায়গা করে নিচ্ছে নানা ধরনের গাছ। বিয়ে, জন্মদিন কিংবা বিবাহবার্ষিকী, সব অনুষ্ঠানে উপহারে তালিকায় গাছের উপস্থিতি যেন বাড়তি অক্সিজেন জোগাচ্ছে পরিবেশপ্রেমীদের। কিন্তু যা ছায়া দেবে, বেঁচে থাকবে বছরের পর বছর তেমন গাছ যে উপহারের তালিকায় চোখে পড়ে না খুব বেশি। অন্দরমহল সাজাতে উপযুক্ত গাছগুলিই আজ উপহাররূপে পৌঁছে যাচ্ছে প্রিয়জনের হাতে।

অনেকেই বলছেন, এই উপহার দিয়ে সমাজের সবুজায়নের বার্তা দেওয়া যাচ্ছে। কিন্তু যাঁরা উপহার পাচ্ছেন তাঁরা কি পারছেন গাছগুলির যত্ন নিতে? শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা গৌরী লাহা বললেন, 'সবটাই নির্ভর করে মানুষের রুচির ওপর। যিনি চাইবেন ঠিক যত্ন নিয়ে উপহারের গাছটিকে বড় করবেন। আর যাঁরা চাইবেন না তাঁরা নানা অজুহাত দেখাবেন।' তিনি আরও জানালেন, তাঁর মেয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে অনেক গাছ উপহার পেয়েছে। গতবারের জন্মদিনে যে লিলি ফুলের গাছ পেয়েছিল সেটায় লিলি ফুল ফুটেছে। বাকি গাছগুলোও দিব্যি রয়েছে।

গতবছর বিয়ে করেছেন আশিঘরের অভিজিৎ ও জয়িতা। অভিজিৎ জানালেন, বিয়েতে একটি স্ট্রবেরি গাছ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন স্ত্রী। জয়িতার কথায়, 'আমার এক বন্ধু ওই গাছ দিয়েছিল। সেই স্ট্রবেরি গাছে ফলও পেয়েছি। এবছর বিবাহবার্ষিকীতেও একটা জেব্রা প্ল্যান্ট উপহার পেয়েছি। কেউ গাছ উপহার দিলে আমার অনেক ভালো লাগে।'

ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, মানি প্ল্যান্ট, লাকি বাম্বু, পিস লিলি, ক্যাকটাস, জেড প্ল্যান্ট, অ্যান্থুরিয়াম, জেব্রা প্ল্যান্টের মতো বাড়ি সাজানোর গাছগুলিই উপহার হিসেবে পছন্দের তালিকায় রয়েছে। পাশাপাশি সিঙ্গোনিয়াম, জুঁই, হাইড্রেনজিয়া গাছগুলির চাহিদাও রয়েছে। তবে বাড়ির বাইরে পরিচর্যা করতে হবে এমন গাছগুলি উপহারের তালিকায় তেমন জনপ্রিয় নয়।

উপহার হিসেবে বিকোচ্ছে বাহারি গাছ। হাসপাতাল মোড়ে। - সূত্রধর

সুকান্তনগরের প্রহ্লাদ সাহার কথায়, 'অন্দরসজ্জার জন্য যে গাছগুলো উপহার দেওয়া হয় সেগুলি অল্প আলো, জলে বেঁচে থাকে। তাই এই গাছগুলির প্রায় সকলেই যত্ন নিতে পারে। কিন্তু যে গাছগুলো বাইরে থাকে তাদের খেয়াল সবাই রাখতে পারে না।'

যদিও সবার ক্ষেত্রে এমনটা মোটেই হয় না। আশিঘরের তৃপ্তি পাল ঘরের ভেতর থেকে বাইরের বাগান, ছাদে নানা ধরনের গাছ লাগিয়ে রেখেছেন। তৃপ্তি জানালেন, তিনি উপহারে গাছ দিতে যেমন ভালোবাসেন তেমনি উপহারে গাছ পেতেও চান।

সুভাষপল্লির সুজন ঘোষের কথায়, 'গাছ কাটা পড়ে পরিবেশের অবস্থা এখন সংকটে। তবুও যদি উপহারে কিছু গাছ ঘরে আসে তাহলে ক্ষতি কী। এতে নতুনদের মধ্যেও গাছ নিয়ে আগ্রহ জন্মাবে।' তিনি জানালেন, উপহারে গাছ দেওয়া নেওয়ার এই রীতি যুগ যুগ ধরে চলুক। এভাবেই গাছ নিয়ে মানুষের সচেতনতা বাড়তে থাকবে।

মেয়ে-জামাইয়ের বঞ্চনায় আশ্রয়হীন বৃদ্ধা

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : মেয়ে ও জামাইয়ের ওপর ভরসা করে মাথার ওপর ছাদ হারালেন এক বয়স্ক মহিলা। পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে কোনওদিন মন্দিরে, কোনওদিন ফুটপাথে রাত কাটাতে হচ্ছে ওই বৃদ্ধাকে। শেষমেশ নিরুপায় হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই বৃদ্ধা। তাঁর অভিযোগ, 'আমার মেয়ে ও জামাই আমাকে প্রতারিত করে জমি বিক্রি করে দিয়েছে। এখন আমার ওপর মানসিক অত্যাচার শুরু করেছে।' প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলছেন, 'অভিযোগ হয়েছে। মেয়ে ও জামাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

ওই বৃদ্ধা পুলিশের কাছে জানিয়েছেন, ফুলবাড়িতে তাঁর তিন কাঠার ওপর জমি ছিল। সেটাই ছিল তাঁর শেষ সম্বল। বৃদ্ধার অভিযোগ, 'মেয়ে আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এগারো লক্ষ টাকায় সেই জমি বিক্রি করে দেয়।' হঠাৎ জমি বিক্রি করা হল কেন? এব্যাপারে ওই বৃদ্ধার দাবি, 'প্রধাননগর এলাকায় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। বলেছিল, জমি বিক্রি করে সেখানে আমার নামে ফ্ল্যাট

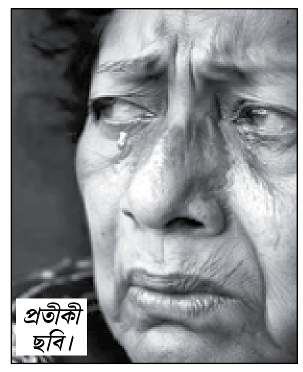

প্রতীকী ছবি।

কিনে দেবে। সেখানে আমি থাকলে আমার মেয়ে আমাকে দেখভাল করতে পারবে।'

তবে মেয়ে ও জামাইয়ের মতিগতি ছিল অন্য। গতবছরের শেষদিকে বৃদ্ধার থাকার নাম করে কেনা ওই ফ্ল্যাট বিক্রি করে দেয় মেয়ে ও জামাই। ওই বৃদ্ধা জানতে পারেন, আদতে ওই ফ্ল্যাট ওরা নিজের নামেই কিনেছিল। এরপর ওই বৃদ্ধাকে জামাই নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। তারপরেই অত্যাচার শুরু হয় বলে ওই বৃদ্ধার অভিযোগ। বলছেন, 'জামাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার পর থেকেই ওরা আমাকে ঠিকমতো খেতে দেওয়া বন্ধ করে দেয়। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খাবার চেয়ে আমাকে খেতে হত।'

গতমাসের ২০ তারিখ শেষমেশ বৃদ্ধাকে ওই ফ্ল্যাট থেকেও জামাই ও মেয়ে বের করে দেয় বলে অভিযোগ। এরপর দিনের পর দিন মন্দির, ফুটপাথে রাত কাটানোর পর ওই বৃদ্ধা থানার দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ওই বৃদ্ধাকে হতাশার সুরে বলতে শোনা গেল, 'যতই হোক মেয়ে তো। ভেবেছিলাম, ওরা ঠিক বুঝবে। তবে বুঝল না।'

মারধরের প্রতিবাদে মিছিল

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় নামা পড়ুয়াদের মারধরের প্রতিবাদে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে মিছিল করল এসইউসিআই-এর ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রতিবাদে গত ৩ মার্চ রাজ্যজুড়ে ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছিল সংগঠনটি। তাদের অভিযোগ, মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে এআইডিএসও-এর কর্মীদের মারধর করে পুলিশ। তারই প্রতিবাদে কোর্ট মোড় থেকে মিছিল করে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করেন সংগঠনের সদস্যরা। মিছিলে ছিলেন তন্ময় দত্ত, জয়ন্তী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

স্কুল-কলেজে আগাম 'বসন্ত'

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : দ্বার খোল, দ্বার খোল। লাগল যে দোল। গৃহবাসীরা এখন থেকেই রংয়ের উৎসবে মেতে ওঠার জন্য তৈরি। এদিকে, গত কয়েক বছরের মতো এবারও স্কুল-কলেজের দ্বার খুলে যাবে। আগাম বসন্ত উৎসবে মাতবে পড়ুয়ারা। দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি।

গত কয়েক বছর ধরে শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় এবং শিলিগুড়ি কলেজে বেশ ঘটা করে আয়োজিত হচ্ছে বসন্ত উৎসব। যা নিয়ে পড়ুয়াদের উন্মাদনার শেষ নেই। তবে এবার শুধু কলেজে নয়, বেশ কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে বসন্ত উৎসব আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছেন শিক্ষকরা।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় বলেন, 'বৃহস্পতিবার আমি কয়েকটি স্কুলের অনুষ্ঠানে থাকব।' জগদীশ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শুক্লা রায় বলেন, 'পড়ুয়াদের আনন্দ দেওয়ার জন্যই দিনটা উদযাপন করা হবে। হবে শোভাযাত্রা। তারপর স্কুলের সামনের রাস্তায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।'

আজ শহরে

- বিশিষ্ট সংস্কৃতিকর্মী মলয় ঘোষের স্মরণে 'মলয় ঘোষ স্মারক বক্তৃতা'। এবছর এই স্মারক বক্তৃতা দেবেন বিশিষ্ট অধ্যাপক বিকাশরঞ্জন দেব। উপস্থিত থাকবেন ভাস্বতী চক্রবর্তী, গৌতম চক্রবর্তীর মতো বিশিষ্টরা। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে উত্তাল নাট্যগৃহে।
- নৃত্যনীড় এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্রগান ও নৃত্যে রংয়ের উৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠান 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। বিকেল ৩টে থেকে পায়েল সিনেমার পিছনে দশরথপল্লির মাঠে।

গ্রেপ্তার ১৪

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : শহরের বিভিন্ন জায়গায় সোমবার রাতে অভিযান চালায় পুলিশ। এই অভিযানে অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরমধ্যে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ দেশবন্ধুপাড়া পাইপলাইন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে, ভক্তিনগর থানার পুলিশ ফৌজি মাঠে অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। মেচিয়াবস্তি থেকে ছ'জনকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। সবক'টি ঘটনায় ধৃতদের মঙ্গলবার মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

গ্যারাজে আগুন

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : একটি গ্যারাজে আগুন লাগল মঙ্গলবার রাতে। শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন বাণেশ্বর মোড় এলাকার ঘটনা। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন গিয়ে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্টসার্কিট থেকে আগুন ছড়ায় বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান। সেখান থেকে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। গ্যারাজে রাখা গাড়ির যন্ত্রাংশ পুড়ে যায়। তবে হতাহতের কোনও খবর মেলেনি।

বিক্রম-বেতাল।।

মঙ্গলবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

রেলমন্ত্রীর কাছে আরওবি দাবি

ঠাকুরনগর রেলগেটে ভোগান্তি নিয়ে সরব বিধায়ক শিখা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন ঠাকুরনগর রেলওয়ে ওভারব্রিজ (আরওবি) দ্রুত নির্মাণের দাবিতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর সঙ্গে দেখা করলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়কে সঙ্গে নিয়ে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন শিখা। তিনি ওই এলাকায় আরওবির গুরুত্বর কথা জানিয়ে রেলমন্ত্রীকে বলেন, 'ওই রুটে ট্রেন চলাচলের জন্য প্রতিদিন দীর্ঘসময় মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সেই কারণে ওই এলাকায় আরওবির গুরুত্ব অনেক বেশি।' এদিন আরওবির পাশাপাশি গেটবাজার এলাকার ইনস্টিটিউট মাঠের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নিউ জলপাইগুড়িকে ডিভিশন করারও প্রস্তাব দেন মন্ত্রীকে।

ঠাকুরনগরে লেভেল ক্রসিংয়ের কারণে ওই এলাকায় দিনের বেশিরভাগ সময়েই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। অথচ ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে ঠাকুরনগর হয়ে সাহুডাঙ্গি যাওয়ার জন্য এই রাস্তা ব্যবহার করে থাকেন অধিকাংশ মানুষ। পাশাপাশি ওই রাস্তা দিয়েই আমবাড়ি, বেলাকোবা, গজলডোবার মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেও প্রতিদিনকার কাজে যেতে হয় বহু মানুষকে। কিন্তু ঠাকুরনগর লেভেল ক্রসিংয়ের কারণে দীর্ঘসময় ওই রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারণ ওই রুটে তিস্তা-তোর্ষা, দার্জিলিং মেল সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন চলাচল করে। এই পরিস্থিতিতে সেখানে প্রতিদিন নাজেহাল হতে হয় সাধারণ মানুষকে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী সুবল কর্মকারের অভিযোগ, প্রতিদিন এখানে যে পরিমাণ যানজট হয় তা কল্পনার বাইরে। অনেক সময় দুই-তিনটি ট্রেন পরপর যাওয়ার কারণে ৩০ মিনিট পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় পথচলতি মানুষকে। যানবাহনের লাইন চলে যায় প্রায় কয়েকশো মিটার দূর পর্যন্ত।

প্রতিদিন ওই রাস্তা দিয়েই বেলাকোবাতে কাজে যান বেসরকারি সংস্থার কর্মী প্রভাস বিশ্বাস। তিনি এদিন দীর্ঘসময় ঠাকুরনগরের রেললাইনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার পর বললেন, 'কাজের সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। কাজেরও দেরি হয়ে যায়। তবে আরওবি দ্রুত হলে এই সমস্যা মিটবে। কিন্তু কবে সেটা হবে সেটাই দেখার।'

এদিন শিখা রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর বলেন, 'আমাদের প্রতিটি কথাই রেলমন্ত্রী মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। তিনি আমার সামনে বসেই আরওবি নিয়ে রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। রেলমন্ত্রী আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন ওই কাজ দ্রুত শুরু হবে।' শিখার বক্তব্য, 'নিউ জলপাইগুড়ির গুরুত্ব অনেক। তাই নিউ জলপাইগুড়িকে যাতে ডিভিশন করা হয়, সেই ব্যাপারে রেলমন্ত্রীকে বলেছি। তিনি এই বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।'

রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন শিখা চট্টোপাধ্যায়।

> ওই রুটে ট্রেন চলাচলের জন্য প্রতিদিন দীর্ঘসময় মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সেই কারণে ওই এলাকায় আরওবির গুরুত্ব অনেক বেশি।
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়** *বিধায়ক ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি*

মাল ডিপোয় বাস দেখভাল নিয়ে প্রশ্ন

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১১ মার্চ : সোমবার ময়নাগুড়িতে আগুন লাগা বাসটি ছিল এনবিএসটিসি-র মাল ডিপোর। জলপাইগুড়ি থেকে ছাড়ার আগেই বাসে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। প্রায় ১৫ মিনিট দেরিতে ছাড়া হয় বাস। অথচ মাল ডিপোয় বাসে রক্ষণাবেক্ষণের তেমন কোনও ব্যবস্থাই নেই। কোনও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তো দূরের কথা, বাস সারানোর জন্য র‍্যাম্পও পর্যন্ত নেই। বাইরে থেকে কয়েকজন মিস্ত্রি চুক্তির ভিত্তিতে এনে কাজ চালানো হচ্ছে। এমন অবস্থায় সরকারি বাসের যাত্রীদের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ২১টি ডিপো ও চারটি ডিভিশনাল ওয়ার্কশপ আছে। এগুলির দায়িত্বে আছেন একজন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সহ চারজন ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মী। তাঁদের পক্ষে এত বড় দায়িত্ব পালন করা কষ্টকর হলেও তাঁরা সেটা করছেন। বিভিন্ন রুটে আরও বাসের প্রয়োজন, সেটাও পাওয়া যায়নি। বারবার রাজ্য সরকারের কাছে এই বিষয়টি তুলে ধরলেও সমাধান হয়নি। অন্যদিকে, নিয়োগ বন্ধ থাকায় ডিপো ইনচার্জ পদে সিনিয়ার চালকদের পদোন্নতি দিয়ে বসাতে হচ্ছে।'

এনবিএসটিসি

> নিয়োগ বন্ধ থাকায় ডিপো ইনচার্জ পদে সিনিয়ার চালকদের পদোন্নতি দিয়ে বসাতে হচ্ছে।
>
> **দীপঙ্কর পিপলাই** এমডি এনবিএসটিসি

মালবাজার শহরে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ডিপো চালু হওয়ার পর আজও তৈরি হয়নি র‍্যাম্প। সংস্থার মেকানিক্যাল বিভাগের কর্মীরাই জানিয়েছেন, বাসের মেরামতির জন্য র‍্যাম্পের খুবই প্রয়োজন। বাস যেখানে গ্যারাজে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে বাসের নীচে শুয়ে মেরামতির কাজ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আলোর অভাবে সঠিকভাবে দেখা যায় না বাসের নীচের অংশ। সেক্ষেত্রে র‍্যাম্প থাকলে মাটির থেকে খানিকটা উঁচুতে থাকে বাস। তখন মেরামতির কাজ করতে অনেক সুবিধা হয়। মাল ডিপোয় র‍্যাম্প তৈরির জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্তাদের কাছে বহুবার জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজ হয়নি। ফলে বাসের ছোটখাটো কোনও সমস্যা হলেও বাস নিয়ে যেতে হয় জলপাইগুড়ি ডিপো অথবা শিলিগুড়ি ডিপোয়।

মাল ডিপোর গ্যারাজে বাস রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কাজে বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ৫ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী নেওয়া হয়েছে। ডিপোর মেকানিক্যাল ইনচার্জ মন্টু সরকারকে পদোন্নতি দিয়ে ডিপো ইনচার্জ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মেকানিক্যাল ইনচার্জের পদ শূন্য। অফিসের ফাইলপত্রের কাজ সামলে মন্টুবাবুকেই বাসের টেকনিকাল ত্রুটি পরীক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। তিনি নিজেই বাসের নীচে ঢুকে বাসের ইঞ্জিন, যন্ত্রাংশ যাচাই করে দেখেন। মেকানিক্যাল বিভাগের অস্থায়ী কর্মী রেবতীভূষণ বর্মন বাসের রক্ষণাবেক্ষণে নজর রাখেন।

সোমবারের মাল ডিপোর বাসে অগ্নিকাণ্ডের পর সরকারি বাসের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আশঙ্কিত নিত্যযাত্রীরা। এছাড়াও মাঝেমধ্যেই যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে মাঝপথে বিকল হয়ে যায় বাস। সেক্ষেত্রে শীঘ্রই মাল ডিপোতে প্রয়োজন স্থায়ী মেকানিক্যাল বিভাগের ইনচার্জ। গ্যারাজের শেড আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ডিপো ইনচার্জ বলেন, অনেকবার র‍্যাম্প তৈরির আবেদন করা হয়েছে। সেটা না হওয়ায় বাসের ইঞ্জিন যাচাই ও রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মচারী সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপেশ দাস অবশ্য বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। কিছুদিন ছুটিতে আছি।'

টিফিন বক্সে ব্রাউন সুগার

মাদকচক্রে ধৃত তৃণমূল নেতা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ মার্চ : এলাকায় মাদকের ফলাও কারবার ফেঁদে বসেছিলেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। কয়েকদিন পরপরই মাদকের চালান আসত বিভিন্ন জায়গা থেকে। সোমবার রাতে মাদকের ক্যারিয়ার এসেছিল মালদা থেকে, প্রায় ৬০ হাজার টাকা দামের মাদক নিয়ে। তবে শেষরক্ষা হল না। পুলিশের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ে গেলেন শাসকদলের মাঝেরডাবরি অঞ্চল কমিটির সভাপতি বিষ্ণু রায়। সোমবার রাতে তাঁর সঙ্গে মালদার সেই মাদক ক্যারিয়ারকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার নাম চন্দন মণ্ডল।

বিষ্ণুর দুই স্ত্রী। দুই বোনকে বিয়ে করেছেন তিনি। এক স্ত্রী এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য। আরেক স্ত্রী অঙ্গওয়াড়ি কর্মী। বিষ্ণু আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। অতীতে তিনি নিজেই পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। সোমবার রাত ১০টা নাগাদ বিষ্ণুর বাড়ির লাগোয়া পার্টি অফিসের সামনে থেকেই ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এতদিন তাঁকে হাতেনাতে ধরতে পারেনি পুলিশ। তবে সোমবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ারের এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি, শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায়, শামুকতলা থানার ট্রাফিক ইনস্পেকটর অভিষেক ভট্টাচার্য, শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি দেবাশিস দেব সহ অন্য পুলিশকর্তারা সেখানে হানা দেন। পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'তদন্ত চলছে। মাদক পাচারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা চন্দনের সঙ্গে একটি জামাকাপড়ের ব্যাগ ছিল। তাতে প্যাকেটবন্দি প্রায় ৫২ গ্রাম ব্রাউন সুগার ছিল। সন্দেহ এড়াতে সেটি একটি স্টিলের টিফিন বক্সে রাখা ছিল। চন্দনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ ছিল অঞ্চল সভাপতি বিষ্ণুর। মালদা থেকে ট্রেনের জেনারেল কামরায় চেপে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নামে বছর উনিশের চন্দন। স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে টোটোতে অঞ্চল সভাপতির বাড়ির সামনে পৌঁছায়। বাড়ির কাছাকাছি ছোট ওজন যন্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন বিষ্ণু। অন্ধকার রাস্তায় মাদকের হাতবদল হতেই দু'পাশ থেকে পুলিশ অভিযুক্তদের ঘিরে ধরে। তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ব্রাউন সুগার সহ তিনটি মোবাইল ও একটি ছোট ওজন মাপার যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এদিন অভিযুক্তের আদালতে তোলা হলে তাদের আট দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চন্দন প্রমাণ লোপাটের জন্য ট্রেনের টিকিট রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। এক সপ্তাহে দু'বার অঞ্চল সভাপতি বিষ্ণুকে ব্রাউন সুগার সরবরাহের কথা স্বীকার করেছে সে। একবার ব্রাউন সুগার পৌঁছাতে পারলেই পাঁচ হাজার টাকা মেলে। ইতিপূর্বে দিনমজুরের কাজ করলেও কাঁচা টাকার লোভে সম্প্রতি ব্রাউন সুগার পাচারের কাজ করছে বলে চন্দন জানিয়েছে।

আর ইতিপূর্বে একাধিকবার বিষ্ণুকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে পুলিশকে। এবার অবশ্য হাতেনাতে ধরা গিয়েছে। অফিস সংলগ্ন এলাকা থেকে ছয়-সাতটি সাইকেল ও একটি টোটো বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তাদের দাবি, সেগুলো সব ক্রেতাদের। অন্যান্য দিন সকাল থেকে বিষ্ণুর বাড়ি লাগোয় সেই পার্টি অফিসের সামনে ভিড় লেগেই থাকে। তবে এদিন কিন্তু এলাকা ফাঁকাই ছিল। এঘটনা সম্পর্কে তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইককে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তবে দল সূত্রে খবর, তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এদিন আদালত চত্বরেও শাসকদলের লোকজনকে দেখা যায়নি। তবে বিষ্ণুর পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

কালাকারবার

- মালদা থেকে মাদক পৌঁছাত সেই তৃণমূল নেতার কাছে
- এই সপ্তাহেই দু'বার মাদকের ডেলিভারি হয়েছে
- এবার বাজেয়াপ্ত মাদকের দাম প্রায় ৬০ হাজার টাকা
- তবে এর সঙ্গে অন্যান্য সামগ্রী মেশানোর পর দাম হত লাখ দেড়েক

স্বাদ ছড়াচ্ছে কালিম্পং ক্যান্ডি

প্রথম পাতার পর

কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকেন দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা বুবুন দে। তাঁর কথায়, 'ঘন দুধের তৈরি চকোলেটটি খেতে ভালো লাগে ভীষণ। পাহাড়ে এখন খুব কম যাওয়া হয়, তাই ইচ্ছে হলে অনলাইনে অর্ডার করি।'

এর সঙ্গে অনেকের অনেক ধরনের স্মৃতি জড়িয়ে। প্রধাননগরের বাড়ি সোহা চৌধুরীর। বলছিলেন, 'পরিবারের সঙ্গে পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে প্রথমবার টেস্ট করি। তারপর বেশ কয়েকবার হংকং মার্কেট থেকে কিনেছি। এখন অবশ্য মার্কেটে মেলে না।' প্রিয়তমাকে প্রেম নিবেদন করতেও ক্যান্ডি বেছে নিচ্ছেন কেউ কেউ, হাসিমুখে জানালেন প্রশান্ত তামাং। কালিম্পংয়ে ক্যাফে রয়েছে প্রশান্তর। ছোটবেলা থেকে ক্যান্ডির বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে আসছেন তিনি। বহু পর্যটক তাঁর ক্যাফেতে নাকি আসেন শুধুমাত্র সেটারই খোঁজে।

পাহাড়ের স্থানীয় খাবারকে কীভাবে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলা যায়, সেদিকে নজর দিচ্ছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তর। পর্যটকদের বরণ করে নিতে তাই বিশেষভাবে তৈরি চকোলেটটি রাখা হচ্ছে বহু হোমস্টে-তে। অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের কনভেনার রাজ বসুর কথায়, 'কালিম্পংয়ের এই ললিপপ বিখ্যাত। এর মতো পাহাড়ের সমস্ত ঐতিহ্যবাহী খাবার যাতে আরও বেশি করে জনপ্রিয় করে তোলা যায়, সেই চেষ্টা চলছে।'

প্রশাসন কতটা উদ্যোগী? জিটিএ'র জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মার বক্তব্য, 'আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। কালিম্পং ক্যান্ডি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।' প্রশ্ন ওঠে, ৭৫ বছরে পা দেওয়া চকোলেটের জন্য ভাবনা এখনও আলোচনার পর্যায়ে আটকে কেন? যার ইতিহাসের সঙ্গে একটা বড় অংশের স্থানীয় মানুষের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার গল্প জড়িয়ে, তার প্রতি এমন অবহেলার কারণ কী?

বামেদের দখলে সমবায় সমিতি

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবায় সমিতি আবারও দখল করল বামেরা। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস, বাম ও বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীদের তিনটি প্যানেল ছিল। মোট ১৫টি আসনের মধ্যে বাম সমর্থিত ১০ জন প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। বাকি পাঁচটি আসনে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।

সমিতির ৩৫৯ জনের মধ্যে ৩৩৪ জন এদিন ভোটদান করেন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা ছিল। নির্বাচন চলাকালীন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, শিক্ষক নেতা সুপ্রকাশ রায় সেখানে যান।

পুড়ল স্কুলের পুলকার

প্রথম পাতার পর

পরই পুলকারে আগুন লেগে যায়।' তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলকে। তারা আসার আগে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও সকলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুলকারটি।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বহু অভিভাবকরা। তাঁদের মধ্যে একজন নিমিশা থাপা। তিনি সম্পর্কে এক পড়ুয়ার দিদি। ভাইকে আগলে রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন পুলকারের দিকে। ভয়ের ছাপ চোখেমুখে স্পষ্ট তখনও। প্রশ্ন করতেই জানালেন, স্থানীয় একজন ফোন করে বললেন, পুলকারে আগুন লেগে গিয়েছে। শুনে তাঁর হাত-পা কাঁপছিল। ছুটে এসে ভাইকে দেখে কিছুটা চিন্তা কাটল। এরপরই উগরে দিলেন ক্ষোভ, 'গাড়িটা মাঝেমধ্যেই রাস্তায় খারাপ হয়ে যেত। আমরাও স্কুল কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার বলেছিলাম। কোনও কথা শোনা হয়নি।' শঙ্কা শোনা গেল নিতেশ দাস নামে আরও এক অভিভাবকের গলায়, 'আমাদের ছেলেমেয়েদের যদি কিছু হয়ে যেত, তাহলে দায় নিত কে? চালকের উপস্থিতবুদ্ধির জন্য তারা আজ বেঁচে গিয়েছে।'

ময়নাগুড়ির পর শিলিগুড়ির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণের ওপর নজরদারির দাবি তুলছেন তাঁরা। তবে আদৌ কি সেই দাবি পৌঁছাচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কানে, সন্দেহ রয়েই যায়।

আরও স্কুল

প্রথম পাতার পর

কিন্তু ২০০টা স্কুল গোটা উত্তরবঙ্গের জন্য যথেষ্ট নয়। আমরা তাই দিদির কাছে স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে আর্জি জানিয়েছিলাম। আমাদের ধারণা, সেই আর্জির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আরও রাজবংশী স্কুল করার উদ্যোগ নিয়েছে। এতে রাজবংশী শিক্ষার আরও উন্নয়ন ও প্রসার ঘটবে।

শিক্ষামন্ত্রী বিধানসভায় জানান, জেলা পর্যায়ের কমিটিকে এই স্কুলগুলিতে পার্শ্বশিক্ষক এবং চুক্তিভিত্তিক সহায়ক নিয়োগের প্রক্রিয়া করতে বলা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ৩৮৭ জন পার্শ্বশিক্ষক এবং ৩৭৭ জন চুক্তিভিত্তিক সহায়ককে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ রাজবংশী বিদ্যালয়গুলিতে নিযুক্ত করেছে।

বংশীবদন পাশাপাশি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলগুলির আপগ্রেডেশন দাবি করেন। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বলেছিলেন, রাজবংশীতে তোমরা মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত সিলেবাস তৈরি কর। আমরা কাগজপত্র মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছি। এই ভাষার যত প্রসার ঘটবে, তত দ্রুত আমাদের ভাষা অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত হবে।'

উত্তর দিনাজপুরে স্কলারশিপ দুর্নীতির তদন্তে সিআইডি

গ্রেপ্তার সাত প্রভাবশালী

বিশ্বজিৎ সরকার

করণদিঘি, ১১ মার্চ : সংখ্যালঘু দপ্তরের স্কলারশিপের টাকা তছরুপ কাণ্ডে মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লক সহ একাধিক জায়গায় হানা দিল সিআইডি। অভিযোগ উঠেছে, এই জেলার একাধিক প্রভাবশালী নেতা এই দুর্নীতিতে জড়িত।

ইতিমধ্যে সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন তাদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ কোর্টে তোলা হয়। সেখানে সিআইডির তরফ থেকে জানানো হয়, একাধিক অভিযুক্ত নেপাল ও বাংলাদেশে আত্মগোপন করে রয়েছে। বিচারক অভিযুক্তদের জামিন নামঞ্জুর করেন। সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, যে সাত জন ধরা পড়েছে তাদের বাড়ি করণদিঘি থানার আলতাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। আরও যারা অভিযুক্ত রয়েছেন তাদের কেউ পেশায় গৃহশিক্ষক, কেউ আবার এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও শাসকদলের প্রভাবশালী নেতা।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর শাওন চৌধুরী বলেন, 'ধৃতের অ্যাকাউন্টে লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়েছে। সেই সূত্রেই অভিযুক্ত ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। মঙ্গলবার বিচারক অভিযুক্তদের জামিন নামঞ্জুর করেন। ২২ এপ্রিল পরবর্তি শুনানি হবে।'

স্কুলের পোর্টালের নম্বর বদলিয়ে উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের ট্যাবের টাকা প্রতারণায় মূল মস্তিষ্ক মাঝিয়ালি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহম্মদ মুফতাজুল ইসলাম বর্তমানে ধৃত শিক্ষক ইসলামপুর মহকুমা সংশোধনাগারে রয়েছেন। তাঁকে জেরা করতে চায় সিআইডি। গোয়ালপোখরের কিচকতলা হাইস্কুলের ১৩ জন পড়ুয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর থেকে টাকা গায়েব হওয়ার ঘটনায় সাবধান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ইসলামপুর সাইবার অপরাধ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার তদন্তে নেমেই চোপড়া মাঝিয়ালি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পরেই একে একে সমস্ত কীর্তি সামনে আসে।

সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সংখ্যালঘু দপ্তরের কোটি কোটি টাকা তছরুপ শুধুমাত্র করণদিঘিতেই সীমাবদ্ধ নয়, উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে এই দুর্নীতি হয়েছে। এর সঙ্গে ট্যাব কাণ্ডেরও যোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রটির দাবি, বস্তুত বয়স্করাই ছাত্র সেজে সংখ্যালঘু দপ্তরের কোটি কোটি টাকা হাতিয়েছেন। এর পিছনে ছিল সাবধান হাইস্কুলের শিক্ষক, কেরানি, চতুর্থ শ্রেণির কর্মী ও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। স্কুল লাগোয়া একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবাকেন্দ্রে চলত এই অপারেশন। আদতে সাবধান হাইস্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা যত, তার চেয়ে দ্বিগুণ দেখিয়ে সংখ্যালঘু দপ্তরের স্কলারশিপের টাকা হাতিয়ে নেয় অভিযুক্তরা।

ট্যাব কাণ্ড

- ট্যাবের টাকা প্রতারণায় মূল মস্তিষ্ক মাঝিয়ালি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহম্মদ মুফতাজুল ইসলাম
- বর্তমানে ধৃত শিক্ষক ইসলামপুর মহকুমা সংশোধনাগারে রয়েছেন
- সেখানে গিয়ে তাঁকে জেরা করতে চায় সিআইডি
- ট্যাবের টাকা তছরুপে উত্তর দিনাজপুর জুড়ে দুর্নীতি করা হয়েছে

কিশোরী উদ্ধার, ধৃত পাচারকারী

কিশনগঞ্জ, ১১ মার্চ : সোমবার রাতে কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ রায়গঞ্জের বাসিন্দা এক কিশোরীকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি, একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ, বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা মহম্মদ তহসিম কৌশর ওরফে বাহুবলী নামে ধৃত ওই ব্যক্তি চাকরির টোপ দিয়ে ওই নাবালিকাকে বাহাদুরগঞ্জে নিয়ে এসেছিল। সে তাকে স্থানীয় পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি ভাড়াবাড়িতে তোলে। পরে ওই ব্যক্তি কিশোরীকে দেহব্যবসায় নামানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ওই কিশোরী কোনওভাবে সেখান থেকে পালায়। স্থানীয় এলআরপি চকে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সবকিছু জানায় সে। বাহাদুরগঞ্জ থানার আইসি নিশাকান্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করেন। ওই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ট্রেন হাইজ্যাক

প্রথম পাতার পর

তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা করছে সেনাবাহিনী।'

বালুচিস্তান প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র শাহিদ রিন্দ বলেন, 'রাজ্যে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিরাপত্তাবাহিনীকে তৈরি থাকতে বলেছে সরকার।' ট্রেন দখলের দায় স্বীকার করেছে বালুচ লিবারেশন আর্মি। সেনাবাহিনী ট্রেনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে পণবন্দিদের হত্যার হুমকি দিয়েছে সংগঠনটি।

বালুচিস্তানের স্বাধীনতাপন্থী সংগঠনটির মুখপাত্র জিয়ান্দ বালুচের কথায়, 'সামরিক বাহিনীর যে কোনও পদক্ষেপের জোরালো জবাব দেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত সেনার ৬ সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। শতাধিক যাত্রী আমাদের হেপাজতে রয়েছেন।' তাঁর দাবি, বিদ্রোহীদের ওপর আকাশপথে পাক সেনার হামলা ব্যর্থ করছে বিদ্রোহীরা। জিয়ান্দ বলেন, 'জাফর এক্সপ্রেস দখলের পর বালুচ লিবারেশন আর্মির কমান্ডোরা পাক সেনাবাহিনীর স্থল অভিযান পুরোপুরি প্রতিহত করতে পেরেছে। প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। তবে ওরা এখনও হেলিকপ্টার এবং ড্রোনের সাহায্যে বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে।'

গ্রেট ইস্টার্নের লাকি ড্র

নিউজ ব্যুরো

১১ মার্চ : গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানি সোমবার তাদের কলকাতার অফিসে একটি লাকি ড্রয়ের আয়োজন করে। সংস্থার ডিরেক্টর মহেন্দ্র বৈদ এবং মনীশ বৈদের উপস্থিতিতে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড এবং অসম থেকে একজন করে ভাগ্যবান ক্রেতা লাকি ড্রতে বাইক জিতেছেন। অন্যদিকে, বসিরহাটের তিস্তা পাল মেগা প্রাইজে একটি চারচাকা গাড়ি জেতেন।

জমি দখলে সংঘর্ষ

প্রথম পাতার পর

আপত্তি জানালে আমার পরিবারের লোকজনকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকি একটি জ্বালানি রাখার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

জাকিরের পরিবারের অভিযোগ, একতরফা সালিশি বৈঠক করে বিরোধীপক্ষকে জমি পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। এতে শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের মদত রয়েছে। সমিরউদ্দিনের পরিবারের দাবি, সালিশিতে যে রায় হয়েছে সেই মোতাবেক জমির দখল নিতে গেলে অন্য পক্ষের লোকজন তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে।

জমি নিয়ে আদালতে মামলা চলাকালীন স্থানীয়ভাবে সমস্যা মিটমাট করতে এ ব্যাপারে এলাকায় একাধিকবার সালিশি বৈঠক হয়। এমনকি বিধায়কের বাড়িতেও এব্যাপারে বৈঠক হয়। যদিও চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানের সাফ কথা, 'এধরনের কোনওরকম সালিশি সভা ডাকা হয়নি। তবে এ ব্যাপারে থানায় আলোচনা হওয়ার কথা ছিল।'

বিধায়ক একথা বললেও স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা চোপড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি জিয়ারুল হক বলেন, 'দুই পরিবারের জমি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। এ ব্যাপারে সালিশি বৈঠকের মাধ্যমে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দলের কাছে আবেদন করা হয়। একাধিকবার বৈঠক হয়। বিষয়টি বিধায়কের নজরেও আনা হয়েছিল। সর্বসম্মতিক্রমে একটি সিদ্ধান্তে আসা হয়। পাশাপাশি তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয় কোনও পক্ষের আপত্তি থাকলে তাঁরা আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। তবে কী কারণে হঠাৎ এদিন তাঁরা সংঘর্ষ জড়িয়ে পড়লেন এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

বেসরকারি স্কুলে ফি নিয়ন্ত্রণে

প্রথম পাতার পর

সোমবার বিধানসভাতেও প্রসঙ্গটি তোলেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির।

জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এখন রাজ্যে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষকের শূন্যপদ ৫,৬৩৫টি। এর অধিকাংশই গ্রামে। আমি মনে করি, চাকরি জীবনের শুরুতে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে শিক্ষকতা করা উচিত। ছাত্র-শিক্ষকের আনুপাতিক হার খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। কোথাও অতিরিক্ত শিক্ষক থাকলে বদলি করা হবে।' বজবজে নতুন কোনও কলেজ তৈরি হবে কি না, বজবজের তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেবের এক প্রশ্নে ব্রাত্য বলেন, 'চলতি শিক্ষাবর্ষে কলেজগুলিতে সাড়ে ৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। কিন্তু এখনও শূন্য আসন সাড়ে ৪ লক্ষ। কলেজগুলিতে ভর্তির প্রবণতা কমে যাচ্ছে।'

উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ হারানোর জন্য কেন্দ্রীয় নীতিকে দায়ী করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পরীক্ষা পে চর্চায় বরাদ্দ ৩ থেকে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চের মতো মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষাগুলির জন্য বরাদ্দ দিন-দিন কমছে। এই কারণে ছাত্রছাত্রীরা মেইন স্ট্রিমে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ হারাচ্ছে।'

দুবাই থেকে

প্রথম পাতার পর

সমস্ত অপারেশন দুবাই থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল। বছর দুয়েক আগে সইদুল এই প্রতারণার কাজ শুরু করে। ২০২৪ সালে মে মাসে সেই ঘটনা প্রথম সামনে আসে।

প্রথমে সইদুলের সাগরেদ অনিল গোপ এবং ভাইপো মহম্মদ আনোয়ার গ্রেপ্তার হয়। চলতি বছর ৪ মার্চ পুলিশ সইদুল এবং তার আরেক সহযোগী তপন গোপকে গ্রেপ্তার করে। তাদের ছয়দিনের হেপাজতে নিয়ে জেরায় একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য হাতে আসে পুলিশের।

তদন্তের স্বার্থে দুজনকেই মঙ্গলবার ফের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানালে বিচারক তাদের ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রাজস্থান রয়্যালস

গোলাপি স্বপ্নে বিভোর সঞ্জুরা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ। চোখ এবার আইপিএলে। বিরাট কোহলির প্রতিপক্ষ যেখানে রোহিত শর্মা। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গী রাচিন রবীন্দ্র। চিরকালীন যে বৈচিত্র্য নিয়ে ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ওপেনিং ম্যাচ। অষ্টাদশতম আইপিএলের পর্দা ওঠার আগে আজ রাজস্থান রয়্যালস শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

শেন ওয়ার্নের নেতৃত্বে ২০০৮ সালের উদ্বোধনী আসরেই চ্যাম্পিয়ন। গত কয়েক বছরে সম্ভাবনা তৈরি করেও ট্রফি আসেনি। এবার দলে একঝাঁক পরিবর্তন। নতুন চেহারা, নতুন অস্ত্রে সজ্জিত শিবিরকে নিয়ে দ্বিতীয় খেতাবের লক্ষ্যে নামছে সঞ্জু স্যামসনের গোলাপি ব্রিগেড।

২০২৪-এ তৃতীয় স্থান

অধিনায়ক : সঞ্জু স্যামসন

হেড কোচ : রাহুল দ্রাবিড়। **ডিরেক্টর** : কুমার সাঙ্গাকারা

বোলিং কোচ : শেন বন্ড। **ব্যাটিং কোচ** : বিক্রম রাঠোর

ঘরের মাঠ : সোয়াই মানসিং স্টেডিয়াম

প্রথম ম্যাচ : ২৩ মার্চ, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

সেরা পারফরমেন্স : চ্যাম্পিয়ন (২০০৮)

দামি ক্রিকেটার : সঞ্জু স্যামসন ও যশস্বী জয়সওয়াল (১৮ কোটি)

স্কোয়াড

রিটেইন

সঞ্জু স্যামসন (১৮ কোটি), যশস্বী জয়সওয়াল (১৮ কোটি), রিয়ান পরাগ (১৪ কোটি), ধ্রুব জুরেল (১৪), শিমরন হেটমেয়ার (১১ কোটি) ও সন্দীপ শর্মা (৪ কোটি)।

নিলাম থেকে

জোফ্রা আর্চার (১২.৫০ কোটি), মহেশ থিকশানা (৪.৪ কোটি), ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (৫.২৫ কোটি), নীতীশ রানা (৪.২০ কোটি), তুষার দেশপান্ডে (৬.৫ কোটি), ফজলহক ফারুকি (২ কোটি)।

শক্তি

ভারতীয় ব্রিগেড : সঞ্জু স্যামসন, যশস্বী জয়সওয়াল, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেলদের সঙ্গে ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট সন্দীপ শর্মা। গভীরতা বাড়িয়েছে নতুন দুই রিক্রুট নীতীশ রানা, তুষার দেশপান্ডে।

বোলিং : জোফ্রা আর্চার, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা, ফজলহক ফারুকি, মহেশ থিকশানা, সন্দীপ শর্মা-দলে একঝাঁক অভিজ্ঞ বোলার এবং স্পিন-পেসের সঠিক মিশেল।

দুর্বলতা

অলরাউন্ডার : জেনুইন অলরাউন্ডারের অভাব। রিয়ান, নীতীশরা থাকলেও দুইজনেই মূলত ব্যাটার। অনিয়মিত বোলার। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা সেখানে বোলিং অলরাউন্ডার।

বিদেশি ব্যাকআপ : বিদেশি প্লেয়ারের রিজার্ভ বেঞ্চ সীমিত। আর্চার, হাসারাঙ্গারাদের মধ্যে কেউ চোট পেয়ে গেলে সঠিক বিকল্প নেই।

এক্স ফ্যাক্টর

মগজাস্ত্র : ডিরেক্টর হিসেবে ছিলেন কুমার সাঙ্গাকারা। হেডকোচের দায়িত্বে দলে রাহুল দ্রাবিড়ও। ক্রিকেট ইতিহাসে অন্যতম সফল দুই তারকার অভিজ্ঞতা ও মগজাস্ত্র সম্পদ গোলাপি ব্রিগেডের।

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ : ১২৪, যশস্বী জয়সওয়াল
সর্বাধিক রান : ৩৫৯৬, সঞ্জু স্যামসন
সর্বোচ্চ স্কোর : ২২৬/৬, পাঞ্জাব কিংস (২০২০)

সর্বনিম্ন : ৫৮, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (২০০৯)
সেরা বোলিং : ৫/১৮, সন্দীপ শর্মা (মুম্বই, ২০২৪)

টিম অ্যানথেম : হল্লা বোল
ম্যাসকট : সিংহ (মচু সিং)

সম্ভাব্য একাদশ : যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসন (অধিনায়ক), নীতীশ রানা, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেল, শিমরন হেটমেয়ার, জোফ্রা আর্চার, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা, মহেশ থিকশানা, সন্দীপ শর্মা ও তুষার দেশপান্ডে।

একান্ত সাক্ষাৎকারে কেকেআর কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত

চ্যাম্পিয়ন তকমা ভুলে শুরু করো নতুনভাবে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ। দরজায় কড়া নাড়া শুরু আইপিএলের।

একে একে কলকাতায় পা রাখতে শুরু করেছেন আজিঙ্কা রাহানে, আনরিচ নর্তজে, রামনদীপ সিংরা। রাতের দিকে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতও। কলকাতায় পা রাখার আগে মুম্বই বিমানবন্দর থেকে মোবাইলে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন নাইটদের কোচ। ঘোষণা করে দিলেন, শেষবার কেকেআর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, সেটা ভুলে যাওয়ার সময় হয়েছে। নতুনভাবে শুরু করতে হবে ২২ মার্চ থেকে।

নতুন মরশুম, নতুন শুরু

দুর্দান্ত একটা আইপিএল মরশুমের অপেক্ষায় আমরা সবাই। সবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ হয়েছে। হয়তো ক্রিকেটপ্রেমীরা এখনও রোহিত শর্মাদের খেতাব জয়ের ঘোরের মধ্যে রয়েছে। আর কয়েকদিনের মধ্যে সেই ঘোর কেটে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ শেষ কয়েক বছর ধরে আইপিএল ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের রক্তে মিশে গিয়েছে।

প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষ আরসিবি

২২ মার্চ দারুণ একটা ম্যাচ হবে ইডেন গার্ডেন্সে। মুম্বইয়ে কয়েকদিন আগে আমাদের প্রথম পর্বের প্রস্তুতি শিবির শেষ হয়েছে। আগামীকাল থেকে ইডেনে শুরু হচ্ছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবির। তার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে, আইপিএলের মতো বড় মঞ্চে শুরুটা ভালো হওয়া খুব প্রয়োজন। আর শুরু ভালো হলে গাড়ির গতি এমনিই এগিয়ে যাবে।

আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার

(হাসি) রজতকে বহু বছর ধরে চিনি, জানি। মধ্যপ্রদেশ দলের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার ও। ব্যক্তিগতভাবে আমি ওকে নিয়ে খুশি। অল্প বয়সে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মতো দলের নেতা হওয়ার সুযোগ পেয়েছে ও। তবে আইপিএলে ওর আর আমার ভূমিকাটা আলাদা।

নতুন অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে

রাহানে অসম্ভব ঠান্ডা মাথার ছেলে। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। নেতৃত্ব দেওয়ার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ওর মতো ক্রিকেটার যে কোনও দলের সম্পদ। সবচেয়ে বড় কথা, বাকি ক্রিকেটাররা রাহানেকে শ্রদ্ধা করে।

কেন অধিনায়ক রাহানে

দেখুন নেতৃত্ব একটা বিশেষ আর্ট। সবাই পারে না। রাহানের মধ্যে অধিনায়কের মশলা রয়েছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। অতীত যদি দেখেন, আমরা নীতীশ রানাকেও অধিনায়ক করেছি। ফলে রাহানে নেতা হিসেবে খারাপ হবে না, মিলিয়ে নেবেন আমার কথা। ওর সঙ্গে ভেঙ্কটেশ আইয়ারও রয়েছে সহ অধিনায়ক হিসেবে। ওদের জুটিটা জমে যাবে। মাঠে রাহানের মতো ঠান্ডা মাথা দলের নেতা হিসেবে থাকলে অনেক কাজ সহজ হয়ে যাবে।

স্টার্ক-সল্টের না থাকা

দল হিসেবে শেষ মরশুমে আমরা দারুণ পারফর্ম করেছিলাম। কিন্তু নিলামের আসরে পুরো দল ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। সেটা হয়ও না। তাই যারা নেই, তাদের অবদানের কথা মাথায় রেখে আমাদের সামনে তাকাতে হবে।

কোচ হিসেবে বার্তা

একটাই কথা, ভুলে যাও তোমরা চ্যাম্পিয়ন। শেষ মরশুমে কী হয়েছিল, সেটা এখন ইতিহাস। দল হিসেবে নতুন মরশুমে আমাদের নয়া শুরু করতে হবে। চ্যাম্পিয়নশিপ তকমা যত বেশি ভাববেন, ততই চাপে পড়ে যাবেন। তাই অতীতের ট্রফি জয় ভুলে নতুন শুরু খুব প্রয়োজন।

কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে ভক্তদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত।

বরুণের নবজন্ম

ভুলে যাবেন না শেষ কয়েক বছর ধরে আমাদের স্পিন বিভাগ প্রতিযোগিতার অন্যতম শক্তিশালী। শুধু বরুণ চক্রবর্তী কেন, সুনীল নারায়ণও আমাদের স্পিন বিভাগের বড় ভরসা। আসন্ন মরশুমে বরুণ যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে শুরু করবে, সেটা নিশ্চিতভাবে আমাদের দল হিসেবে আরও ভরসা দেবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে স্বপ্নের বোলিং করেছে ও। ওই ছন্দ কেকেআরের ম্যাচেও ও চালিয়ে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

উমরান, নর্তজের চোট

নর্তজে ফিট বলেই শুনেছি। আজ কলকাতায় ওর পৌঁছে যাওয়ার কথা। তবে উমরান মালিকের চোটের বর্তমান অবস্থা নিয়ে নিশ্চিত নই আমি। ওরা ছাড়াও আমাদের পেস বিভাগ বেশ শক্তিশালী। হর্ষিত রানার কথা তো আপনি জানতেই চাইলেন না (হাসি)।

ভেঙ্কটেশের ব্যাটিং অর্ডার

(হাসি) আরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করতে দিন। পরে ভাবা যাবে। তবে ভেঙ্কি যে কোনও পজিশনে ব্যাটিং করতে পারে। স্পষ্ট বলছি, শ্রেয়স আইয়ার-মিচেল স্টার্ক-ফিল সল্টদের মতো কে আছে, কে নেই, কার কী ব্যাটিং অর্ডার সেই সব নিয়ে না ভেবে নতুন শুরুর লক্ষ্যে আমরা তৈরি।

সমর্থকদের বার্তা

দয়া করে অতীতের মতো আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা সেরাটা দিয়ে আপনাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখব না।

আইপিএলের শুরুতে অনিশ্চিত উমরান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চ : অপেক্ষার আর মাত্র কয়েকটি দিন। ২২ মার্চ থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে অষ্টাদশ আইপিএল। সেই আইপিএলের চূড়ান্ত প্রস্তুতির লক্ষ্যে আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন কলকাতা নাইট রাইডার্স অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, রামনদীপ সিং সহ একঝাঁক ক্রিকেটার। বিদেশিদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কুইন্টন ডি কক ও আনরিচ নর্তজেও পৌঁছে গিয়েছেন কলকাতায়। নাইটদের ক্যারিবিয়ান ব্রিগেড আগামীকাল ভোরে কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছে। আর আগামীকাল বিকেল পাঁচটা থেকে ক্রিকেটের নন্দনকাননে চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে নেমে পড়ছে টিম কেকেআর।

আজ নাইটদের অনুশীলন শুরু

শেষবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কেকেআর। পরে নিলামের আসরের মাধ্যমে নাইটদের স্কোয়াডে নানা বদল হয়েছে। সেই বদলে যাওয়া স্কোয়াডে নাইট বোলিংয়ের ভরসা হিসেবে মনে করা হচ্ছিল কাশ্মীরের উমরান মালিককে। তবে আপাতত তাঁর কলকাতায় আসা হচ্ছে না। কোমরের চোটে কাবু উমরান আপাতত বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব করছেন। ঠিক কবে ফিট হয়ে উমরান দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন, স্পষ্ট নয়। নাইটদের অন্দরের খবর, প্রতিযোগিতার শুরুর দিকে উমরানকে পাওয়া যাবে না। উমরানকে না পেলেও কেকেআরের পেস আক্রমণ নিয়ে অবশ্য সমস্যা নেই। হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরাদের পাশে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্পেনসার জনসন ও দক্ষিণ আফ্রিকার নর্তজে।

এদিকে, ২২ মার্চের কেকেআর বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ নিয়ে কলকাতা জুড়ে উন্মাদনা বেড়েই চলেছে। টিকিটের হাহাকার শুরু হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যেই আগামী ৬ এপ্রিল ইডেনে কেকেআর বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচ নিয়ে জট এখনও কাটেনি। ৬ এপ্রিল রামনবমী। সেই কারণে কলকাতা পুলিশ নিরাপত্তা দিতে পারবে না বলে জানিয়েছে সিএবি-কে। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে সেই তথ্য আগেই জানানো হয়েছে। বোর্ড বলেছে, ম্যাচের দিন পরিবর্তন সম্ভব নয়। ফলে কেকেআর বনাম লখনউ ম্যাচ অন্য কোনও শহরে হতে পারে, এমন সম্ভাবনা বাড়ছে বলে খবর।

মারাদোনার মৃত্যুর বিচার প্রক্রিয়া শুরু

বুয়েনস আয়ার্স, ১১ মার্চ : দিয়েগো মারাদোনার মৃত্যুর পর চার বছর কেটে গিয়েছে। তবুও কিছু প্রশ্নের উত্তর আজও অজানা। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির মৃত্যুর অন্যতম কারণ কি চিকিৎসায় গাফিলতি?

২০২০ সালের অক্টোবরে মারাদোনার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার হয়। তাঁর মৃত্যু হয় সেই বছরের নভেম্বরের ১৫ তারিখ। যদিও তার আগে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি সুস্থ হয়ে উঠছিলেন বলে জানা যায়। এদিকে পরিবার ও অনুরাগীদের অভিযোগ চিকিৎসকদের গাফিলতিতেই মারাদোনার মৃত্যু হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তও চলছে।

সবমিলিয়ে মোট আট চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ছিলেন দিয়েগো। অভিযোগ তার মধ্যে সাতজনের বিরুদ্ধে। পরিবারের দাবি, মৃত্যু হতে পারে জানা সত্ত্বেও চিকিৎসার সময় কোনও এক পদক্ষেপ করা হয়েছিল। গত বছরের সেপ্টেম্বরে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর কথা থাকলেও তখন তা পিছিয়ে যায়। অবশেষে মঙ্গলবার সাত চিকিৎসককে নিয়ে তা শুরু হয়েছে। চলবে চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত। যেখানে একশোরও বেশি মানুষ সাক্ষী দেবেন বলে খবর। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই চিকিৎসকদের ৮ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত কারাবাসের সাজা হতে পারে।

ফর্মুলা ওয়ানে আরও এক ভারতীয়

বেঙ্গালুরু, ১১ মার্চ : করুণ চন্দক, নারায়ণ কার্তিকেয়নের পর এবার কুশ মাইনি। ফর্মুলা ওয়ানের ট্র্যাকে আরও এক ভারতীয়।

করুণ ও নারায়ণকে ফর্মুলা ওয়ানে স্টিয়ারিং হাতে আগেই দেখা গিয়েছে। এবার টেস্ট ড্রাইভার ও রিজার্ভ দলের সদস্য হিসাবে বছর চব্বিশের কুশকে বেছে নিয়েছে টিম অ্যালপাইন। দীর্ঘদিন ধরেই তাদের অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কুশ। এতদিন মূলত ফর্মুলা টু প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে এসেছেন। পাঁচটি খেতাব রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। জিতেছেন হাঙ্গেরি ওপেন। অ্যালপাইন সমাজমাধ্যমে এক বিবৃতি দিয়ে তাদের দলে কর্ণাটকের এই ড্রাইভারের অন্তর্ভুক্তির কথা জানিয়েছে।

স্বীকৃতি পাইনি, কেকেআর নিয়ে অভিমানী শ্রেয়স

ঋষভ ভাসলেন স্মৃতির সরণিতে

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : ভারতীয় দলের জার্সিতে সফল প্রত্যাবর্তন।

ভারতের তিন নম্বর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের অন্যতম কারিগরও। সামনে নতুন লক্ষ্য। পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক হিসেবে দলকে প্রথম আইপিএল ট্রফির স্বাদ দেওয়া। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সাফল্য, আগামী লক্ষ্যের মাঝে শ্রেয়স আইয়ার কিছুটা অভিমানী গতবারের ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নিয়ে।

দুবাইয়ে লক্ষ্যপূরণ শেষে দেশে ফিরে এক সাক্ষাৎকারে শ্রেয়স ঘুরিয়ে আঙুল তুললেন কেকেআরের দিকে। জানান, ২০২৪ সালে কেকেআরের হয়ে আইপিএল জেতা সত্ত্বেও প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি। কে কী বলল, কখনও পাত্তা দেন না। নিজের সন্তুষ্টিকেই সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তারপরও অভিমান যাচ্ছে না।

> ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আইপিএল জেতার পর যে স্বীকৃতি প্রাপ্য ছিল তা পাইনি। তবে দিনের শেষে সবচেয়ে গুরুত্ব নিজের কাছে সৎ থাকা। বিশেষত, কেউ যখন তোমাকে পাত্তা দেবে না, তখন সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মূল কথা তুমি কী করছ। সেদিক থেকে আমার ফোকাস সর্বদা নিজের ক্রিকেটে থাকে।
>
> **শ্রেয়স আইয়ার**

শ্রেয়স বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আইপিএল জেতার পর যে স্বীকৃতি প্রাপ্য ছিল তা পাইনি। তবে দিনের শেষে সবচেয়ে গুরুত্ব নিজের কাছে সৎ থাকা। বিশেষত, কেউ যখন তোমাকে পাত্তা দেবে না, তখন সঠিক পদক্ষেপ করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মূল কথা তুমি কী করছ। সেদিক থেকে আমার ফোকাস সর্বদা নিজের ক্রিকেটে থাকে।'

কঠিন পরিস্থিতিতে দুবাইয়ে বেশ কিছু দুর্দান্ত ইনিংস উপহার দিয়েছেন। শট খেলার অনায়াস দক্ষতা প্রশংসিত হয়েছে। শ্রেয়সের কথায়, পরিস্থিতি অনুধাবন করেই শট নির্বাচন তাঁর ব্যাটিংয়ের মূল ইউএসপি। নিজের ওপর সবসময় বিশ্বাস রেখেছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন কঠিন পরিস্থিতিতে দল, সতীর্থদের পাশে থাকার তাগিদকে। যে ভাবনার ফসল চলতি সাফল্য।

ঋষভ পন্থের কাহিনী কিছুটা উলটো। আকাশ থেকে একেবারে বাস্তবের আয়নার সামনে। দলে থেকেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ মেলেনি। হতাশা কাটিয়ে উঠতে আইপিএলকে মঞ্চ করতে মরিয়া ঋষভ। সঙ্গে লখনউ সুপার জায়েন্টসের নেতৃত্বের গুরুভার। তার প্রাক্কালে অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে আবেগতাড়িত ঋষভ। রুরকি থেকে ক্রিকেটের টানে দিল্লি আসা, তারক সিনহা স্যারের হাতে পড়ে জীবন বদলে যাওয়ার গল্প শোনালেন।

ঋষভ বলেছেন, 'সবসময় উঁচু শট খেলতাম। আমার স্কোরিং শটের ৮০ শতাংশ ছিল ওই রকম। তারপর তারক

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে ভারতে ফিরলেন শ্রেয়স আইয়ার।

স্যারের হাতে পড়ি। তিনি খুব রেগে যেতেন। সাফ বলে দেন, আগে রক্ষণ ঠিক করো। যদি রক্ষণে মাস্টার হতে পারো, তাহলে তুমি সবকিছুতে মাস্টারি করতে পারবে। উনি বুঝে গিয়েছিলেন বিগ হিট আমি রপ্ত করে ফেলেছি, দরকার রক্ষণ ঠিক করা। তার ওপরই জোর দিয়েছিলেন।'

ছোটবেলায় জিমনাস্টিক্স করতেন। সেটাই নমনীয় এবং অ্যাক্রোবেটিক শরীরের মূল কারণ। ঋষভের কথায়, 'খুব ছোটবেলায় জিমনাস্টিক্স করতাম। কোচ বলতেন, সুস্থ শরীর পেতে জিমনাস্টিক্সের গুরুত্বের কথা। ভারতীয় দলের ট্রেনার বসু স্যরও (শংকর বসু) একবার বলেছিলেন, জিমনাস্টিক্সের সুবিধা পাচ্ছি আমি। আমার ফিটনেসের ক্ষেত্রে জিমনাস্টিক্সের বিশাল ভূমিকা।'

জাতীয় দলে আশিসের বদলে অভিষেক

আশিস রাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চ : আশিস রাই জাতীয় শিবিরে যোগ দিচ্ছেন না, আগেই ক্লাবসূত্রে খবর ছিল। মানোলো মার্কুয়েজও তাঁর পরিবর্ত এবার বেছে নিলেন। পাঞ্জাব এফসি-র ডিফেন্ডার অভিষেক সিং টেকচামকে ডেকে নেওয়া হল। প্রসঙ্গত, ২৫ মার্চ বাংলাদেশের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপের প্রথম ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। যে দলে অবসর ভাঙিয়ে ফেরানো হয়েছে সুনীল ছেত্রীকে। এছাড়াও ১৯ তারিখ ভারতীয় দল একটি প্রস্তুতি ম্যাচ মালদ্বীপের বিপক্ষে। এই দুই ম্যাচের জন্য ইতিমধ্যেই দল বেছে নিয়েছেন মানোলো। বুধবার পর্যন্ত হয়ে আপাতত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আইএসএল। তারপর দিন থেকেই প্রস্তুতি শিবির শুরু করবেন মানোলো। যদিও সূত্রের খবর, দিন দুয়েক দেরিও হতে পারে শিবির শুরু হতে। কারণ লম্বা লিগের কারণে ফুটবলাররা বেশিরভাগই ক্লান্ত।

লিগ শীর্ষে ডায়মন্ড

কলকাতা, ১১ মার্চ : আই লিগ টু-এর পয়েন্ট টেবিলে আরও এগিয়ে গেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। মঙ্গলবার ক্লাসাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দেয় মোহনবাগানকে আই লিগ এনে দেওয়া কোচ কিবু ভিকুনার দল। ম্যাচের শুরুতে পিছিয়ে পড়েও তিন গোল করে জয় তুলে নেয় তারা। ২১ মিনিটে গোল হজমের পর প্রথমার্ধেই ডায়মন্ডকে সমতায় ফেরান গিরিক খোসলা। দ্বিতীয়ার্ধে বাকি দুইটি গোল নরহরি শ্রেষ্ঠা ও শেলটন নিকসনের। এই জয়ের ফলে ৯ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষেই রইল ডায়মন্ড হারবার।

ভারতের 'বি' দলও ফাইনালে উঠত : ভন

লন্ডন, ১১ মার্চ : ভারতের 'বি' দলও পাকিস্তানকে হারাবে।

সুনীল গাভাসকারের যে বক্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ভারতীয় কিংবদন্তিকে মুখ সামলে কথা বলার পরামর্শও দেন ইনজামাম-উল-হক। এদিন গাভাসকারের বক্তব্যে কার্যত সিলমোহর দিলেন মাইকেল ভনও। ভারত-বিরোধী হিসেবে পরিচিতি প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়কের মতে, খেললে ভারতীয় 'বি' দলও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে উঠত!

মাইকেল ভন নিজেই সেই 'বি' দল গড়ে দিয়েছেন। দাবি করেছেন, তার ভারতীয় 'বি' টিম ফাইনালে উঠত। ভারতীয় দলের রিজার্ভ বেঞ্চের শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করে এই কথা বলেন ভন। নিজের টিমে রেখেছেন রোহিত ব্রিগেডে থেকেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একটা ম্যাচও না খেলা ঋষভ পন্থ, ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদীপ সিংকে। আছেন চোটের জন্য খেলতে না পারা জসপ্রীত বুমরাহও।

নিজের এক্স হ্যান্ডলে ভন লিখেছেন, 'যশস্বী জয়সওয়াল, তিলক ভার্মা, অভিষেক শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্থ, নীতীশ কুমার রেড্ডি, যুযবেন্দ্র চাহাল, অর্শদীপ সিং, জসপ্রীত বুমরাহ ও রবি বিষ্ণোই-এই দলটাও ফাইনাল খেলত। সাদা বলের ফরম্যাটে যা ভারতীয় ক্রিকেটের শক্তি বুঝিয়ে দেয়।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক দলে থাকলেও শেষ মুহূর্তে চূড়ান্ত দল থেকে বাদ পড়েন যশস্বী। একইভাবে ছিটকে যান বুমরাহও। তাঁর বাছাই করা দলের অধিনায়কের নাম ঘোষণা না করলেও ভন বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যই পছন্দ।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে না পারা জসপ্রীত বুমরাহ মজে রয়েছে বিয়েতে। এরই মাঝে মাইকেল ভন তাঁকে ভারতের 'বি' দলে জায়গা দিলেন।

বরুণকে সেরা বলছেন অশ্বীন

এদিকে রাচিন রবীন্দ্র নয়, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের দাবি, টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার হওয়া উচিত ছিল বরুণ চক্রবর্তীর। গ্রুপ লিগের তৃতীয় ম্যাচে প্রথমবার মাঠে নেমে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে বরুণ, যা ভারতীয় দলের বোলিং সম্পর্কে প্রতিপক্ষের ভাবনাকে বদলে দেয়। তিন ম্যাচে ৯ উইকেট নেওয়া বরুণই যথার্থ অর্থে টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার।

রাখঢাক না করেই অশ্বীন বলেছেন, 'আমার মতে সেরা বরুণই। গোটা টুর্নামেন্টে ও খেলেনি। কিন্তু তারপরও বিশাল ব্যবধান গড়ে দিয়েছে। যদি ও না থাকত, তাহলে পরিস্থিতি অন্যরকম হত। এক্স ফ্যাক্টর

> আমার মতে সেরা বরুণই। গোটা টুর্নামেন্টে ও খেলেনি। কিন্তু তারপরও বিশাল ব্যবধান গড়ে দিয়েছে। যদি ও না থাকত, তাহলে পরিস্থিতি অন্যরকম হত। এক্স ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। এই কারণে আমি হলে বরুণকেই বাছতাম ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

হয়ে ওঠে। এই কারণে আমি হলে বরুণকেই বাছতাম ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট। ফাইনালে গ্লেন ফিলিপসের আউটটা দেখুন। দারুণভাবে গুগলিটা ব্যবহার করল। প্রতিটি ম্যাচেই এই ছাপ রেখেছে। সেরার শিরোপা ওর প্রাপ্য ছিল।'

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ হওয়া। অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে হার। চাপ কাটিয়ে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। রোহিত শর্মা-গৌতম গম্ভীর জুটির যে সাফল্যে খুশি অশ্বীন। দুর্দান্ত সব পদক্ষেপ নিয়েছে, যা ছবিটা বদলে দিতে সাহায্য করেছে। বুমরাহকে ছাড়া চ্যাম্পিয়ন হওয়া কৃতিত্বের। পাশে দাঁড়ালেন কুলদীপ যাদবের। অশ্বীন বলেছেন, 'আমার বন্ধু দীনেশ কার্তিকের মতে, টুর্নামেন্ট মোটেই ভালো কাটেনি কুলদীপের। আমি একেবারেই সহমত নই। বরুণকে দারুণভাবে ব্যবহার করেছে রোহিত। কিন্তু তার মানে এই নয় কুলদীপ ভালো পারফর্ম করেনি। সেমিফাইনালে উইকেট পায়নি। সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। ফাইনালে নিজের দক্ষতা বুঝিয়ে দিল।'

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ প্রিয় মা এবং বাবা, তোমাদের ২৫তম বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা, তোমরা প্রমাণ করেছ যে, একে অপরের যত্ন নিলে ভালোবাসা চিরস্থায়ী হয়। ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন। – **সৌভিক**

আইএসএল সুপার সিক্সে মুম্বই সিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চ : আইএসএল গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসি-কে ২-০ গোলে হারিয়ে সুপার সিক্সে জায়গা করে নিল মুম্বই সিটি এফসি।

প্রথম দুইয়ে থেকে সরাসরি সেমিফাইনালে খেলা আগেভাগেই পাকা করে ফেলেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়া। এদিকে, এদিন হারের পর জামশেদপুর এফসি ও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র সঙ্গে বেঙ্গালুরুও গ্রুপ পর্ব শেষ করল ৩৮ পয়েন্টে। টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী তিন নম্বরে থেকে প্লে-অফে খেলবে নর্থইস্ট। চার নম্বরে বেঙ্গালুরু ও পাঁচে জামশেদপুর। ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে মুম্বই প্লে-অফে খেলবে ছয় নম্বর দল হিসাবে। যদিও প্লে-অফে এই চারটি দল কে কার বিরুদ্ধে খেলবে তা এখনও আইএসএল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়নি। তবে প্রথম নকআউটের জয়ী দলের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল খেলবে বাগান। আরেকদিকে গোয়া খেলবে দ্বিতীয় নকআউটের বিজয়ী দলের সঙ্গে। চূড়ান্ত না হলেও শোনা যাচ্ছে, প্লে-অফের দুইটি ম্যাচ হতে পারে ২৯ ও ৩০ মার্চ।

বড় ম্যাচে ১০ গোল ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ১১ মার্চ : প্রথম ডিভিশন ক্যালকাটা হকি লিগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে দশ গোল দিল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদ ম্যাচ জিতল ১০-১ গোলে। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল অর্শদীপ সিং, জাইদ খান ও পারমোদের। বাকি চারটি গোল করেন নভজ্যোৎ সিং, মেহাকদীপ সিং, পারদীপ সিং ও কোহিনূরপ্রীত সিং। সাদা-কালোর একমাত্র গোলটি কাইফের।

কোয়ার্টারে রতন-পাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের প্রকাশচন্দ্র সাহা ট্রফি অকশন ব্রিজে মঙ্গলবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন রতন বিশ্বাস-পাপন মজুমদার, সৌরভ ভট্টাচার্য-প্রদীপ বসু, শুভঙ্কর বসাক-শুভঙ্কর ঘোষ, অচিন্ত্য সরকার-বিজয় রায়, সুশীল হালদার-অনুপ সরকার, বাবুয়া ঘোষ-বাচ্চু সরকার, পূর্ণেন্দু গাঙ্গুলি-তাপস কর ও মৃগাঙ্ক রায়-দিলীপকুমার সাহা। বুধবার থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল শুরু হবে।

গোর্খা কাপ বক্সিং এপ্রিলে

বাগডোগরা, ১১ মার্চ : শিলিগুড়ি বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের গোর্খা কাপ পুরুষ ও মহিলাদের বক্সিং ২৩-২৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতাটি হবে বাগডোগরার পাইওনিয়ার গ্রাউন্ডে। প্রতিযোগিতায় ২৭টি দল অংশ নেবে।

অসহযোগিতার জবাব আজ মাঠে দিতে চায় ইস্টবেঙ্গল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ মার্চ : আর্কাদাগ প্রকৃত অর্থে ঠিক শহর নয়। এটা আসলে একজন মানুষের ব্যক্তিগত স্বপ্ন।

যে কোনও স্বপ্নই সুন্দর হয় সাধারণত। কিন্তু মুশকিল হল, স্বপ্নটা যদি একজন স্বেচ্ছাচারীর হয়, তাহলে সেটা সুন্দর তো হয়ই না, বরং কিছু ক্ষেত্রে অন্যদের জন্য ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আর সেটাই হয়েছে এই আর্কাদাগ শহরের ক্ষেত্রে। মাত্রই বছর তিনেক আগে তুর্কমেনিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গুরবানগুলি বেরদিমুহামেদভ এই শহরটাকে তৈরি করান। তুর্কমেন ভাষায় আর্কা শব্দটার মানে হল পিছনে এবং দাগ মানে পর্বত। অর্থাৎ পর্বতমালা যেখানে শহরবাসীকে পিছন থেকে আগলে রাখবে। গুরবানগুলির স্বপ্নের শহরকে হয়তো আশপাশের পর্বতরাজি আগলে রেখেছে কিন্তু একইসঙ্গে বিচ্ছিন্ন করেছে সারা পৃথিবী থেকেই। এখানে বাইরের কোনও মানুষেরই প্রবেশ নিষেধ। ফলে প্রবেশ নিষেধ বাইরের কোনও বাস, ট্রেন, ট্রাম কোনওকিছুরই। এমনকি স্থানীয় মানুষের নিজস্ব গাড়ি ছাড়া পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যাকে বলে, সেসবও নেই। এমনকি কোনও আমেরিকান বা ইউরোপীয় অ্যাপ বা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসেরও প্রবেশ নিষেধ এখানে। এহেন ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যেই খেলতে যেতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। ওখানে বাইরে বেরোতে হলে এলও অর্থাৎ লোকাল অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে হবে। নাহলে 'আপনাদের প্রাণের দায় আপনাদের নিতে হবে,' এটাই পরোক্ষে বলে দেওয়া হয়েছে লাল-হলুদ বাহিনীকে। অর্থাৎ বাইরে বেরোলে যদি সামরিক বাহিনীর গুলির সামনে পড়তে হয় কী পুলিশ গ্রেপ্তার করে তার দায় এফকে আর্কাদাগ নেবে না।

কিন্তু খেলতে গিয়ে এই সব প্রসঙ্গ তুললে মানুষ অজুহাত বলে কটাক্ষ করতে পারে। তাই এসবের মধ্যেই সোমবার এবং মঙ্গল, দুই দিন ওখানে দল নিয়ে প্রস্তুতি সারলেন অস্কার ব্রুজোঁ। তিনি এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'আমাদের দেশে যখন আর্কাদাগ খেলতে যায় তখন আমাদের কাছে সবথেকে ভালো সুযোগ ছিল টুর্নামেন্টে নিজেদের জায়গা ধরে রাখার। কিন্তু ওরা ওদের কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়েছে। এবার আমাদের তুর্কমেনিস্তানে এসে দেখাতে হবে যে আমরাও ওদের হারাতে পারি। আর্কাদাগ যেহেতু তাদের মরশুমে গত নভেম্বরে শেষ করেছে তাই ওদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য আমাদের হাতে ছিল না। সেটা এখন খানিকটা আছে। আর মাঠ সম্পর্কেও অবহিত আমরা। আমরা ভারতে আইএসএল যে মাঠে খেলি তার থেকে এটা সম্পূর্ণ আলাদা। তাই ম্যাচে কারা সেট পিস, ট্রানজিশন, সেকেন্ড বল এবং লম্বা থ্রু রাখতে পারছে, এসব কিছুর উপরই ফলাফল নির্ভর করবে। একইসঙ্গে শারীরিক সক্ষমতাও একটা ফ্যাক্টর হতে পারে। তবে আমাদের ক্লাবের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ফলাফল সবথেকে ভালো। আশা করছি বুধবার আমরা ভারতের সুনাম বজায় রেখে জিতে ফিরব।' যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দেখা গিয়েছে, আর্কাদাগ দলটা শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। একইসঙ্গে এদেশের ফুটবলের মান যাই হোক না কেন, আইএসএল প্রতিটি ক্লাব দলেরই হোম গ্রাউন্ড অত্যন্ত উচ্চমানের। সেখানে আর্কাদাগের মূল স্টেডিয়ামের মাঠের হালও অত্যন্ত খারাপ। দলে তেমন পরিবর্তনের সুযোগ কম অস্কারের। তাই হয়ত কলকাতায় প্রথম দফার দলটাই শুরু করবে। একটাই ভালো দিক হল, প্রতিপক্ষ সম্পর্কে প্রথম দফায় তেমন কোনও তথ্য না থাকলেও এই ম্যাচের আগে যে অনেককিছুই সংগ্রহ করে ফেলেছেন তাঁরা, সেকথা নিজেই জানাচ্ছেন অস্কার। এখন দেখার তাঁর সেই তথ্যের জোরে এখানকার যাবতীয় অসহযোগিতার জবাব মাঠে জিকসন সিং-দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসরা দিতে পারেন কি না।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ

এফকে আর্কাদাগ বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : বিকেল ৪টা, **স্থান :** আর্কাদাগ

সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

এফকে আর্কাদাগ ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের রিচার্ড সেলিস। মঙ্গলবার।

লোকেশের না, দিল্লির নেতৃত্বে হয়তো অক্ষর

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ক্যাম্পে যোগ দিলেন হার্দিক

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : দেশের পর এবার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট।

আবারও ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে আদাজল খেয়ে নেমে পড়া। টিম ইন্ডিয়ার জায়গায় এবার লড়াই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে আইপিএল মঞ্চে। দুবাই থেকে দেশে পা রেখেই যে কাজ শুরুও করে দিচ্ছেন হার্দিক পান্ডিয়া। গতবার অধিনায়ক হিসেবে মুম্বইয়ে প্রত্যাবর্তন ঘিরে ধুন্ধুমার বেধে যায়। ব্যক্তিগত ও দলগত পারফরমেন্স (দশ দলের লিগে লাস্ট বয়) ঘেঁটে যায় যে বিতর্কের জেরে।

২০২৪ সালের হতাশার ছবিটা এবার বদলাতে মরিয়া নীতা আম্বানির দল। ২৩ মার্চ, লিগের দ্বিতীয় দিনে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু মুম্বইয়ের। হেডকোচ মাহেলা জয়বর্ধন দলের বাকি খেলোয়াড়দের নিয়ে ইতিমধ্যে অনুশীলনে নেমেও পড়েছেন। সোমবার নমন ধীর, বেভান জেকবস, রবিন মিঞ্জ, শ্রীজিথ কৃষান, রাজ অঙ্গদ বাওয়া, অশ্বিনী কুমার, ভিগনেশ পুথুরদের মতো ইয়ং ব্রিগেডকে নিয়ে পুরোদমে নেট সেশনও সারেন।

এবার একে একে যোগ দেবেন জাতীয় দলের তারকারা। মন্থর ওভাররেটের কারণে এক ম্যাচের নির্বাসন হার্দিকের। ফলে চেন্নাই ম্যাচে খেলতে পারবেন না। তবে দেশে ফিরে কালবিলম্ব করেননি। যোগ দিয়েছেন দলের শিবিরে। ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রের খবর, পরিবারের সঙ্গে দুই-একদিনের ছুটি কাটিয়ে যোগ দেবেন দলের সফলতম প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মাও।

এদিকে, টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বড় ধাক্কা লখনউ সুপার জায়েন্টস শিবিরে। আইপিএলের প্রথমার্ধে নাকি পাওয়া যাবে না ১৫০ কিলোমিটার গতির পেসার মায়াঙ্ক যাদবকে। চোটপ্রবণ মায়াঙ্ক মাস পাঁচেক আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অভিষেকের পর চোট পেয়ে মাঠের বাইরে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বেঙ্গালুরুস্থিতি 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স'-এ এখন রিহ্যাবে রয়েছেন। বোলিং শুরু করলে পুরো ছন্দে ফিরতে সময় লাগবে। ফলস্বরূপ, মেগা লিগের প্রথম ভাগে মায়াঙ্কের গতিকে ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে না সঞ্জীব গোয়েঙ্কার টিম লখনউ।

কয়েকদিন আগে মায়াঙ্ককে নিয়ে লখনউয়ের টিম ডিরেক্টর জাহির খান বলেছেন, 'আমরা ২০২৫ আইপিএলে ওকে খেলাতে আগ্রহী। তবে ১০০ শতাংশ নয়, ওর ফিটনেস নিয়ে ১৫০ শতাংশ নিশ্চিত হয়েই খেলানোর প্রশ্ন। মায়াঙ্ককে পেতে আমরা মরিয়া। তবে কোনওরকম ঝুঁকির পথে হাঁটব না আমরা।'

এদিকে, দিল্লি ক্যাপিটালস নেতৃত্বের প্রস্তাব দিলেও তা নাকি ফিরিয়ে দিয়েছেন লোকেশ রাহুল। ফ্র্যাঞ্চাইজির এক আধিকারিকের দাবি, 'অক্ষর প্যাটেল সম্ভবত ২০২৫ আইপিএলে দলের অধিনায়ক হচ্ছেন। দলের তরফে লোকেশের সঙ্গে কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ও চাইছে সাধারণ সদস্য হিসেবেই দলে অবদান রাখতে।' ফলস্বরূপ অক্ষরে আস্থা পার্থ জিন্দালদের। ২০১৯ থেকে অক্ষর দিল্লি ক্যাপিটালসে আছেন। ভারতীয় টি২০ দলের সহ অধিনায়ক অক্ষর ব্যাটে-বলে কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছেন।

ভারতে পৌঁছেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে চলে এলেন হার্দিক পান্ডিয়া। মঙ্গলবার।

পিসিবি-আইসিসি সংঘাত জারি

আইসিইউ-তে পাক ক্রিকেট : আফ্রিদি

লাহোর, ১১ মার্চ : ক্রিকেট কর্তাদের ভুল পদক্ষেপের জন্য আইসিইউ-তে পাকিস্তান ক্রিকেট। এমনই দাবি শাহিদ আফ্রিদির। প্রাক্তনের মতে, যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেন, ক্রিকেট সম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা নেই। অথচ, তাঁরাই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছে। ফল সবার চোখের সামনে।

নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য টি২০ দলে ফেরানো হয়েছে শাদাব খানকে। তাও একেবারে সহ অধিনায়কের ভূমিকায়। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আফ্রিদির অভিযোগ, 'কীসের ভিত্তিতে শাদাবকে ফেরানো হল। বেশ কিছুদিন জাতীয় দলের বাইরে রয়েছে। আর ঘরোয়া ক্রিকেটে ওর পারফরমেন্স কোথায়? অথচ তারপরও প্রত্যাবর্তন! প্রতিটি ব্যর্থতার পর প্রস্তুতির কথা বলি আমরা। দলে কাটাছেঁড়াকে গুরুত্ব দিই। কিন্তু বাস্তব হল, এই রকম ভুলভাল পদক্ষেপের কারণেই পাকিস্তান ক্রিকেট আইসিইউ-তে।'

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) শীর্ষপদে বারবার পরিবর্তনের প্রভাব নিয়েও সরব। আফ্রিদির মতে, বোর্ডের কাজ, পলিসিতে কোনও ধারাবাহিকতা নেই। বারবার অধিনায়ক বদলানো হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে কোচিং স্টাফ, দল। কিন্তু বোর্ড আধিকারিকদের দায়বদ্ধতার হিসেব কে রাখবে? আফ্রিদি আরও বলেছেন, 'খারাপ লাগে, যখন দেখি নিজের কাজ বাঁচানোর জন্য কোচেরা প্লেয়ারদের কাঠগড়ায় তুলছে। আর কোচ, অধিনায়কের মাথার ওপর সবসময় খাঁড়া ঝুলছে। এভাবে পাক ক্রিকেটের উন্নতি সম্ভব নয়।'

পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভিকে নিয়েও ঘুরিয়ে প্রশ্ন তুললেন। আফ্রিদির কথায়, বর্তমান চেয়ারম্যান অত্যন্ত ইতিবাচক মানুষ। কিন্তু সমস্যা হল ক্রিকেট সম্পর্কে ধারণা খুব সীমিত। নিজেই নাকি একবার সেই কথা জানিয়েছিলেন নকভি।

এদিকে, পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানের অতিথি-বিতর্কে আইসিসি-র ব্যাখ্যা মানতে নারাজ পাকিস্তান। আয়োজক পাকিস্তানের প্রতিনিধি না থাকা নিয়ে বিতর্কের দায় পিসিবি-র দিকেই ঠেলেছে জয় শা-র আইসিসি। জানিয়েছে, নকভিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি আসেননি। আইসিসি-র প্রোটোকল অনুযায়ী কোনও বোর্ডের সিইও ডাক পাওয়ার কথা নয়।

“ কীসের ভিত্তিতে শাদাবকে ফেরানো হল। বেশ কিছুদিন জাতীয় দলের বাইরে রয়েছে। আর ঘরোয়া ক্রিকেটে ওর পারফরমেন্স কোথায়? অথচ তারপরও প্রত্যাবর্তন! প্রতিটি ব্যর্থতার পর প্রস্তুতির কথা বলি আমরা। দলে কাটাছেঁড়াকে গুরুত্ব দিই। কিন্তু বাস্তব হল, এই রকম ভুলভাল পদক্ষেপের কারণেই পাকিস্তান ক্রিকেট আইসিইউ-তে।

শাহিদ আফ্রিদি

যদিও যে ব্যাখ্যা মানতে নারাজ পিসিবি। দাবি, পাক সরকারের মন্ত্রী হিসেবে সরকারি কাজে আটকে থাকায় মহসিন নকভি যেতে পারেননি। আর তা জানার পর নিজেদের মতো করে সবকিছু বদলেছে। আয়োজক পিসিবি-র সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন মনে করেনি। আর সিইও নিয়ে যে প্রোটোকলের কথা বলা হয়েছে আইসিসি-র তরফে, তার কোনও যৌক্তিকতা নেই। আশাবাদী, ভুলের জন্য আইসিসি দুঃখপ্রকাশ করবে।

আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে রিচা ঘোষ।

ফাইনালে দিল্লি, জিতলেন রিচারা

মুম্বই, ১১ মার্চ : উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে দিল্লি ক্যাপিটালস। মঙ্গলবার জিতলে ফাইনালে চলে যেত মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কিন্তু তারা ১১ রানে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে হেরে সেই সুযোগ হাতছাড়া করে। প্রিমিয়ার লিগের তৃতীয় মরশুমে এসে মুম্বই ঘরের মাঠ ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে প্রথম হারের স্বাদ পেল। এদিন জিতে বেঙ্গালুরু লিগ তালিকার শেষ স্থান থেকে উঠে চারে শেষ করল। শাবনিম ইসমাইল (৪১/০) ও হেইলি ম্যাথিউজদের (৩৭/২) বিরুদ্ধে শুরু থেকেই ছড়ি ঘুরিয়ে স্মৃতি মান্ধানা (৩৭ বলে ৫৩) ও সাবিনেনি মেঘানা (২৬) দলের বড় স্কোর নিশ্চিত করেন। আরও একবার আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করলেন রিচা ঘোষও (২২ বলে ৩৬)। শেষে এলিসে পেরি (৩৮ বলে অপরাজিত ৪৯) ও জর্জিয়া ওয়েরহ্যাম (১০ বলে অপরাজিত ৩১) দাপট দেখানোয় বেঙ্গালুরু ১৯৯/৩ স্কোরে শেষ করে। জবাবে মুম্বই ৯ উইকেটে ১৮৮ রানে আটকায়। নাতালি স্কিভার-ব্রান্ট ৬৯ ও হরমনপ্রীত কাউর ২০ রানে আউট হন।

এগিয়ে থেকেও সতর্ক রিয়াল

মাদ্রিদ, ১১ মার্চ : লা লিগার দুই পর্বেই ড্র। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে শেষ পাঁচ সাক্ষাতে রিয়াল মাদ্রিদের জয় মাত্র একটা। আর সেটা গত সপ্তাহে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ ষোলোয় প্রথম লেগেই।

বুধবার ফিরতি লেগে এগিয়ে থেকেই মাঠে নামছে কার্লো আন্সেলোত্তির দল। তবে ব্যবধানটা ২-১। যে কারণে বোধহয় একটু বেশিই সতর্ক রিয়াল শিবির। এবার ঘরোয়া লিগে দুরন্ত গতিতে ছুটছে অ্যাটলেটিকো। লা লিগা পয়েন্ট টেবিলেও ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হওয়ার আগে সেটা যেন আরও ভালোভাবে টের পাচ্ছে মাদ্রিদ জায়েন্টরা।

শনিবার লা লিগায় রায়ো ভায়েকানোর বিরুদ্ধে ম্যাচের পর দলকে একটা দিন বিশ্রাম দিয়েছিলেন আন্সেলোত্তি। সোমবারও ভায়েকানো ম্যাচে খেলা ফুটবলারদের সেভাবে অনুশীলন করতে দেখা যায়নি। তবে অ্যাটলেটিকো ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়ায় যা ইঙ্গিত মিলেছে তাতে দলে হয়তো বড়সড়ো কোনও পরিবর্তন করবেন না রিয়াল কোচ। উলটোদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টিকে থাকতে হলে এই ম্যাচে জিততেই হবে দিয়েগো সিমিওনের দলকে। সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করতে হলে আবার কমপক্ষে দুই গোলের ব্যবধানে জিততে হবে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল সবসময়ই ভয়ংকর। সেটাকেই সমীহ করছেন দিয়েগো সিমিওনে। তবে দলের সেরা তারকা হুলিয়ান আলভারেজ দুরন্ত ছন্দে আছেন। নিয়মিত গোল পাচ্ছেন। সেটা অ্যাটলেটিকো শিবিরে যেমন স্বস্তি দিচ্ছে তেমন সতর্ক রাখছে রিয়ালকে।

বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে আর্সেনাল ঘরের মাঠে খেলবে পিএসভি আইন্দহোভেনের বিরুদ্ধে। প্রথম লেগে ৭-১ গোলে জয়ের সুবাদে কোয়ার্টার ফাইনালের পথে এক পা বাড়িয়েই রয়েছে গানাররা। অনেকটা এগিয়ে থাকায় মিকেল আর্তেতা দলে হয়তো বেশ কিছু পরিবর্তন করবেন। এগিয়ে থেকে মাঠে নামছে অ্যাস্টন ভিলাও। প্রথম লেগ ৩-১ গোলে জয়ের পর ঘরের মাঠেও ভিলাকেই এগিয়ে রাখছেন বিশেষজ্ঞরা।

ক্লাব ব্রাগ ম্যাচের প্রস্তুতিতে অ্যাস্টন ভিলার মার্কাস র‌্যাশফোর্ড।

অনুশীলনের সতর্ক নজর রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির। মঙ্গলবার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

লিলে বনাম **বরুসিয়া ডর্টমুন্ড**

সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ বনাম **রিয়াল মাদ্রিদ**

আর্সেনাল বনাম **পিএসভি আইন্দহোভেন**

অ্যাস্টন ভিলা বনাম **ক্লাব ব্রাগ**

সময় : রাত ১.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

কিরণ চন্দ্র ট্রফিতে সেমিফাইনালে এসি কলেজ

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ কিরণ চন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ির এসি কলেজ। মঙ্গলবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে এসি কলেজ তারা ৩ উইকেটে শিলিগুড়ি কলেজকে হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে শিলিগুড়ি কলেজ ৬ উইকেটে ১৩৯ রান করে। জয়দীপ পাল ৪৪ ও অগ্নিভ ভৌমিক ৩২ রান করেন। জবাবে এসি ১৯ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৩ রানে পৌঁছায়। এর সঙ্গে ১৪ রান তারা পায় পেনাল্টি হিসেবে। ভাস্কর রায়ের অবদান ৫০ রান। রজত নাগ ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন। মহম্মদ সিদ্দিক রেজা ১৬, রোহিত চক্রবর্তী ১৮ ও সোহাগ পাল ২২ রানে ২ উইকেট নেন।

নির্ধারিত সময়ে শিলিগুড়ি কলেজ ২০ ওভার করতে না পারার অভিযোগে আম্পায়ারদের খেলা বন্ধ করা নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। শিলিগুড়ি কলেজের কোচ চিরঞ্জিত দাস বলেছেন, 'খেলা বন্ধ করতে হলে আম্পায়ারদের আগে ফিল্ডিং দলের অধিনায়ককে জানানো উচিত। কিন্তু আমরা দেখলাম এসি কলেজের ক্রিকেটার ও সমর্থকরা মাঠে ঢুকে পড়ার পর লেগ আম্পায়ার ষষ্ঠী বিশ্বাস নির্ধারিত সময়ে ২০ ওভার করা যায়নি বলে খেলা বন্ধ করলেন। অথচ সেই সময় আমাদের বোলার বোলিং রান আপেই ছিল। এই ঘটনার ভিডিও আমাদের কাছে আছে।'

চিরঞ্জিতের আরও অভিযোগ, 'স্কোরার কৃষান দাস আমাদের সিদ্দিককে দুই প্রান্ত থেকে বোলিং করিয়ে ৫ ওভার দেখিয়ে দেন। এই নিয়ে প্রতিবাদ হলে স্কোরার মাঠে এসে আম্পায়ারদের সঙ্গে কথা বলে তা সংশোধন করেন। এরপর একবার ওদের এক ব্যাটার বোল্ড হওয়ায় স্টাম্প বদলাতে হয়। এই বাবদ নষ্ট হওয়া সময় পূরণ করতে মাত্র ২ মিনিট নির্ধারিত সময়ে সঙ্গে যোগ করা হয়। যা কোনওভাবেই সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়।'

ক্রীড়া পর্ষদের সহ সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ অবশ্য বলেছেন, 'আমরা প্রতিটি ইনিংস সম্পূর্ণ করার জন্য দেড় ঘণ্টা সময় দিয়ে থাকি। এসি ব্যাটিং শুরু করেছিল দুপুর ১.১৯ মিনিটে। ৪.৫২ মিনিটে আম্পায়াররা খেলা থামান। ততক্ষণে নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে যোগ করা ২ মিনিট সময়ও পেরিয়ে গিয়েছে। একটা সময় এসেছিল যখন ৭ মিনিটে শেষ ৩ ওভার করতে হত। তখন আম্পায়ার ওদের ওভার রেটে পিছিয়ে থাকার কথা জানিয়েছিলেন। আর স্কোরারের পাশে শিলিগুড়ি কলেজের প্রতিনিধি না থাকায় স্কোরার ভুল করেছিল।'

যা আবার মানতে চাননি চিরঞ্জিত। বলেছেন, 'দুই ইনিংসেই আমাদের প্রতিনিধি স্কোরারের পাশে ছিলেন। যদি না থাকে তাকে ডেকে নেওয়ার দায়িত্ব তো স্কোরারের। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কি কোনও বোলার দুই প্রান্ত থেকে বল করতে পারে?' চিরঞ্জিত বলেছেন, 'আমাদের বলা হয়েছিল সিএবি গাইডলাইন মেনে এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে। তাহলে আম্পায়ারও সিএবি স্বীকৃত হওয়া উচিত। অথচ ষষ্ঠী ও অপর আম্পায়ার অলীক দাস এবং স্কোরার কৃষান - কারও সিএবি স্বীকৃতি নেই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের কাছে আরটিআই করছি। সঠিক বিচার না পেলে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারি। বুধবার আমরা সকাল পৌনে ৯টা থেকে মাঠে থাকব। আগামীকালের ম্যাচ আমরা করতে দেব না।' বিবেকানন্দ অবশ্য জানিয়েছেন, ক্রিকেটিং রুলের ক্ষেত্রে তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিএবি-র গাইডলাইন মেনে চলে থাকেন। কিন্তু ম্যাচ অফিশিয়াল নেওয়া হয় জেলা সংস্থা থেকেই। এক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে।

বুধবার দুইটি সেমিফাইনাল। খেলবে এসি-ইসলামপুর কলেজ ও কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ-আলিপুরদুয়ার কলেজ।

শিলিগুড়ি কলেজের হুঁশিয়ারি আজ ম্যাচ করতে না দেওয়ার

ম্যাচ শেষে শিলিগুড়ি কলেজের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় আম্পায়ারদের।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা তাপস বর্মণ - কে 25.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 47E 15766 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার এলাকায় অনেকেই ডিয়ার লটারির মাধ্যমে জিতেছে। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত এক কোটি টাকার অবিশ্বাস্য পুরস্কার জিতেছি। কোটিপতি উপাধি দেওয়ার জন্য আমি সর্বদা ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।